রুডিন

রচনা

ইবান তুর্গেনেফ

অনুবাদ

শ্রীশৌরীন চৌধুরী

সম্পাদনা

শ্রীজগদিন্দু বাগচী

রীডার্স কর্ণার

৫ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৫৬
দাম তিন টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কলিকাতা ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন থেকে শ্রীসৌরেন্দ্র মিত্র, এম.এ. প্রকাশ করেছেন আর ঐ ঠিকানায় বোধি প্রেসে শ্রীনৃপেন্দ্র হাজরা ছেপেছেন

ভূমিকা

(১)

তুর্গেনেফ বর্তমান যুগের লোক নন, ঊনবিংশ শতকের একজন দিকপাল। ১৮১৮ সালে মধ্য-রুশিয়ার অন্তর্গত ওরেল প্রদেশে তাঁর জন্ম।

আমাদের দেশে তখনও চলছে মোগল-যুগ—বাদশাহ ২য় আকবরের রাজত্ব, অর্থাৎ মোগল-যুগের শেষপর্যায়; আর তারই পাশাপাশি বাদশাহের দেওয়ান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন এবং মারাঠাদের সঙ্গে তার জীবনমরণ-সংঘর্ষ। আরউইন, উইলিংডন, লিন্‌লিথ্‌গোর আমলে দেশের বড়-কেউই যেমন কল্পনাও করতে পারেননি ভেতরে ভেতরে কতখানি জীর্ণ হয়ে এসেছে ব্রিটিশ-শাসনের ভিত্তিমূল, সেদিনও তেম্নি বড়-কারও কল্পনায়ই আসেনি কতখানি আসন্ন হয়ে উঠেছে মহামোগলের অন্তিমক্ষণ—অথচ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে কতই না স্পষ্ট সে তত্ত্ব আজ! এই বৎসরই লর্ড হেস্টিংস মারাঠাশক্তিকে ধূলিসাৎ করে সগর্বে ঘোষণা করেন যে, সমগ্র দেশের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই হয়ে উঠেছেন সর্বশক্তিমান। তবে ব্রিটিশ রাজশক্তি কর্তৃক ভারত-শাসনের ভার প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করতে তখনও ঢের দেরি, ভারতবর্ষকে ব্রিটিশের সাম্রাজ্য বলে ঘোষণা করার কথা তো দূরস্থান—সে আজ মাত্র ৭২ বৎসর আগেকার কথা।

আর আজকের এই বল্‌শেভিক রুশিয়ায় তখন চলেছে সম্রাট ১ম নিকোলাসের নিরঙ্কুশ স্বৈরশাসন—সেই আমাদের '১৪ই ডিসেম্বর' * নামক উপন্যাসের সম্রাট নিকোলাস, যিনি ঐ দিনটিকে রক্তকলঙ্কিত না করে সিংহাসনে আরোহণ করতে পারেন নি সেই তাঁরই। তাঁর সেই ভয়াল অভিষেকদিবসে তুর্গেনেফ ছিলেন ৭।৮ বৎসরের বালক মাত্র। নিকোলাসের সুদীর্ঘ স্বৈরশাসনের মধ্যেই বাল্য থেকে যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের পথে অগ্রসর হয়ে যেতে হয় তাঁকে। সে প্রচণ্ড শাসনের আঁচ থেকে সযত্নে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে

---

* '১৪ই ডিসেম্বর,' দিমীত্রি ম্যারাশ্‌কফ্‌স্কাই প্রণীত এবং শ্রীচিত্ত রায় ও শ্রীঅশোক ঘোষ কর্তৃক অনূদিত; প্রকাশক রীডার্স কর্ণার, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬।

পেরেছিলেন তিনি, সে কথা বলা কঠিন, যদিও ১৪ই ডিসেম্বরের বিপ্লবপ্রচেষ্টায় কোনরূপ হাতই ছিল না সেদিনকার সেই অবোধ বালক তুর্গেনেফের।

'১৪ই ডিসেম্বরের' তুর্গেনেফ ছিলেন নিকোলাস তুর্গেনেফ—বালক ইবান সেরজেয়েবিচ তুর্গেনেফের কাকা। ১৪ই ডিসেম্বরের অর্বাচীন বিপ্লবপ্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে পর, দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয় তাঁকে,—এ কথা আমরা জানতে পাই '১৪ই ডিসেম্বর' থেকেই। দেশত্যাগের পর তিনি এসে বাস করতে থাকেন ফ্রান্সে, এবং সেখানে বসে 'রুশ ও রুশিয়া' নামে ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করেন তাঁদের সেই বিপ্লবপ্রচেষ্টার প্রথম লিখিত সমর্থন। সেণ্ট পিটার্সবার্গ (বর্তমানের লেলিনগ্রাদ) বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যয়নের পর, ১৮৩৮ সালে তুর্গেনেফ গিয়ে যোগদান করেন জার্মানীর বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের ফাঁকে ফাঁকে ফ্রান্সে গিয়ে কাকার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতেন তিনি, এবং তাঁরই কাছ থেকে লাভ করেন মুক্তিমন্ত্রের দীক্ষা। নিজের নাতিদীর্ঘ জীবনের মধ্যে একদিনের জন্যেও সে মন্ত্রের বিস্মরণ ঘটেনি তাঁর।

ঊনবিংশ শতকের ৬ষ্ঠ দশকে আলেকসান্দার হার্জেন নামে জনৈক খ্যাতনামা রুশীয় সাংবাদিক যখন লণ্ডনে এসে 'কোলোকোল' (Kolokol) নামে একখানা বিপ্লবাত্মক বা চরমপন্থী পত্রিকা প্রকাশ করতে সুরু করেন, ইবান তুর্গেনেফ তখন তাতে নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধ তো লিখতেনই; তা' ছাড়া পত্রিকাখানির সম্পাদকীয় বিভাগের একজন ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতাও ছিলেন তিনি, ছিলেন সম্পাদকীয় বিভাগের একজন বে-সরকারী সদস্যেরই মতো। তুর্গেনেফ ও হার্জেনের মধ্যে যে সব ব্যক্তিগত পত্রালাপ চলতো তা' আবিষ্কারের পর এ কথা আজ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, সমসাময়িক রুশিয়ায় তাঁর চেয়ে গভীর রাজনীতিজ্ঞান রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেও অল্পই ছিল,—উত্তরকালের ইতিহাসে বাস্তবসত্যের আকারে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বিস্তর ভবিষ্যদ্বাণী।

কিন্তু শুধু রাজনীতিজ্ঞানেই নয়, ঠিক বিপ্লবাত্মক যদি না-ও হয় তবুও চরমপন্থি-সুলভ মতামত আর মুক্তিপ্রেমেও তুর্গেনেফের সমকক্ষ ব্যক্তি তৎকালীন রুশিয়ায় খুব বেশি ছিলেন বলা যায় না। বস্তুতঃ রুশিয়ার জাতীয় জীবন উন্মেষের ইতিহাসে বিশেষ একটি সন্ধিক্ষণে তুর্গেনেফ ছিলেন উদারপন্থীদের প্রধান পতাকাবাহী, নব-বিধানের চিন্তানায়ক ও ভাবগুরু।

তবে এখানেই ঘটেছে তাঁকে নিয়ে উত্তরকালের যত বাগ্‌বিতণ্ডা আর মতভেদ

অনেকেরই মতে রাজনীতিতে তিনি ছিলেন একজন পাকা পল্লবগ্রাহী; তাঁর সঙ্গে মতে মিলতো খুব কম লোকেরই, এবং যাঁদের সঙ্গে মিলতো তাঁদেরও অনেকে ভয়ানক বিরক্ত ছিলেন তাঁর ভীতভীতে মনোভাবের প্রতি।

তুর্গেনেফের রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু ছিলেন তাঁর কাকা নিকোলাস। আরও অনেকের প্রভাব তাঁর জীবনে হয়েছিল অল্পবিস্তর ফলপ্রসূ। ১৮৩৪ সালে যখন তিনি পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে যান তখন তাঁকে আসতে হয় অধ্যাপক প্লেৎনেফের সান্নিধ্যে। অধ্যাপক প্লেৎনেফ ছিলেন রুশিয়ার সাহিত্যগুরু পুশ্‌কিনের একজন বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু। সেই থেকে ঘটে রুশীয় সাহিত্যের 'স্বর্ণযুগের' সঙ্গে তুর্গেনেফের নাড়ীর যোগ—অথচ আবার সর্বতোভাবেই তিনি ছিলেন, পাশ্চাত্য ভাষার অনুকরণে যাকে বলা যেতে পারে 'চতুর্থ দশকের লোক' (a Man of the Forties)।

তুর্গেনেফের সাহিত্যিক স্বরূপ নির্ণয়ে সমালোচকদের মধ্যে সংশয় ও মতদ্বৈধের মূলও এইখানে।

তুর্গেনেফ আজ অতীতের পর্যায়ে; তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা, তাঁর মনীষা, তাঁর দান, আজ সর্বজনস্বীকৃত। তবু আজও এ কথা নিঃসংশয়ে স্থিরীকৃত হয়নি যে, কারা তাঁকে প্রথম করেছিল আবিষ্কার, কারা প্রথম দিতে পেরেছিল তাঁকে তাঁর যথাযোগ্য সম্মান, কারা তাঁকে করেছিল বরণীয় স্রষ্টা বলে প্রথম গ্রহণ—তাঁর স্বদেশবাসীরা, না, বিদেশের রসিকসুজন।

বিপ্লবপন্থী বল্‌শেভিক রুশিয়াও আজ তাঁকে গ্রহণ করেছে একজন দিকপাল বলে; তবু তাঁকে নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটেনি আজও। এদিক দিয়ে প্রাচীন হয়েও, অতি-আধুনিক তিনি—আজও হয়ে আছেন তিনি এক সমস্যা।

(২)

১৮৪০ সালে জার্মানী থেকে মস্কো ফিরে আসেন তুর্গেনেফ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করার পর, গবেষণার প্রতি আকর্ষণও হয়েছিল তাঁর। কিন্তু সাহিত্যের আকর্ষণ ছিল প্রবলতর। কবিতা রচনার দিকে মনোনিবেশ করেন তিনি। তাঁর প্রথম পুস্তক হলো 'পারাশা' (Parasha), 'স্বর্ণযুগের' কবি ও ঔপন্যাসিক এবং পুশ্‌কিনের অনুবর্তী লারমোন্তোফের (Lermontov) অনুকরণে রচিত পদ্যছন্দে এক শ্লেষাত্মক কাহিনী। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক বেলিন্‌স্কাই

(Belinsky) সোৎসাহে বইখানার যথেষ্ট প্রশংসাও করেন, এবং রুশীয় পাঠক কাব্য-গগনে এক নবজ্যোতিষ্কের আবির্ভাব কল্পনা করে পুলকিতও হয়ে ওঠেন। তারপর তাঁর আরও কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন নিজেই কবিতা রচনা পরিত্যাগ করেন তিনি,—প্রতিভাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট বুঝতে পারেন তাঁর পথ ভিন্ন। সেই থেকে একাগ্রচিত্তে গদ্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন তুর্গেনেফ,—পূর্বতন পদ্যসমূহ পুনর্মুদ্রণের অনুমতিও দান করেন নি তিনি আর।

গদ্যরচনায় ইতিপূর্বেই অবশ্য হাত দিয়েছিলেন তিনি, ইতিমধ্যে পুরাতন ধাঁচের কয়েকটি রোমান্টিক গল্পও প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর ; তারপর ১৮৪৬ সালে একখানা সাময়িক পত্রিকায় আরম্ভ হয় নিয়মিত ভাবে তাঁর 'শিকারীর নক্সা' বা 'শিকারীর রোজনামচা' (*Khor and Kalinych*) নামক রচনাবলীর প্রকাশ। বৎসর ছয়েক পরে (১৮৫২) যখন সে সব রচনা একত্র সঙ্কলিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখন দেশময় পড়ে যায় এক নতুন সাড়া। বলতে গেলে, এই বইখানিই হচ্ছে তাঁর প্রথম রচনা, কিন্তু প্রথম হলেও সর্বাংশেই সার্থক রচনা। স্বল্প পরিসরে সর্বাংশে এর চেয়ে সার্থক রচনা তুর্গেনেফ আর কখনও করেন নি, এ-ই হচ্ছে প্রায় যাবতীয় সমালোকের সুচিন্তিত অভিমত।

কিন্তু সাহিত্যরস পরিবেষণের উদ্দেশ্য ছাড়া, এর মধ্যে আরও অনেক কিছুই আবিষ্কার করেন রুশিয়ার সুধিসমাজ,—তার মধ্যে প্রধান হলো বইখানির সামাজিক তথা রাজনৈতিক অভিপ্রায়। বলতে গেলে, প্রায় স্মরণাতীত কাল থেকেই রুশিয়ার আপামরসাধারণের মধ্যে চলে আসছিল ভূমিদাসবৃত্তি (serfdom)—নিন্দুকরা বলে এখনও চলে আসছে। তুর্গেনেফের এই ছোটগল্প বা নক্সাগুলোর মধ্যে সকলেই দেখতে পেলে সেই ভূমিদাসবৃত্তি উচ্ছেদের অভিপ্রায়। রুশিয়ার পাঠকসাধারণ তাঁকে প্রায় একবাক্যে স্বীকার করে নিলে নবভাবের ভাবুক, নবযুগের শিক্ষাগুরু, নববিধানের প্রবর্তককামী, বলে। শুনতে পাওয়া যায়, স্বয়ং যুবরাজ আলেকসান্দার অবধি বইখানা পড়ে এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর পরিকল্পিত সংস্কার প্রবর্তনের পথের দীপশিখাস্বরূপ বইখানা সদাসর্বদা নিজের বগলদাবা করে ঘুরে বেড়াতেন তিনি।

কিন্তু যুবরাজ তখনও রাজপদে সমাসীন হন নি ; তখনও চলেছে দোর্দণ্ডপ্রতাপ নিকোলাসের স্বৈরশাসন। এই বৎসরই (১৮৫২) আবার সাহিত্যিক গোগোল (Gogol) পরলোকগমন করেন, এবং তুর্গেনেফ তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে পাঠের জন্যে

তাঁর অনুপম স্নেহদৃষ্টির অজস্র প্রশংসাবাদ করে লেখেন এক অভিভাষণ। এই অপরাধে তুর্গেনেফের হয় নিজ মফঃস্বলের জমিদারিতে নির্বাসন। নির্বাসনের অখণ্ড অবসর বিনোদন করতেন তিনি গল্প রচনা করে; তাঁর সে প্রত্যেকটি গল্পই অনবদ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে সর্বদেশের সুধিসমাজে।

প্রায় দেড় বৎসর নির্বাসনে কাটাবার পর ১৮৫৩ সালে তাঁকে সেণ্ট পিটার্স বার্গে প্রত্যাগমনের অনুমতি দান করা হয়। রুশিয়ার বিদগ্ধসমাজ পুনরায় উৎসাহভরে গ্রহণ করেন তাঁকে। সাহিত্যিকসমাজে প্রায় একচ্ছত্র সম্রাটের মতো একাধিপত্য করতে থাকেন তুর্গেনেফ—শুনতে পাওয়া যায় সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনাও তাঁর হাত থেকে সংশোধিত হয়ে না এলে প্রকাশিত হতো না। সাহিত্যক্ষেত্রে এ হেন আধিপত্যলাভের সুযোগ পৃথিবীর অতি-বড়ো সাহিত্যস্রষ্টাদের ভাগ্যেও যার-পর-নাই বিরল। তবুও তুর্গেনেফের এরূপ আধিপত্যের মূলে তাঁকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টা বলে লোকের যতটা না জ্ঞান ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল তাঁর মনীষার মাহাত্ম্যস্বীকার, তাঁকে দেশের চিন্তাগুরু বলে জ্ঞান। তাই অনেকের মতে দেশের লোক তাঁকে তাঁর জীবদ্দশায় যথার্থ মূল্য দান করতে পারে নি, সময়বিশেষে ভুল করে দিয়েছে রাজার সম্মান, কিন্তু স্রষ্টা বলে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করতে পারে নি তারা,—সে কাজ নির্দ্দিষ্ট হয়ে ছিল যেন বিদেশীদের জন্যেই। অবশ্য তার কারণও যে না ছিল তা নয়।

(৩)

১৮৫৫ সালে সম্রাট ১ম নিকোলাসের নিরঙ্কুশ স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। ২য় আলেকসান্দারের অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই রুশিয়ার ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে হয় নতুন এক দৃশ্যপটের উন্মোচন। ভূমিদাসরা বহুলাংশে লাভ করে মুক্তি, বহুবিধ সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংস্কারও প্রবর্তিত হয় তখন। পর বৎসর (১৮৫৬) তুর্গেনেফ প্রকাশ করেন তাঁর প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'রুডিন' (*Rudin*)। আমাদের দেশে সেটা হলো তথাকথিত 'সিপাহী বিদ্রোহের' প্রাক্কাল—সে-ও একটা বৈপ্লবিক যুগ বৈ কি—যদিও তফাৎ অনেক!

'রুডিন' রুশিয়ার সমাজসংস্কারের যুগেরই উপন্যাস বটে, কিন্তু এর বিষয়বস্তু ও ঘটনাকাল হচ্ছে অব্যবহিত অতীতের—'চতুর্থ দশকের।' তখনও চলছে ১ম

নিকোলাসের অপ্রতিহত শাসন। রুশিয়ার পক্ষে সে ছিল এক তামসরাত্রি। বাক্‌স্ফূর্তির স্বাধীনতা তো দূরের কথা, স্বাধীনচিন্তারও যেন অবকাশ ছিল না কারও। রুশিয়ার বিপুল প্রকৃতিপুঞ্জ দিনের পর দিন দিনপাত করে চলেছিল শুধু নির্বাক উদ্ভিজ্জপ্রকৃতির মতো।

তারই মধ্যে দেশের সর্বত্র ইতস্তত:বিক্ষিপ্ত দু'একজনের চিত্তে কচিৎ জাগতো সংশয়, মনে দেখা দিত চিন্তা, এবং চিন্তার প্রথম বিস্ময়ের ছোঁয়াচ কেটে গেলে তাঁদেরই কেউ কেউ শেষ অবধি সাহস সঞ্চয় করে ভাবতেন স্বাধীনতার কথা, অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করতেন মুক্তির আগ্রহ। তবে মুখ ফুটে সে কথা বলতে সাহস হতো না বড়-কারুরই।

তবু বনের পশুও দূরদূরান্ত থেকে কী করে যেন এসে মিলিত হয় পরস্পরের সঙ্গে,—একই সঙ্গে প্রকৃতির সে এক মহাসম্মোহন আর বিশুদ্ধ বিবেক; তারই বলে চিনতে পারে তারা কে মিত্র আর কে শত্রু, আর তাতে করেই গড়ে ওঠে যত যূথযূথ। প্রকৃতির এই অমোঘ বিধানেই আজও অস্তিত্ব রক্ষা করে আসছে তারা এককবিহারী হিংস্র শ্বাপদকুলের কবল থেকে। উদ্ভিজ্জপ্রকৃতিতেও রয়েছে এ সম্মোহন, রয়েছে এ বিবেক।

এম্নি একটা অবস্থার বশে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আসতে লাগলেন রুশিয়ার নানা স্থানে একে একে দু'য়ে দু'য়ে চিন্তাশীল মনীষীরা। এম্নি করেই দেশের নানা স্থানে যেন দানা বেঁধে উঠতে লাগলো বিপ্লবের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যত প্রাথমিক বুদ্বুদ।

কিন্তু তা' সামান্য বুদ্বুদ মাত্র—তার বেশি আর কিছুই নয়। নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যে রামধনুর রঙে রাঙিয়ে উঠে, বাতাসের সামান্যতম ফুৎকারেই বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া তার ধর্ম। সেই তার নিয়তি।

এ অবস্থাকে পশ্চাতে ফেলে বহুদূরে চলে এসেছে আজ রুশিয়া। সে কথা আজ বিস্মরণ হয়ে আসছে সবার—অতি দ্রুত ঘটছে সে বিস্মরণ। তবুও আজকের এই প্রচণ্ড শক্তিমান দুর্ধর্ষ বল্‌শেভিক রুশিয়া যেমন একটা অনস্বীকার্য বাস্তবসত্য, সেদিনকার সেই উদ্ভিজ্জধর্মী ক্লীব রুশিয়া আর তারই মধ্যে সেই মুষ্টিমেয় মনীষীর প্রথম জাগ্রৎ চিন্তা, সদ্যোজাগরিতের প্রথম পার্শ্বপরিবর্তন, ক্ষীণ কর্মোদ্যম এবং একান্ত ব্যর্থ বুদ্বুদের মতো কিছু-না-করেই শূন্যে-মিলিয়ে-যাওয়া, সে-ও ছিল ঠিক তেম্নি এক রূঢ় বাস্তব সত্য। রুশিয়ার সেই বিস্মৃতপ্রায় সত্যস্বরূপটি

আজও অক্ষয় হয়ে রয়েছে তুর্গেনেভের এই ক্ষুদ্র উপন্যাসখানিতে—অক্ষয় হয়ে আছে ইতিহাসের চেয়েও সত্য হয়ে।

জনৈক ফরাসী সমালোচক তুর্গেনেভের রচনাবলীকে তুলনা করেছেন গ্রীক ট্র্যাজেডীর সঙ্গে। অবশ্যই সর্বাংশে সার্থক হয়নি এ তুলনা, তবু একেবারেই নিরর্থক কি? একটা সমগ্র যুগের তন্ত্রধার তিনি।

(৪)

বস্তুতঃ দ্‌মিত্রি রুডিন যে সময়ের লোক, আজকের এই এত বড়ো রুশিয়ার সত্যকার প্রতিনিধি বলতে তখন ছিল মাত্র রুডিন, লেঝনয়োভ, পোকোর্‌স্কাই—বিশেষ করে পোকোর্‌স্কাই-এর মতো অতি নগণ্য দু'চারজন লোক। সমগ্র দেশ যখন স্বৈরতন্ত্রের ঘোর অমানিশায় জুজুর-ভয়ে-আড়ষ্ট ছেলের মতো গভীর ঘুমে অচেতন, তখন জীর্ণ কুটীরে অপরিসীম দৈন্যের মধ্যে একান্তে পড়ে পড়ে এরাই শুধু দেখেছে মুক্তির স্বপ্ন—আশেপাশের অন্ধ পরিবেশকে মনে মনেও সাহস করে করেছে অস্বীকার।

তাই পোকোর্‌স্কাইয়ের কথা বলতে বলতে লেঝনয়োফও যায় উন্মনা হয়ে, বলে তার দয়িতার কাছে,—

"না, রুডিন সে নয়, সে আর একজন···মারা গেছে বহুকাল···ক্ষয়রোগে, ...অদ্ভুত লোক···দু'চার কথায় তার বর্ণনা দেওয়া সাধ্যের অতীত আমার; কিন্তু তার কথা উঠলে আর কারও কথা বলতে ইচ্ছে করে না কারুর। মহৎ, সরল, অন্তঃকরণ ছিল তার, আর ছিল এমনই বুদ্ধি যা আজ অবধি দেখলুম না কারও মধ্যে। পোকোর্‌স্কাই বাস করতো এক পুরোনো কাঠের ঘরের ছোট্ট, নীচু, চিলেকুঠিতে। ভারী গরীব ছিল সে, ছেলে পড়িয়ে কায়ক্লেশে দিন চালাতো বেচারা, অনেক সময় বন্ধুবান্ধবদের এক বাটি চা পর্যন্ত পারতো না দিতে; থাকার মধ্যে ছিল তার ঘরে একখানা ক্যাঁচক্যাঁচে সোফা, তাতে চড়লে মনে হতো নৌকোয় চড়ে দোল খাচ্ছি বুঝি মাঝদরিয়ায়। তবু কত লোকের ভিড় জমতো সেখানে! সবাই ভালোবাসতো তাকে, সবারই অন্তঃকরণ স্পর্শ করতে পারতো সে। বিশ্বাস করতে পারবে না তুমি কী ভালো লাগতো তার সেই ছোট্ট দীনহীন ঘরখানিতে গিয়ে বসতে!"

স্পর্শ করে না এ উচ্ছ্বাস আলেক্‌সান্দ্রা পাব্‌লোব্‌নাকে—নারী সে, তাই জিজ্ঞেস করে শান্ত বিস্ময়ের সঙ্গে, "তা এমন কী অদ্ভুত ব্যাপার ছিল তোমার ঐ পোকোর্‌স্কাইয়ের মধ্যে ?"

"কী করে বোঝাবো তোমায় ?" —উত্তরে বলে লেঝনয়োব : "সত্যম্‌, সুন্দরম্‌ —তারই আকর্ষণে গিয়ে মিলতুম আমরা ওর কাছে। অদ্ভুত তেজোদীপ্ত বুদ্ধি সত্ত্বেও সে ছিল একেবারে সরল শিশুটি যেন। এখনও কানে বাজছে আমার ওর সেই ঝরঝরে হাসিটি, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে, আমাদেরই সেই দলের সবার প্রিয় আধপাগ্‌লা কবির ভাষায়, সে

নিশীথবর্তিকাখানি রাখিত জ্বালিয়া
সত্য আর শুচিতার বেদীর সম্মুখে।"

নিতান্তই কবিকল্পনা নয় এ বর্ণনা। এম্নি দীনহীন পরিবেশে দীনদরিদ্র নাম-গোত্রহীন ছাত্রদের মধ্যেই ঘটে '১৪ই ডিসেম্বরের' পরবর্তী কালের রুশিয়ায় স্বাধীনচিন্তার প্রথম উন্মেষ। তারই ইতিহাস ইতিহাসের চেয়েও সত্য হয়ে ফুটে রয়েছে তুর্গেনেফের এই 'রুডিন' নামক উপন্যাসখানিতে।

পোকোর্‌স্কাই ছিল বাস্তবদেহে সে য়ুগের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেন ভাবময় বিগ্রহ—প্রথম প্রভাতের অরুণিমা। কিন্তু রুডিন ছিল সে যুগের প্রকৃত প্রতিনিধি —যুগপৎ যুগধর্মের নায়ক এবং যুগদেবতার যূপকাষ্ঠের বলি। গুরুশিষ্যে প্রচুর প্রভেদ। লেঝনয়োফ বলে :

"পোকোর্‌স্কাই আর রুডিনে তফাৎ অনেক। রুডিনের মধ্যে ছিল ঢের বেশি চমক, ঢের বেশি দীপ্তি, ঢের বেশি বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এবং সম্ভবতঃ ঢের বেশি উৎসাহও। হঠাৎ তাকে দেখে ভ্রম হতো পোকোর্‌স্কাইয়ের চেয়ে বহুগুণে প্রতিভা-শালী বলে, তবুও তুলনায় সারাক্ষণ তাকে নিতান্তই সাধারণ স্তরের জীব বলে মনে হতো। কোন-একটা ভাবকে পরিপুষ্ট করে তুলতে রুডিনের তুলনা ছিল না; বিতর্কে তার জুড়ি মেলা ছিল ভার, কিন্তু তার মধ্যে ছিল না মৌলিকত্ব, অপরের কাছ থেকে ভাব ধার করে চালাতো সে, বিশেষ করে পোকোর্‌স্কাইয়ের কাছ থেকে। পোকোর্‌স্কাই ছিল শান্ত, কোমল—এমন কি দেখতেও দুর্বল—তা ছাড়া ভারী মেয়েমানুষ-পাগলা ছিল বেচারা, ভালোবাসতো ফূর্তিবাজি, মান-অপমান সমান ছিল তার। রুডিনকে মনে হতো অগ্নিগর্ভ, ভয়ডরহীন, প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু অন্তরে অন্তরে সে ছিল নিষ্প্রাণ, প্রায় যেন ক্লীব……।"

এই দৃস্মিত্রি রুডিনই ছিল সে যুগের শিক্ষিত রুশিয়ার প্রতিনিধি—বাক্যে বীর, কর্মে ক্লীব। 'বাগ্‌বিভূতিতে যেন তরুণ দেমোস্থেনেস। বিতর্কে অজেয় তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সম্মুখবর্তী সকলকে মানতে হয় চরম পরাভব; কিন্তু কর্মের কঠিন পরীক্ষায় একান্ত ব্যর্থ, হতমান, সে।' উনবিংশ শতকের সুশিক্ষিত রুশিয়ানের প্রতিনিধি সে, কিন্তু এই বিংশ শতকের বাঙালীর কেউই কি নয়?

তবুও সে ভণ্ড নয়; নিজেকে জাহির করতে চায় না সে, স্বপ্নেও ভাবতে পারে না কাউকে কখনও প্রতারণা করবে বলে। নিজের চিন্তায়, নিজের ভাবে, পরিপূর্ণ আস্থা আছে তার, সত্যের প্রতি সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবান সে। তার এই নিষ্ঠার বলেই বিতর্কে প্রতিপক্ষ তার কাছে শুধু পরাভবই মানে না, তার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বশীভূতও হয় সবাই, বিজিত হয়ে স্বেচ্ছায়ই করে নতিস্বীকার, এগিয়ে দেয় তাকে শ্রেষ্ঠের আসন। তাই একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই তরুণী নাতালায়া তার কাছে এগিয়ে আসে আত্মদানের আকুল আগ্রহে—নিজের ঐশ্বর্যবিলাসে অভ্যস্ত স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা হেলায় পরিত্যাগ করে, দরিদ্রের প্রেমে গৃহত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে সে। কিন্তু কর্মে ক্লীব রুডিন—এত বড়ো দান গ্রহণ করবার শক্তি কোথায় তার? সে চরিত্রবল অর্জন করতে পারে নি বেচারা তার দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরের জীবনে—প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছে শুধু স্বপ্ন দেখে, শিশুর মতো স্বপ্নকেই সত্যজ্ঞান করে। লেঝনয়োবের প্রমুখাৎ জানতে পাই বাস্তবের রূঢ় আঘাতে বার বার স্বপ্ন ভেঙে গেছে রুডিনের, স্বপ্নবিলাসী তবুও ফের পাশ ফিরে শুয়েছে নবতর স্বপ্নসুখের লোভে, ভেবেছে সেই বুঝি পরম পুরুষার্থ। অথচ কর্মের মধ্যে নিঃশেষে বিলীন করেই দিতে চায় যে নিজেকে,—তার সে ঐকান্তিক আগ্রহের মধ্যে ফাঁকি নেই একবিন্দু, কিন্তু কর্মকে চেনে না যে স্বপ্নবিলাসী; স্বপ্নকেই কর্মজ্ঞানে বারবার করে ভুল। অল্পবিস্তর সকলেই করে থাকে এ ভুল, তবে বিংশ শতকের বাঙালীই বোধকরি করে সব চেয়ে বেশি।

(৫)

একজন রুশীয় সমালোচক তাই রুডিনের উৎসাহ উদ্যমকে তুলনা করেছেন মেরুজ্যোতির সঙ্গে; তাতে আলোক আছে, বর্ণসুষমারও অবধি নেই, কিন্তু উত্তাপের একান্ত অভাব; তারই জন্যে মেরুপ্রদেশ এক নিরবচ্ছিন্ন হিমমরু।

মেরুজ্যোতি সূর্য নয়, সূর্যের অভাব সে পূর্ণ করে না; কিন্তু সে কি তার নিজের দোষ? বরং সুমেরুর শীতের আকাশে মেরুজ্যোতি যদি না থাকতো তবে অন্ধকারের অন্ধতায় কুমেরুর চেয়েও নিরন্ধ্র হয়ে উঠতো সুমেরুর আকাশ। তাই মানব-মাত্রেই মেরুজ্যোতির কাছে পরম ঋণে ঋণী। আজকের অদ্ভুতকর্মা রুশিয়ার তুলনায় তুর্গেনেফের সেদিনকার সেই রুশিয়াকে নগণ্য মনে হতে পারে, কিন্তু সেদিনকার সেই সুদীর্ঘ তমোরাত্রের অন্ধকার এই সামান্য আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল বলেই না, মেরুপ্রদেশে ছয়মাস অন্তে যেমন সূর্যোদয় ঘটে এবং দীর্ঘকাল যাবৎ ক্রমাগত তা কম্বুরেখায় আকাশে আরোহণ করতে থাকে, তেমনই আজ রুশিয়ার আকাশ মধ্যাহ্নসূর্যের দীপ্তিতে উঠেছে ভাস্বর হয়ে! রুডিনের মতো ব্যর্থ জীবন থেকেই রুশিয়ায় স্থিতিলাভ করেছে ভাবাদর্শের ধর্ম—উদ্ভিজ্জজীবন থেকে ভাবসাধনার পথে উত্তীর্ণ করে দিয়ে যান রুশিয়াকে 'চতুর্থ দশকের' মনীষীরা।

মেরুজ্যোতির উদ্ভব মেরুপ্রদেশের আকাশে। 'চতুর্থ দশকের' মনীষীদেরও উদ্ভব সমসাময়িক রুশিয়ার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায়। দেশের মাটির সঙ্গে এঁদের মনীষার যোগ খুব বেশি ছিল না। তাঁরা সব ছিলেন ইউরোপীয় ভাবধারায় মানুষ—বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ একটিমাত্র বাতায়নপথই খোলা ছিল সারা রুশিয়ার অচলায়তনে। সামান্য দু'দশজনেরই শুধু সৌভাগ্য হতো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাতায়ন-পথে বাইরের জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করবার। এমন যে কিছু প্রশস্ত ছিল সে বাতায়ন তা-ও নয়,—নিকোলাসের শাসনে বরং তাঁর বৃদ্ধপ্রপিতামহ পিটার কর্তৃক উন্মুক্ত প্রত্যেকটি বাতায়নই এসেছিল রুদ্ধপ্রায় হয়ে। তবুও যেটুকু ফাঁক তিনিও ঢেকে যেতে সাহস পান নি সেটুকু ফাঁক দিয়ে যে সামান্য আলোকরশ্মি এসে অচলায়তনের অতি নগণ্য একটি কোণকে ঈষৎ আলোকিত করে তুলতো, সে ছিল একান্তভাবেই পশ্চিম-ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের আলো। পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে গঠিত পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার উচ্ছিষ্টে পরিপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সামান্য দু'এক পুরুষ যাবৎ পঠনপাঠন করেই, আমাদের দেশের শিক্ষিতসমাজ যেমন বিদেশের নিখুঁৎ পরিচয় লাভ করতে না পারলেও, যে দেশের যেটুকু অস্পষ্ট পরিচয় লাভ করেছেন তার পনেরো আনাই হচ্ছে গিয়ে বিদেশের বিজাতীয় পরিচয়, সে কালে রুশিয়ার শিক্ষিতসমাজেরও হয়েছিল সেইরূপ না ঘরকা না ঘাটকা গোছের দুরবস্থা। দেশের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিলই না, যেটুকু ছিল তা-ও অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং যথাসম্ভব বিকৃত পরিচয়,—দেশকে চেনার আগেই বিদেশ সম্বন্ধে অস্পষ্ট এবং বহুলাংশে

প্রকৃত জ্ঞান লাভ করার পর, সেই জ্ঞানের সাহায্যে স্বদেশকে বুঝতে গেলে স্বদেশ সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়ে থাকে, অস্বাভাবিক হয়ে ওঠাটাই একান্ত স্বাভাবিক তার পক্ষে। আমাদের জীবনে যে এই কাণ্ডটাই ঘটে এসেছে এতদিন, না চাইলেও প্রতি পদক্ষেপেই পেয়ে থাকি তার পরিচয়। রুশিয়ার শিক্ষিতসমাজও এইভাবে হারিয়ে ফেলেছিলেন দেশের সঙ্গে তাঁদের নাড়ীর যোগ। এইভাবেই তাঁরা হয়ে যান সব 'নিজ দেশে পরবাসী।' রুশিয়ার জনগণকে চিনতেন না তাঁরা, তারাও চিনতো না তাঁদের—যেমন হয়েছে আমাদের দেশে, শুধু চাষাভুষো, ছুতোরমিস্ত্রির সঙ্গেই নয়, দেশের সংস্কৃত আরবী ফারসীতে সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেশের ইংরেজিশিক্ষিত সমাজের। এতদিন ধরে তো একটানা চলেছে দেশে ইংরেজিশিক্ষার প্রসার; তবু আজও যখন পাড়াগাঁয়ে গিয়ে ইংরেজিতে ছাপা একখানা সংবাদপত্র ভুল করে উল্টে ধরে পড়তে বসি, তখন সে ভুল শুধরে দেবার মতো লোক আশেপাশে কেউ তো থাকেই না, বরং ইতিপূর্বে যারা কাছে এসে করছিল দরবার তাদের আর আমার মধ্যে, সামান্য একখানা পাতলা কাগজের হলেও, চক্ষের নিমেষে খাড়া হয়ে ওঠে হিমালয় হেন এক অভেদ্য প্রাচীর, এবং বিজাতীয় বিদেশীর কাছে দরবার করে কোনও লাভ নেই জেনে, ইতিপূর্বে বিদেশীকে স্বদেশী জ্ঞান করে দুটো সুখদুঃখের কথা জানাতে এসেছিল যারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে একে-একে দুইয়ে-দুইয়ে গুটিগুটি যে যার কাজে চলে যায় তারা—যাবার সময় সাহস করে একটা নমস্কার পর্যন্ত করে যেতে ভরসা পায় না অনেকে, কিংবা ভীরুতার ছদ্মবেশে অবজ্ঞাই জ্ঞাপন করে বুঝি বিজাতীয়ের প্রতি! বস্তুতঃ একজন গ্রামিক মুসলমান চাষার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনে পাশের গাঁয়ের পাঠশালার গুরুমশায় স্মৃতিতীর্থ ঠাকুরের রয়েছে যত বড়ো জাতিভেদ, তার চেয়ে দুস্তর জাতিভেদের ব্যবধান রয়েছে ইংরেজিশিক্ষিত তাঁতির ছেলে আর ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ তার বাপের সঙ্গে। অবিকল এইরূপ জাতিভেদই গড়ে উঠেছিল তখন রুশিয়ায়।

তুর্গেনেভের কথাসাহিত্যের প্রসার খুব বড়ো নয়, বরং স্বেচ্ছায়ই তিনি তাঁর চারপাশে গণ্ডি টেনে রেখেছিলেন; তবুও বিবিধ ব্যঞ্জনায় তাঁর রচনায় এই জাতি-ভেদের আলেখ্যটি যেমন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, এমনটি টলস্টয়েও হয়েছে কি না সন্দেহ। বহুবিস্তৃত আলেখ্যপট টল্‌স্টয়ের—বলতে গেলে প্রায় সমগ্র রুশিয়াকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে তা; জিজ্ঞাসাও গভীর তাঁর; কিন্তু তাঁর আলেখ্যে রয়েছে মাত্র দু'টি শ্রেণী—অভিজাতশ্রেণী আর জনগণ, মধ্যশ্রেণীর পরিচয় তাতে নেই

বললেই বোধহয় সত্যকথা বলা হয়। আর তুর্গেনেফ হচ্ছেন আবার বিশেষ করে এই মধ্যশ্রেণীরই, এবং আরও বিশেষ করে, শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর, ঔপন্যাসিক। তবুও শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রেণীর জাতিভেদ বুঝি আর কোথাও ফোটেনি এমন করে।

এই জাতিভেদের জন্যে দেশের সাধারণশ্রেণীর কোনও দায়িত্ব ছিল না। শিক্ষিত-শ্রেণীরই ছিল এর দায়িত্ব—শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা তাঁরাই গিয়েছিলেন জনসমাজ থেকে বহুদূরে সরে; বাস করতেন তাঁরা সে বিরাট জনসমুদ্রের মধ্যে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ রচনা করে—রাজধানীতে আর বড়ো বড়ো শহরে। জনগণের কাছে তাঁরা ছিলেন বিদেশী বিজাতির সামিল; আর তাঁদের কাছে জনগণ ছিল একটা ঐতিহাসিক প্রত্যয়বিশেষ (a historical abstraction)—বিশেষ কোন-একটা বাস্তব সত্তা নয়। বরং অভিজাতশ্রেণীর সঙ্গেও জনগণের ছিল বহুগুণে নিবিড়তর সম্পর্ক, পরস্পরকে চিনতো তারা, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় দু'পক্ষকে আসতে হতো দু'পক্ষের নিবিড় সান্নিধ্যে—ভূমিশূন্য জমিদারও কেউ ছিলেন না—অবশ্য দু'দশজন 'প্রিন্স' ছাড়া, আর ভূমিদাসহীন ভূমি বলতে বোঝাতো শুধু সাইবেরিয়ার খাল-বিলে ভরা বনভূমি, কি অর্ধমরু।

দেশের শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের মধ্যে এ পার্থক্যের একটা ফল হয়েছিল এই যে, 'দেশ' বলতে অশিক্ষিতেরা বুঝতো তাদের নিজ নিজ পল্লীকে, আর শিক্ষিতেরা বুঝতেন রুশিয়া বাদে সমগ্র বিশ্বজগৎকে। অবশ্য 'রুশিয়া' নামটার সঙ্গে মোটামুটি রকমের একটা পরিচয় উভয় শ্রেণীরই ছিল—যদিও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনে আরোহণের বৎসর কয়েক পরে ১৮৪০ সালের শিক্ষা-কমিশন যেমন শিক্ষা-বিষয়ক তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে সখেদে আবিষ্কার করেন যে, ইংল্যাণ্ড আর ওয়েল্‌স্‌-এর বহুলোকই এক খিস্তিখেউড় ছাড়া আর কোনও প্রসঙ্গেই জীবনে কখনও আমেরিকা, লণ্ডন, যিশুখ্রীষ্ট কি ভগবানের নামটুকু পর্যন্ত শোনেনি, অন্য কোনরূপ শিক্ষালাভ করা তো দূরের কথা, সে যুগে 'রুশিয়া' নামটার সঙ্গে রুশিয়ার অশিক্ষিতসাধারণের যদিই বা কালেভদ্রে কিছু কিছু পরিচয় হয়ে থেকে, থাকে তবুও মস্কো, সেন্ট পিটার্সবার্গ প্রভৃতি নামের সঙ্গে তাদেরও অধিকাংশেরই সেই রকম ছিল না কোনই পরিচয়। এরূপ অবস্থায় দেশের বৃহত্তর, সত্যতর, রূপটির সঙ্গে তাদের কোনরূপ পরিচয় থাকার কথা উঠতেই পারতো না। তবুও এদেরই মধ্যে দেশাত্মবোধের একান্ত অভাব দেখে সখেদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেন আবার তাঁরাই যাঁরা না চিনতেন এদেরকে,

না জানতেন রুশিয়ার সত্যস্বরূপটি কী—দেশের চেয়ে বেশি জানতেন যাঁরা বিদেশের বিকৃত রূপটিকে। এঁদের কাছে রুশীয় প্রজার চেয়ে ঢের বেশি সত্য ছিলেন ফিশ্‌টে, শেলিঙ, হেগেল, ভল্টেয়ার, রুশো। প্রায় যে-কোনও বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন জার্মান কি ফরাসীই তাঁদের চোখে ছিল এঁদের সগোত্র। নিজেদের দেশের সমসাময়িক রুশীয় সম্রাট নিকোলাসের চেয়েও এঁরা চিনতেন ভালো পূর্বশতকের প্রুশীয়রাজ 'মহামতি' ফ্রেডেরিখকে অথবা আরও পূর্বেকার ফরাসীসম্রাট ১৪শ লুইকে,—বইয়ের পাতায়ই চেনা যেত এঁদের, কিন্তু রক্তমাংসের মানুষকে চেনা—সে ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার, তা হোন না তিনি দেশের রাজা, ঘরের লোক, 'জনগণের জনক।' সে দুশ্চেষ্টা করতেনও না এঁরা কখনও, চেষ্টা করার পথও ছিল তাঁদের মুখের 'পরে রুদ্ধ। তবে চেষ্টা করলে তার অর্গল কি খুলতোই না কোনদিন? খুললে পরে জনগণের মুক্তির জন্যে হয়তো প্রয়োজন হতো না এতবড়ো একটা রক্তাক্ত বলশেভিক বিপ্লবের। অন্ততঃ এ প্রশ্ন আজ তুলতে পারি আমরা ভারতবাসীরা।

স্বদেশীর নামে বিদেশী করলে রক্তস্রোতের উজান ঠেলে শেষ অবধি যেখানে গিয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়, সে-ও হয়ে উঠতে পারে আর-এক কারাগার। ইতিহাসের আগাগোড়া শিক্ষাটাই হচ্ছে তাই।

বাস্তিল ধ্বংস করেছিল ফরাসীরা, বাস্তিলকে বাসগৃহে পরিণত করার ছিল না কেউ; তারই ফলে শুধু দৃশ্যতঃ রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে পরিণতি লাভ করতেই ফ্রান্সের কেটে যায় ব্রিটিশ রাজশক্তি আপনাকে সগর্বে ভারতসম্রাট বলে বিশ্ব-জগতের কাছে পরিচয় দিয়ে এসেছেন যতদিন তার চেয়েও ঢের বেশিদিন; আর সেটুকু পরিণতিও আসেনি সংগ্রামের ফলে—এসেছে সংগ্রাম সত্ত্বেও।

শ্রেণীসংগ্রামের চেয়েও বড়ো কথা শ্রেণীসমন্বয়।

সংগ্রামের পথ সমন্বয়ের পথ নয়।

(৬)

'১৪ই ডিসেম্বরের' বিপ্লবপ্রচেষ্টা মূলতঃ ছিল উদারপন্থী অভিজাতশ্রেণীর বিদ্রোহ—'রাজপ্রাসাদের শেষবিপ্লবপ্রচেষ্টা এবং গণবিপ্লবের প্রথম প্রভাত।' নিকোলাসের কঠিন হস্তক্ষেপে উদারপন্থী অভিজাতশ্রেণীর মেরুদণ্ড ভেঙে যায় চিরদিনের জন্যে। এতদিন দেশের নেতৃত্ব করে আসছিলেন এঁরাই—সেই 'মহামতি' পিটারের আমল থেকে। সাহিত্যেও এঁরাই ছিলেন কর্ণধার। এবার তাঁদের

স্থান এসে গ্রহণ করেন দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ। বরং অভিজাতদের তবুও যা ছিল দেশের সঙ্গে একরকমের যথার্থ পরিচয়, এই নতুন শিক্ষাভিজাতদের ছিল না তার কিছুই—যেমন হয়েছে আমাদের দেশের ইংরেজি শিক্ষিত শহরবাসীদের ব্যাপারে। দেশকে চিনতেন না বলে, দেশের জন্তে বাস্তবিকই এঁদের প্রাণ কাঁদলেও, স্বদেশপ্রেমের চেয়ে বিশ্বপ্রেমের আবেদন এঁদের কাছে ছিল গভীরতর, শুধু রুশীয় জনগণেরই নয়, সমগ্র মানবতার মুক্তিকামী হয়ে উঠেছিলেন এঁরা—রুশীয় জনগণও এঁদের কাছে যেমন ছিল একটি ঐতিহাসিক প্রত্যয়, বিশ্বমানবও ছিল ঠিক তাই।

এই বিশ্বমানবতার আদর্শ আবার শিক্ষা ও রুচিভেদে পরিগ্রহ করে দু'টি রূপ—একদলের কাছে তা হয়ে ওঠে ইংরেজিতে যার নামকরণ করা হয়েছে Slavophilism, 'শ্লাবজাতীয়তার প্রতি প্রীতি,' আর একদলের কাছে তা হয়ে দাঁড়ায় 'পশ্চিম-ইউরোপীয় সংস্কৃতি-প্রীতি।'

প্রথম দল ছিলেন মোটের উপর রক্ষণশীল এবং অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন। পশ্চিম-ইউরোপের ভাবধারা রুশিয়ার পক্ষে ক্ষতিকর, এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। আস্থা ছিল তাঁদের রুশীয় স্বৈরতন্ত্রে এবং রুশিয়ার নৈষ্ঠিক ধর্মবিধানে, অর্থাৎ যে রাষ্ট্রধর্মের একমাত্র ব্যাখ্যাতা ছিল রুশীয় স্বৈরতন্ত্রের একান্ত অনুগত রুশীয় চার্চ, যার চোখে সম্রাট ছিলেন স্বয়ং ভগবানের প্রতিনিধি। ভূমিদাসত্ব সমর্থন করতেন না বটে তাঁরা, কিন্তু কৃষিসংস্থার উপযোগিতায় বিশ্বাস ছিল তাঁদের। এই দলের মধ্যে সাহিত্যিকের সংখ্যার কিছু কমতি ছিল না; কিন্তু এঁদের মধ্যে এক আক্সাকোফ (Aksakov) ছাড়া শক্তিমান লেখক আর কেউই জন্মান নি। অথচ তাঁকে কিছুতেই উগ্র 'শ্লাবপ্রেমিক' (Slavophile) আখ্যা দেওয়া যায় না—'শ্লাবপ্রেম' (Slavophilism) ছিল তাঁর জন্মগত সংস্কার। আর এই দলেরই খোমিয়াকোফকে (Khomyakov) রুশীয় চার্চ সম্বন্ধে গবেষণা প্রকাশ করার অপরাধে পড়তে হয়েছিল রাজরোষে। উর্বরতর ক্ষেত্রে অধিকার ছিল দ্বিতীয় দলের—পশ্চিম-ইউরোপীয় সংস্কৃতির গুণগ্রাহীদের। এঁদেরই দলভুক্ত ছিলেন তুর্গেনেফ, এবং সমালোচকদের মতে, এই দলের মধ্যে সব চেয়ে অগ্রণী। দলের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন বলেই দলের সীমা অতিক্রম করে যেতে পেরেছিলেন তিনি—নিজেদের দোষত্রুটি কিছুই এড়িয়ে যায়নি তাঁর চোখ। রুডিনের মধ্যে ছিল না বিন্দুমাত্র ফাঁকি, তবু দেশের সঙ্গে সত্যকার পরিচয়ের অভাবে কতখানি ফাঁকা ছিল তার

সে বিশ্বপ্রেম তা স্পষ্ট করে এঁকেছেন তিনি দেশের মধ্যে তাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেবার পরও ফ্রান্সে এসে ফরাসী বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করিয়ে সেখানেও ব্যর্থ-মৃত্যুকে বরণ করার ভেতর দিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে সন্দেহ হতে পারে ব্যাপারটাকে কষ্টকল্পনা বলে ; কিন্তু রুডিনের চরিত্রের সঙ্গে একচুলও অসমঞ্জস নয় এ ব্যাপারটা, বরং রুডিনের ভেতর দিয়েই ফুটে উঠেছে সমসাময়িক ইতিহাসের এক অধ্যায়।

পশ্চিম-ইউরোপীয় মনীষার সংস্পর্শে মহত্তর জীবনের আদর্শে দীক্ষালাভ করেছিলেন রুশিয়ার শিক্ষিতসমাজ, বাস্তবজীবনের দীক্ষালাভ করেন নি তাঁরা। তাতে করেই উপ্ত হয়েছিল ব্যর্থতার বীজ।

পরিপূর্ণ প্রেমের দানকে যে পারলে না দু'হাতে অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করতে, জীবনে সার্থকতার আশা তার যদি কোথাও লুকিয়ে থেকে থাকে তবে তা শুধু মরণে।

বাস্তবের সংস্পর্শচ্যুত আদর্শানুরাগী প্রত্যেকটি নরনারীই প্রতিনিয়ত তার জীবনে বহন করে চলেছে এই ব্যর্থতার বীজ। সে-ও ভালো ; নইলে লোকায়ত পরিভাষায় যাকে বলে 'সাফল্য', সেই সাংসারিক সাফল্যই পরিণামে হয়ে উঠে সত্যশিবসুন্দরের অপঘাতের কারণ—তাই হয় মানুষের ঐকান্তিক বিনাশ। রুডিনকে সংসারের আর পাঁচজনের মতো—আর কেউ নয়, তারই এককালের সুহৃদ্ লেঝনয়োফের মতো—ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করতে দেখলে পীড়িত হয়ে উঠতো পাঠকপাঠিকার মন, ইতর হয়ে উঠতো তার আগাগোড়া জীবনটাই, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে অসার্থক হয়ে উঠতো তুর্গেনেফের এ অনবদ্য রসরচনা। অথচ ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করে লেঝনয়োফ হয়ে উঠে নি ইতর, বরং, মহত্তর পরিণাম যদি না-ও হয় তবুও যথোপযুক্ত পরিণাম, লাভ করেছে সে।

তুর্গেনেফ বাস্তবপন্থীই (realist) ছিলেন বটে, কিন্তু মানুষের সে ঐকান্তিক অপমৃত্যুর চিত্র আঁকেন নি তিনি। এইখানেই গ্রীক ট্র্যাজেডীর সঙ্গে তাঁর রচনার আশমানজমিন ফারাক। সোফোক্লেসের (Sophocles) 'রাজা ওয়্দিপুস'-এর (Oedipus Tyrannus) নিরন্ধ্র বীভৎস বিভীষিকা ছিল সর্বতোভাবে তাঁর স্বভাব-ধর্মের বিপরীত। তিনি ভালোবাসতেন এই ধরণীর সূর্যালোক, ভালোবাসতেন মানবিক জীবনের মধুর ছন্দ।

প্রায় সর্বতোভাবে 'চতুর্থ দশকের লোক' হয়েও, এইখানেই রুশীয় সাহিত্যের 'স্বর্ণযুগের' সঙ্গে ছিল তাঁর নাড়ীর যোগ—পুশ্কিন, লারমোন্তোফের উত্তরপুরুষ ছিলেন তুর্গেনেফ।

'রুডিনের' পর পরপর আরও কয়েকখানা বড় বড় উপন্যাস লেখেন তুর্গেনেফ। সবগুলোই হচ্ছে সমসাময়িক ইতিহাস। বস্তুত: 'রুডিন' দিয়েই সে ইতিহাসের ভূমিকা রচনা করেছিলেন তিনি। উপন্যাস সম্বন্ধে সমসাময়িক সমালোচকদের মত ছিল এই যে, তা হবে 'চলতি ইতিহাসের চুম্বক স্বরূপ'—সমসাময়িক যুগের কথাচিত্র। এ রকমের একটা মত এখনও চলছে সব দেশেই। সে যাই হোক, তুর্গেনেফের বড় বড় উপন্যাসগুলো যে এইরূপ কোন-একটা উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত, তাতে সন্দেহ করার বিশেষ কোন কারণ নেই। তবে তাতে সমালোচকদের মন রেখে চলার চেষ্টা কতখানি, আর কতখানি তাঁর নিজের অনুভূতি ও বিশ্বাসের বশে স্বত:-উৎসারিত, তা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে বটে। কিন্তু যে কারণেই তিনি সমসাময়িক রুশীয় সমাজের চিত্র আঁকতে প্রবৃত্ত হয়ে থাকুন না কেন, তাঁর রচনায় সেজন্যে সাহিত্যের উৎকর্ষহানি ঘটেনি কোনদিক দিয়েই। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে, টলস্টয়ের চেয়েও কৃতী তিনি। টলস্টয়ের বহু অত্যুৎকৃষ্ট রচনায়ও মনস্বিতা আর রসসৃষ্টির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব উদ্বেল হয়ে উঠছে দেখতে পাই, সময়বিশেষে তা সীমা ছাড়িয়েও গিয়ে থাকে এবং তার ফলে পরস্পরকে করে ব্যাহত। সম্পূর্ণভাবে মুক্ত এ দ্বন্দ্ব থেকে তুর্গেনেফ। কোনও মতবাদ প্রচার করেন না তিনি। তিনি সৃষ্টি করেন চরিত্র—ভাবময়, বাঙ্ময়, অথচ প্রতিদিনের পরিচিত নরনারীর চরিত্র। বিভিন্ন চরিত্রের সংঘাত থেকে তাই আপনা থেকে উপজাত হয় আদর্শ, তবু সর্বদাই সে সব আদর্শ প্রকাশ খোঁজে দোষেগুণে মানুষ যারা তাদেরই চরিত্রের মধ্যে। দোস্তোয়েব্‌স্কাইয়ের সৃষ্ট চরিত্রাবলীর মতো তাঁর চরিত্রাবলীতে নেই অপার্থিবতার সামান্যতম ছোঁয়াচ। তুর্গেনেফের প্রত্যেকটি চরিত্রই একেবারে আমাদের এই ধরাছোঁয়ার গণ্ডির মধ্যেকার মানুষ—প্রত্যেকেই পরিচিত জগতের নরনারী। তাঁর অতুল প্রতিভার বলে সমসাময়িক রুশীয় সমাজের প্রত্যেকটি আসন্ন আন্দোলনকে ঠিক তার প্রকশের প্রাক্‌মুহূর্তে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে, জীবন্ত

নরনারীর আলেখ্যের মধ্যে চিরকালের জন্তে অক্ষয় করে রেখে গেছেন তিনি। তাই তাঁর রচনাবলী হয়ে উঠেছে সমসাময়িক সমাজের বাস্তব কথাচিত্র—ইতিহাসের এক-একখানি ছিন্নপত্র, ইতিহাসের চেয়েও সত্য, কারণ ঐতিহাসিক প্রত্যয়ের বিশ্লেষণপরিশুদ্ধ একদেশদর্শী অবাস্তবতার সংস্পর্শ নেই তার কোথাও। আবার এরই জন্তে তাঁর রচনা পুরো একটি যুগ ধরে যুগিয়ে এসেছে সমসাময়িক রুশিয়ার প্রত্যেকটি প্রগতি-আন্দোলনের উদ্দীপনা। আর এরই জন্তে সমসাময়িক রুশীয় সমাজ তাঁকে মেনে নিয়েছিল চিন্তাগুরু বলে, পায় নি তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার যথাযোগ্য মর্যাদাদানের অবসর।

'রুডিনের' দু'বৎসর পরে প্রকাশিত হয় তাঁর 'ভদ্রঘর' নামক উপন্যাস। তাতে পুরাতন রক্ষণশীল ভদ্রসমাজের এক অপরূপ চিত্র অক্ষয় করে রেখে গেছেন তিনি। তার দু'বৎসর পরে প্রকাশিত হয় তাঁর 'হেলেন' (*On the Eve*) নামক উপন্যাসখানি। তাতে রুডিনের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পূরণের চেষ্টা করেন তুর্গেনেফ, আঁকেন ইন্‌সারোফ নামে এক কর্মকুশল বিপ্লবীর ছবি। কিন্তু তাতে করে তাঁর বিরুদ্ধে প্রবল সোরগোল তোলেন সমালোচকেরা; কারণ ইন্‌সারোফকে তুর্গেনেফ এঁকেছিলেন বুলগারিয়ান রূপে; তাই সমালোচকদের অভিযোগ হোলো এই যে, তুর্গেনেফ রুশিয়াকে করেছেন অপমান, কেন না তাঁর মতে কর্মকুশল বিপ্লবী জন্মে না রুশিয়ার মাটিতে। দু'বৎসর পরে বার হলো তুর্গেনেফের জবাব—তাঁর 'পিতৃপুরুষ ও সন্ততি' নামক উপন্যাসের আকারে। এর নায়ক হলো নিহিলিস্ট নাস্তিক জড়বাদী বাজারোফ, বিরলবাক কর্মবীর। এই প্রসঙ্গেই 'নিহিলিস্ট' নামটি তৈরি করেন তুর্গেনেফ। দুর্ভাগ্যবশতঃ চরমপন্থীরা বাজারোফ-চরিত্রের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়ে অভিযোগ করেন যে, তুর্গেনেফ উক্ত চরিত্রে অত্যন্ত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যঙ্গ করেছেন তাঁদের সবাইকে। ফলে অত্যন্ত হতাশ ও বিরক্ত হয়ে ওঠেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে এমন সব কড়া কড়া মন্তব্য বার হতে থাকে যে, একসময় সাহিত্যসৃষ্টি পরিত্যাগ করবার সঙ্কল্প পর্যন্ত করতে হয়েছিল তাঁকে। এ সঙ্কল্প বাস্তবিকই কার্যে পরিণত করা সম্ভবপর হতো কি না তাঁর পক্ষে তা ঘোর সন্দেহের বিষয় বটে। তবে এ কথাও সম্ভবতঃ সত্য যে, এই সময় বিদেশী সাহিত্যিকদের উৎসাহ লাভ না করলে, তাঁর পক্ষে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি আর সম্ভবপর হতো কি না তা-ও ঘোর সন্দেহের বিষয়। বিরক্ত ও হতাশচিত্তে দেশ ছেড়ে চলে যান তুর্গেনেফ, এবং শেষ অবধি ফ্রান্সে গিয়ে স্থিতিলাভ করেন

তিনি। সেই থেকে বিদেশেই হয় তাঁর স্থায়ী আবাস, রুশিয়ায় আসতেন তিনি শুধু কালেভদ্রে।

বিদেশে বসে তিনি 'ধোঁয়া' নামে একখানা উপন্যাস লেখেন বৎসর পাঁচেক পরে। বইখানার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিদেশের রুশীয় সমাজ। একের পর আর তাঁর অনেকগুলো ছোটগল্পও বার হয়। দেশে থাকতেও উপন্যাস রচনায় কাঁকে কাঁকে বিস্তর ছোটগল্প লিখেছিলেন তিনি। অবশেষে ১৮৭৭ সালে পুনরায় দেশের সমস্যা নিয়ে লেখেন তিনি এক উপন্যাস—তাঁর সেই সুপ্রসিদ্ধ 'অকর্ষিতভূমি' (*Virgin Soil*)। এর বিষয়বস্তু হলো গণসংযোগকামী বিপ্লবীদের গণসংযোগের প্রচেষ্টা। বইখানা প্রকাশিত হয় রুশিয়া আর তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ লাগবার কয়েক সপ্তাহ আগে, তাই যথোচিত সমাদর হয়নি বইখানার সে সময়। তবে তার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না আর।

বাজারোফ-চরিত্র নিয়ে চরমপন্থীদের মধ্যে তুর্গেনেফের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়েছিল, ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া। বাজারোফ-চরিত্রের মর্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিলেন নবীন চরমপন্থীরা, এবং অচিরেই বাজারোফের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন তাঁরা, প্রকাশ্যেই সগর্বে নিজেদের পরিচয় দিতে থাকেন নাস্তিক, জড়বাদী, নিহিলিস্ট বলে। আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' এককালে যেমন হয়ে উঠেছিল বিপ্লবকামীদের গীতা, তুর্গেনেফের 'পিতৃপুরুষ ও সন্ততি'ও অনেকটা সেইরূপ মর্যাদা লাভ করে রুশিয়ার তরুণ বিপ্লবীদের মধ্যে। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের দ্রষ্টা বলে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন আমাদের দেশে উন্নীত হয়ে যান ঋষিত্বের পর্যায়ে, বাজারোফের স্রষ্টা হিসেবে তুর্গেনেফ রুশিয়ায় প্রায় সেইরূপ ভাবে উন্নীত হয়ে যান যুগগুরুর পদে। তাঁরই দেওয়া সেই 'নিহিলিস্ট' নামটি পর্যন্ত সগর্বে গ্রহণ করেন নবীন বিপ্লবীরা। এতখানি সাদৃশ্যের মধ্যেও কী দুস্তর ব্যবধান প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শে—কোথায় বন্দেমাতরম্-মন্ত্র আর কোথায় নিহিলিজ্‌ম্!

তবুও দূরীভূত হলো না তুর্গেনেফের অন্তরতম বিক্ষোভ। দেশ তাঁকে দিলে সর্বোচ্চ সম্মান, বিদেশেও সুনামসুখ্যাতির অন্ত রইল না তাঁর। তবু দেশে ফিরলেন না তিনি। বিদেশের বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক তাঁকে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করলেন একজন শ্রেষ্ঠ বিশ্বসাহিত্যিক বলে; জার্মানীর অয়েরবাখ (Auerbach), ফ্রান্সের গুস্তাভ ফ্লোবেয়ার (Gustave Flaubert), জর্জ সাঁদ (George Sand), ইংল্যাণ্ডের

জর্জ এলিয়ট (George Eliot), আমেরিকার হাওয়েলস্ (Howells) প্রভৃতি বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক তাঁকে ব্যক্তিগত বন্ধু বলে করেছিলেন স্বীকার; দোদে (Daudet), মোপাসাঁ (Maupassant) প্রভৃতি উদীয়মান সাহিত্যিকরা মেনে নিয়েছিলেন তাঁকে গুরু বলে। তবু দেশের সঙ্গে বনিবনা হলো না তাঁর। নেক্রাসোব (১৮২১-৭৭), দোস্তোয়েব্স্কাই (১৮২১-৮১), টল্স্টয় (১৮২৮-১৯১০), সকলের সঙ্গেই সৌহৃদ্য ছিল তাঁর, অথচ সকলের সঙ্গেই কোন-না-কোন সময়ে ঘটেছিল তাঁর বিচ্ছেদ—মতবিরোধ থেকে মনোভঙ্গ।

সমসাময়িক বিদেশীরা তাঁদের লিখিত বিবরণীতে শুধু যে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভারই মুক্তকণ্ঠে স্তুতিবাদ করে গেছেন তাই নয়, তাঁর চরিত্রগত ঔদার্য, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি বিবিধ সদগুণেরও অজস্র প্রশংসাবাদ করে গেছেন তাঁরা। অথচ তাঁর দেশবাসীদের রচনায় কচিৎই পাওয়া যায় তাঁর চরিত্রের অকুণ্ঠ প্রশংসা। তাঁদের চোখে প্রতিভাত হয়েছেন তিনি গর্বিত, পল্লবগ্রাহী, ফাঁকা বিশ্বপ্রেমের সাড়ম্বর ধ্বজাধারী বলে। এ মতদ্বৈধের সুমীমাংসা হয় নি আজও।

বাজারোফ-চরিত্র সম্বন্ধে দেশবাসীর প্রথম বিক্ষোভ কেটে গেলে পর, রুশিয়ার তরুণসমাজ সে চরিত্রকেই আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু বাজারোফেরই মতন —কিংবা তার চেয়েও বেশি পরিমাণে—তাঁরা সব হয়ে উঠতে থাকেন অতিমাত্রায় জড়বাদী, সৌন্দর্য আর ললিতকলার প্রকাশ্য শত্রু, তুর্গেনেফের মতো সুসাহিত্যিকের চোখে যত সব নিহিলিস্ট কালাপাহাড়। অনুপম বিশ্বস্ত তুলিকায় একটা সমগ্র যুগের বাস্তব আলেখ্য রচনা করে গেছেন তুর্গেনেফ, কিন্তু সে যুগের সঙ্গে প্রাণধর্মের যোগ ছিল না তাঁর। হয়তো যোগ ছিল না বলেই নিজেকে একান্তে নেপথ্যে সরিয়ে রেখে এমন নিখুঁৎ করে আঁকতে পেরেছিলেন সে ছবি। তবু এখানেই ছিল সমসাময়িক রুশিয়ার প্রতি তাঁর অন্তরতম বিক্ষোভ, আর সমসাময়িক রুশিয়ারও একটা আন্তরিক বিক্ষোভ ছিল তাঁর প্রতি ঠিক সেই একই কারণে—পরস্পরের প্রাণধর্মের বৈপরীত্যবশতঃ। তাই তাঁকে গুরু বলে মেনে নিয়েও, একান্ত নিজের বলে মেনে নিতে পারে নি রুশিয়া—বোধহয় গুরু বলে মেনে নিয়েছিল বলেই পারেনি আপন বলে মানতে। আর রুশিয়াকে ভালোবেসেও তুর্গেনেফ পারেন নি তাকে তার সকল দোষত্রুটির সঙ্গে গ্রহণ করতে—জননী যেমন গ্রহণ করে থাকেন আপন সন্তানকে সকল দোষেগুণে মিলিয়ে আপন করে নিতে। তবু জনকের চেয়ে

সন্তানের বড় শুভাকাঙ্ক্ষী সংসারে আছেনই বা আর কে? কিন্তু অযোগ্য সন্তানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পারেন কি জনক কখনও?

রুশিয়ায় শেষবারের মতো পদার্পণ করেন তুর্গেনেফ ১৮৮০ সালে। দেশবাসীর বিপুল সংবর্ধনার মধ্যে সম্রাটের মতো এসে অতিথি হন তিনি স্বদেশে—সামান্য কিছুকালের জন্যে। আবার ফিরে যান তিনি ফ্রান্সে, পারী নগরীর উপকণ্ঠে বুগিবাল (Bougival) নামক পল্লীতে—সেখানেই স্থায়ী আবাস স্থাপন করেছিলেন তিনি। সেখানেই ১৮৮৩ সালে হয় তাঁর দেহাবসান।

তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষ্যে অভিভাষণ প্রদান করেন ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আর্নেস্ত রেনাঁ (Ernest Renan)। সে অভিভাষণে তুর্গেনেফকে অভিহিত করেন তিনি সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রূপে, বলেন:

> "......তিনি ছিলেন একটা সমগ্র জাতির মূর্তবিগ্রহ; জীবন্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর মধ্যে একটা সমগ্র জগৎ, তাঁর মুখে পেয়েছিল নিজ ভাষা; ধন্য হয়ে উঠেছিল সে জগৎ তাঁব মতো প্রতিভার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়ে··"

—তবে শুধু রুশীয় জগৎই নয়, সমগ্র শ্লাবজগৎই বটে।

জবা

—এক—

গ্রীষ্মের নিস্তব্ধ প্রভাত। নির্মল আকাশ; সূর্যদেব উদয়াচলের পথে। কিন্তু মাঠে এখনও শিশিরবিন্দু চক্‌চক্ করছে। সুপ্ত উপত্যকা থেকে মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ সমীর ধীরে ধীরে ভেসে আসছে; আর নীরব বনভূমিতে বিহঙ্গদলের প্রভাত-কল-কাকলী। নব-মুকুলিত রাইক্ষেত ক্রমোন্নত উচ্চভূমির পাদদেশ থেকে শীর্ষদেশ পর্যন্ত আবৃত করে রেখেছে—তার শিরোদেশে দেখা যাচ্ছে ছোট একটি গ্রাম। গ্রামাভিমুখী সংকীর্ণ পথ বেয়ে চলেছে এক তরুণী—তার গায়ে সাদা মসলিনের পোষাক, মাথায় শণের গোল টুপি, আর হাতে একটি ছোট ছাতা। কিছু দূরে তরুণীর পেছনে পেছনে আসছে তার বালক ভৃত্য।

তরুণী চলেছে ধীর পদক্ষেপে—যেন এই পথ-পরিক্রমা বেশ উপভোগ করছে সে। চারদিকের বড় বড় রাই গাছের আন্দোলিত শিষগুলোয় মৃদুমর্মরিত তরঙ্গভঙ্গ; কোথাও তার রূপালি-হরিৎ আভা, কোথাও রক্ত-রাঙ্গা বীচি-বিক্ষেপ। মাথার 'পরে ভরত পক্ষিযূথের কম্পিত কূজন। তরুণী এসেছে তার নিজের জমিদারি থেকে, যে গ্রামে চলেছে সেখান থেকে তা মাইলখানেকের বেশীদূর হবে না। নাম তার আলেকজান্দ্রা পাবলোভনা লিপিন। সে বিধবা, নিঃসন্তান, কিন্তু বেশ সচ্ছল অবস্থার লোক। থাকে সে তার ভাই সেয়ারজায় পাবলিৎচ ভলিন্‌ট্‌সেবের সঙ্গে। সেয়ারজায় অশ্বারোহী বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সেনানী, এখনো অবিবাহিত এবং বর্তমানে ভগ্নীর বিষয়সম্পত্তির তদারকে ব্যস্ত।

গ্রামে পৌঁছে পাবলোভনা সর্বশেষ কুটীরখানির সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরখানা অত্যন্ত পুরাতন ও নীচু। বালকভৃত্যকে ডেকে সে বললে ভিতরে গিয়ে গৃহকর্ত্রীর শরীর কেমন আছে জেনে আসতে। ছেলেটি তাড়াতাড়ি ফিরে এল, সঙ্গে এল জরাজীর্ণ শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত একজন বৃদ্ধ কৃষক।

'কেমন আছে সে ?'—পাবলোভনা জিজ্ঞাসা করল।

'এখনো বেঁচেই আছে'—বৃদ্ধ বলল।

'ভিতরে যেতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

পাবলোভনা ঘরের মধ্যে চলে গেল ; ভিতরটা অত্যন্ত অপরিসর ও ধোঁয়াটে—যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। চুলোর 'পরে কে যেন নড়ে চড়ে উঠে গোঙাতে সুরু করলে ; ঐ চুলোটা তার শয্যার কাজ করে। পাবলোভনা ঘরের চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আধো অন্ধকারে দেখতে পেল বৃদ্ধার রেখাকুঞ্চিত পাংশু মুখখানা ; মুখে জড়ানো রয়েছে একখানা ডোরাকাটা রুমাল। দেহটি তার একটা ভারী ওভারকোট দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢাকা ; বৃদ্ধা শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে অতি কষ্টে এবং তার জীর্ণ হাত দু'খানিতে ধরেছে খিঁচুনি।

বৃদ্ধার কাছে এগিয়ে গিয়ে পাবলোভনা তার কপালে হাত রাখল, কপাল যেন আগুনের তাপে পুড়ে যাচ্ছে।

বিছানায় ঝুঁকে পড়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগছে, মেট্রোনা ?'

'ওঃ, ওঃ !'—তাকে ঠাহর করার চেষ্টা করতে করতে বৃদ্ধা ককিয়ে উঠল—'খারাপ, বড্ড খারাপ, বাছা ! আমার অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে, মাণিক !

'ভগবান দয়াময়' মেট্রোনা। হয়ত' শীগ্‌গিরই তুমি সেরে উঠবে। যে ওষুধটা পাঠিয়েছিলাম তা' খেয়েছ তো ?'

যন্ত্রনায় বৃদ্ধা আবার গোঙাতে লাগল, কোন জবাব দিল না—প্রশ্নটা এক রকম তার কাণেই যায় নি।

দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল বৃদ্ধটি, বলল—'হ্যাঁ, খেয়েছে।'

পাবলোভনা এবার বৃদ্ধের দিকে মুখ ফেরাল।

'তুমি ছাড়া আর কেউ ওর কাছে থাকবার নেই ?' জিজ্ঞেস করলে সে।

'আছে ওই মেয়েটা, ওর নাতনী, কিন্তু সে তো সারাদিন বাইরে বাইরেই কাটায়, এক দণ্ডও দিদিমার কাছে বসে না—এমন পাড়া-বেড়ানি মেয়ে! বুড়ীকে এক গেলাস জল দিতেও মেয়েটার যেন প্রাণ বেরিয়ে যায়। আর, আমি তো দেখছেন বুড়োমানুষ, কী কাজেই বা লাগতে পারি ?'

'ওকে নিয়ে গেলে হয় না আমার কাছে—হাসপাতালে ?'

'না—না, হাসপাতালে যাবার দরকারটা কী ? সেখানে গেলেও ও মরবে; ওর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে—এখন সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা। তা ছাড়া, ও উঠতে পারবে না, হাসপাতালে যাবেই বা কেমন করে ? ওকে ধরে ওঠাতে চেষ্টা করলেই ও মরে যাবে।'

'উঃ!'—মুমূর্ষু বৃদ্ধা গোঙাতে লাগল, 'আমার ওই অনাথ বাচ্চাটাকে ফেলে যাবেন না মা, আমাদের মনিব আছেন অনেক দূরে, কিন্তু আপনি—'

আর সে বলতে পারল না, এটুকু বলতেই যেন তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে।

'চিন্তা করো না,' পাবলোভনা বলল, 'সবই ঠিকমত করা হবে। তোমার জন্যে কিছু চা চিনি এনেছি। ইচ্ছে হলে খানিকটা খেয়ো।'

বৃদ্ধের দিকে ফিরে বলল, 'নাতনীকে বলবে এভাবে ওকে ফেলে না যেতে। বলবে যে এটা বড্ড লজ্জার কথা।'

বৃদ্ধ কোন কথা না বলে দু'হাতে চা ও চিনির মোড়কটা তুলে নিল।

'আচ্ছা, এখন আমি চললাম, মেট্রোনা!' পাবলোভনা বলল, 'আবার এসে তোমাকে দেখে যাবো। মনের বল হারিয়ো না, আর ঠিকমত ওষুধ খাবে।'

বৃদ্ধা মাথাটা একটু তুলে শরীরটাকে পাবলোভনার কাছে সরিয়ে নিয়ে এল, অনুচ্চস্বরে বলল—'আপনার হাতখানা একটু বাড়িয়ে দিন মা।'

পাবলোভনা হাত বাড়িয়ে দিল না, অবনত হয়ে বৃদ্ধার কপালে চুম্বন করল। বাইরে যেতে যেতে বৃদ্ধকে বলল, 'এখন একটু সাবধান, যে রকম লেখা আছে সেভাবে ওষুধ খাওয়াতে যেন ভুল না হয়; একটু চা-ও খেতে দিও।'

এবারেও বৃদ্ধ কোন কথা বলল না, শুধু মাথাটা একটু নত করল।

বাইরের বিশুদ্ধ বায়ুতে বেরিয়ে এসে পাবলোভনা যেন সহজভাবে নিশ্বাস নিতে পারছে। ছাতাটি মাথায় দিয়ে যেমন সে পা বাড়িয়েছে অমনি হঠাৎ ছোট একটি কুটিরের বাঁক থেকে বছর ত্রিশ বয়সের একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এল—লোকটি চালাচ্ছে একটা ঘোড়ায় টানা চার চাকার নীচু গাড়ি, গায়ে তার ধূসর রঙের পুরানো ওভারকোট আর মাথায় সেই কাপড়েরই তৈরি একটা টুপি। পাবলোভনাকে দেখেই সে তৎক্ষণাৎ গাড়ি থামিয়ে তার দিকে ফিরে চাইল। তার বর্ণহীন প্রশস্ত মুখাবয়ব, ক্ষুদ্র পাতলা ধূসর দু'টি চোখ আর শ্বেতপ্রায় গুম্ফ—এ সবই তার পরিচ্ছদের রঙের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়েছে।

'সুপ্রভাত!' হাল্‌কা একটু হেসে সে বলল, 'এখানে কী করছ?'

'এক অসুস্থা বৃদ্ধাকে দেখতে এসেছিলাম··· আপনি কোত্থেকে আসছেন, লেজনিয়ভ ?'

পাবলোভনার চোখের পানে চেয়ে লেজনিয়ভ আবার মৃদু হাসল। বলল—

'অসুস্থাকে দেখতে গিয়ে ভালই করেছ, কিন্তু তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেই কি আরো ভাল হয় না ?'

'সে অত্যন্ত দুর্বল, তাকে নাড়াচাড়া করা অসম্ভব।'

'কিন্তু তোমার হাসপাতাল উঠিয়ে দেবার ইচ্ছে নেই ?'

'উঠিয়ে দেব ? কেন ?'

'ওঃ, আমি তাই ভেবেছিলাম।'

'কী অদ্ভুত আপনার ভাবনা ? এ রকম ধারণা আপনার মাথায় ঢোকাল কে ?'

'মানে, আজকাল তুমি বেশির ভাগ সময় মিসেস্ ডেরিয়ার সঙ্গেই কাটাও কিনা; বোধহয় তাঁর প্রভাবে পড়েছ তুমি। তাঁর কথায় —হাসপাতাল, স্কুল এবং এ জাতীয় জিনিষগুলো শুধু সময় নষ্ট করে— অর্থহীন খেয়াল। লোকহিতৈষিতা হওয়া উচিত একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার···শিক্ষাও, এসব হল আত্মার কাজ,—আমার বিশ্বাস এভাবেই তিনি তার মত জাহির করেন। জানতে ইচ্ছা হয় কার কাছ থেকে তিনি এরকম মতবাদ সংগ্রহ করেছেন।'

পাবলোভনা হেসে ফেলল।

'মিসেস্ ডেরিয়া বেশ বুদ্ধিমতী, আমি তাঁকে পছন্দ করি, অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। তবে, তাঁরও ভুল হতে পারে, যা কিছু তিনি বলেন সবেতেই আমার বিশ্বাস নেই।'

'বিশ্বাস নেই, এ খুব ভাল কথা,' লেজনিয়ভ বলল, এতক্ষণ ধরে সে গাড়ীতেই বসে আছে, 'কারণ নিজের কথায় তাঁর

নিজেরও বিশেষ আস্থা নেই।…তোমাকে দেখে বড় খুসী হলাম, পাবলোভনা।'

'কেন ?'

'বাঃ, এ তো বেশ প্রশ্ন! যেন তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা সব সময়েই আনন্দের কথা নয়। আজ তোমাকে দেখাচ্ছে এই প্রভাতের মতোই দীপ্ত ও স্নিগ্ধ।'

পাবলোভনা আবার হেসে উঠল।

'হাসছ কেন তুমি ?'

'কেনই বটে। মুখে যে রকম শীতল ও নিস্পৃহ ভাব নিয়ে আমাকে এই অভিনন্দন জানালেন তা' যদি নিজে দেখতে পেতেন! শেষ কথাটা বলবার সময় যে হাই তোলেন নি তাতেই আমি অবাক হয়েছি।'

'শীতলভাবে ?…সর্বদাই চাও তুমি আগুন; কিন্তু, আগুন দিয়ে কোন কাজই হয় না। আগুন জ্বলে ওঠে, ধোঁয়া ছাড়ে, তারপরে যায় নিভে।'

'উষ্ণও করে'…পাবলোভনা যোগ করল।

'হ্যাঁ, পোড়ায়ও…'

'আচ্ছা বেশ, পোড়ায় তো কী হয়েছে ? তা এমন কিছু ক্ষতিকর নয়। বরং অনেক ভাল—'

'বেশ, দেখা যাবে তুমি কী বল যখন একদিন আচ্ছা করে পুড়বে তুমি।' বাধা দিয়ে লেজনিয়ভ বলল—কণ্ঠে তার বিরক্তির সুর। তারপরে ঘোড়াটাকে লাগাম দিয়ে চাবুক মেরে বলল, 'আসি, নমস্কার।'

'লেজনিয়ভ, একটু দাঁড়ান,' পাবলোভনা চেঁচিয়ে বলল, 'আমাদের বাড়ীতে কবে আসবেন ?'

'কাল। তোমার দাদাকে আমার প্রীতি জানিও।'

চার চাকার গাড়ীখানা চলে গেল—পাবলোভনা সেদিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।

পাবলোভনা চলেছে নিঃশব্দে বাড়ীর দিকে। চলেছে দৃষ্টি নত করে। কাছাকাছি অশ্বের পদধ্বনি শুনে থেমে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে সে দেখল যে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসছে তার ভাই; ভাইয়ের পাশে পাশে হাঁটছে এক যুবক—তার দেহ অনতিদীর্ঘ, গায়ে একটা পাতলা খোলা কোট, গলায় একটা পাতলা টাই, মাথায় ধূসর রঙের পাতলা টুপি আর হাতে আছে একটা বেত। অনেকক্ষণ থেকেই সে পাবলোভনার পানে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছিল, যদিও সে দেখেছে যে পাবলোভনা কী যেন চিন্তায় ডুবে আছে এবং কোনদিকেই তার দৃষ্টি নেই। পাবলোভনা দাঁড়াতেই সে এগিয়ে এসে পরম পুলকিত উদ্বেল কণ্ঠে বলল, 'সুপ্রভাত, আলেকজান্দ্রা পাবলোভনা, সুপ্রভাত!'

'ওহো, কোন্‌স্তান্‌তিন? সুপ্রভাত! ডেরিয়া মিহেইলোভনার কাছ থেকে আসছেন নাকি?'

'ঠিক তাই, ঠিক!'—যুবকটি বলল, মুখ তার আনন্দে টলমল, 'সেখান থেকেই আসছি। তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। হেঁটে আসতেই লাগল ভাল…কী সুন্দর আজকের এই প্রভাত, আর দুরত্ব তো মাত্র তিন মাইল। যখন এলাম আপনি তখন বাড়ীতে নেই। আপনার দাদা বললেন যে আপনি গেছেন সেমেনোব্‌কাতে; তিনিও তখনি যাচ্ছিলেন মাঠে আপনার সঙ্গে দেখা করতে, আমিও তাঁর সঙ্গে হেঁটে আসছিলাম।'

যুবকটি ব্যাকরণসম্মত বিশুদ্ধভাবেই রুশীয় ভাষা বলে কিন্তু তার কথায় রয়েছে একটা বিদেশীয় টান—যদিও ঠিক কোন্‌ দেশী টান তা বলা শক্ত। তার আকৃতিতে আছে এশিয়াবাসীদের ছাপ: দীর্ঘ বাঁকা নাক, ভাবলেশশূন্য এক জোড়া ডাবর চোখ, লাল ভারী ঠোঁট, উন্নত কপাল

এবং ঝুলের মতো কালো চুল—সব কিছু মিলিয়ে তার চেহারায় এনে দিয়েছে একটা প্রাচ্যদেশীয় ধরণ; কিন্তু সে বলে যে তার উপাধি হচ্ছে পান্দালেব্স্কি এবং জন্মস্থান ওডেসা, যদিও সে মানুষ হয়েছিল হোয়াইট রাশিয়ার কোনখানে এক ধনী দয়াশীলা বিধবার খরচে।

আরেকটি বিধবা তাকে জুটিয়ে দিয়েছিল একটা সরকারী চাকরী। সাধারণতঃ মাঝবয়সী মহিলারা কোন্স্তান্তিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমাতে ব্যগ্র—সেও ভাল করেই জানে কেমনভাবে তাদের সঙ্গে ভাব জমাতে হয়; তাদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে সে বেশ সফলও হয়েছে। এখন সে আছে ডেরিয়া মিহেইলোভনা নামে এক ধনী জমিদার গৃহিণীর বাড়ীতে—অতিথি ও পোষ্য এ দু'য়ের মাঝামাঝি অবস্থায়। মানুষটি ভারি নম্র ও অমায়িক, বোধশক্তির অভাব তার নেই, আর আছে ভোগবিলাসের প্রতি গোপন আসক্তি। গলাটি তার বেশ মিষ্টি, সে পিয়ানো বাজায় ভাল। লোকের চোখের 'পরে চোখ রেখে কথা বলা তার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বেশভূষায় সে অত্যন্ত ফিটফাট, প্রশস্ত চিবুকটি কামায় সযত্নে এবং ঢেউএর পরে ঢেউ তুলে চুল আঁচড়ায়।

তার কথাগুলি শেষ পর্যন্ত শুনে পাবলোভনা ভাইয়ের দিকে ফিরে বলল—'আজ আমার যত বন্ধুবান্ধবদের সাথে দেখা হচ্ছে; এই মাত্র লেজনিয়ভের সঙ্গে কথা বললাম।'

'লেজনিয়ভ? কোথাও যাচ্ছে নাকি সে?'

'হ্যাঁ, তিনি চলেছেন, ভেবে দেখ, একটা চার চাকার গাড়ীতে চড়ে, হতোর বস্তার মতো একটা জামা গায়ে দিয়ে, সর্বাঙ্গে ধুলোর ছড়াছড়ি ...কী অদ্ভুত মানুষটি।'

'হয়তো তাই, কিন্তু মানুষটি বড় চমৎকার।'

'কে? মসিয়েঁ লেজনিয়ভ?'—কোন্‌স্তান্‌তিন প্রশ্ন করল—যেন বিস্মিত হয়েছে সে।

'হ্যাঁ, মিহেইলিচ লেজনিয়ভ'—বলল সেয়ারজায়। 'আচ্ছা, আমি এখন আসি, মাঠে যাবার সময় হয়ে গেছে। কোন্‌স্তান্‌তিন তোমাকে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।'

দ্রুতবেগে ঘোড়া চালিয়ে সেয়ারজায় চলে গেল।

'অতি সানন্দে!' বলেই কোন্‌স্তান্‌তিন তার বাহু বাড়িয়ে দিল পাবলোভনাকে। বাহুতে হাত রেখে পাবলোভনা বাড়ীর দিকে চলতে লাগল।

পাবলোভনার হাতে হাত রেখে চলতে কোন্‌স্তান্‌তিনের বড় ভাল লাগছে। একটু মুচকি হেসে লঘু মন্থর গতিতে সে চলল। তার প্রাচ্যদেশীয় চোখদু'টো যেন ঈষৎ আর্দ্র হয়ে ঝাপসা হয়ে আসছে। এটা অবশ্য তার পক্ষে নতুন নয়, কাজেই অত্যধিক আবেগে একেবারে কেঁদে ফেলার অবস্থা হলো না। তা' এমন একটি সুন্দরী যুবতী রূপবতী তরুণীর হাতে হাত দিয়ে পথ চলতে কার না আনন্দ হয় বলুন? পাবলোভনা সারা জেলাটার মধ্যে অসামান্যা সুন্দরী বলে বিখ্যাত; কথাটা মিথ্যাও নয়। শুধু তার সুদীর্ঘ সমুন্নত ঈষৎ-আনত নাসিকাই যে-কোন পুরুষকে পাগল করে তুলতে পারে; মখমলের মত কালো দু'টি চোখ, সোনালি পিঙল কেশকুন্তল, মসৃণ বিসর্পিল কপোলের মিষ্টি টোলটুকু আর অন্যান্য রূপ-সম্ভারের কথা নাই-বা বললাম। কিন্তু সব চেয়ে সুন্দর হচ্ছে তার মুখের মিষ্টি ভাবটুকু—বিশ্বাসযোগ্য, সুমধুর ও প্রশান্ত, প্রথম দর্শনেই হৃদয় স্পর্শ করে, আকর্ষণ ত' করেই। শিশুর মতো ওর দৃষ্টি আর হাসি; অন্য মেয়েরা ভাবে—মেয়েটি বড়ই সরল।

'আপনি বললেন না যে ডেরিয়া আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন?'—পাবলোভনা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, তিনি বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন আপনাকে তাঁর ওখানে আজ খাবার জন্যে। একজন নতুন অতিথির আসার কথা আছে। মিসেস ডেরিয়া তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে চান।'

'তিনি কে?'

'তিনি পিটার্সবার্গের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যারন। সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে মিসেস ডেরিয়ার আলাপ হয়েছে; সুমার্জিত সুশিক্ষিত যুবক বলে মিসেস ডেরিয়া তাঁর খুব সুখ্যাতি করেন। এই ব্যারন মহোদয় আবার সাহিত্যে উৎসাহী, বিশেষ করে অর্থশাস্ত্রে তাঁর নাকি সবিশেষ অনুরাগ। কী একটা অতি চিত্তাকর্ষক বিষয় নিয়ে তিনি নাকি একটা প্রবন্ধ লিখেছেন, সেটা মিসেস ডেরিয়াকে দেবেন সমালোচনার জন্যে।'

'অর্থনীতি বিষয়ে প্রবন্ধ?'

'মানে সাহিত্যের দিক থেকে। বোধ করি আপনি জানেন যে মিসেস ডেরিয়া এ বিষয়ে খুব জ্ঞানী, বহু লোক তাঁর কাছে উপদেশ নিতে আসে। আর, রুশীয় ভাষাতেও তাঁর প্রচুর দখল আছে।'

'বিদ্যার গরব আছে নাকি এই ব্যারনের?'

'না, না, মোটেই না। বরং মিসেস ডেরিয়া বলেন যে অতি উঁচু সমাজেও সহজেই তিনি মেলামেশা করতে পারেন। বিটোফেন সম্বন্ধে তিনি এমন চমৎকার বলেন যে……এটা শোনার ইচ্ছে আছে আমার, জানেন তো এই হলো আমার পেশা।……এই সুন্দর বুনো ফুলটা নেবেন?'

ফুলটা পাবলোভনা গ্রহণ করল, কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই ফুলটা মাটিতে ফেলে দিল। ইতিমধ্যে তারা বাড়ীর কাছাকাছি চলে এসেছে। বাড়ীটা তৈরী হয়েছে কিছুদিন আগে, নতুন চুনকাম করা। বড় বড় জানালা দেওয়া বাড়ীটাকে লেবু ইত্যাদি গাছের ঘন পল্লবের মধ্যে চমৎকার দেখায়।

'তাহলে, মিসেস ডেরিয়াকে গিয়ে কী বলব ?' নিজের হাতে দেওয়া ফুলটার এমন দুর্দশা দেখে কোন্‌স্তান্‌তিন মনে বড় দাগা পেয়েছে। 'আপনি খেতে আসবেন ত ? আপনার ভাইকেও তিনি নিমন্ত্রণ করেছেন।'

'হ্যাঁ, আমরা যাব, নিশ্চয়ই যাব। হ্যাঁ, নাতালিয়া কেমন আছে ?'

'বেশ ভালই আছে। কিন্তু অনেকখানি এগিয়ে এসেছি। তাহলে আমি এখন বিদায় হই।'

পাবলোভনা দাঁড়াল, একটু কুণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ভিতরে আসবেন না ?'

'ইচ্ছে তো ছিল, কিন্তু অনেক দেরী হয়ে যাবে। মিসেস ডেরিয়া একটা নতুন সুর শুনতে চান, কাজেই সেটা আমাকে অভ্যাস করে তৈরী রাখতে হবে। তাছাড়া, সত্যি বলতে কী, ভয় হয় আমার উপস্থিতিতে আপনি খুসি হবেন কি না।'

'ওঃ না, তা' কেন ?'

একটা নিশ্বাস ফেলে কোন্‌স্তান্‌তিন দৃষ্টি নত করল।

'আচ্ছা, যাই, পাবলোভনা !' ক্ষণপরে সে বলল ; তারপরে নমস্কার করে চলে গেল। পাবলোভনা ফিরে চলল বাড়ীর দিকে।

কোন্‌স্তান্‌তিন চলেছে বাড়ীর দিকে ; তার মুখের সমস্ত কোমলতা কোথায় উবে গেছে, সেখানে ফুটে উঠেছে একটা আত্ম-নির্ভরতার ভাব, একটা কাঠিন্যের ছাপ। এমন কি তার চলার ভঙ্গীটি পর্যন্ত গেছে বদলে। দ্রুত দীর্ঘ পদক্ষেপে সে এগিয়ে চলল, খুসি মতো ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে প্রায় ক্রোশ খানেক পথ হেঁটে গেল ; হঠাৎ তার অধরে খেলে গেল একটা চকিত হাসি, চোখে পড়ল পথের ধারে একটি কিশোরী মেয়ে—বেশ সুন্দরী এক কৃষক কন্যা—ওটের খেত থেকে গোরু তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। ঠিক বিড়ালের মতো সাবধানে মেয়েটির কাছে গিয়ে

সে কথা বলতে লাগল। প্রথমে মেয়েটি চুপ করে রইল, মুখটি শুধু রাঙা করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, কিন্তু শেষকালে মুখে হাত চাপা দিয়ে দুরে সরে গিয়ে বলল অস্ফুট স্বরে, 'চলে যান আপনি এখান থেকে।'

কোন্‌স্তান্‌তিন আঙুল নেড়ে তাকে বলল কয়েকটা ভুট্টা ফুল তুলে আনতে।

'ভুট্টা ফুল দিয়ে আপনার কী হবে? মালা গাঁথবেন?'—বলল মেয়েটি—'রাস্তা ছাড়ুন।'

'সুন্দরী গো, দাঁড়াও না একটু'—কোন্‌স্তান্‌তিন বলতে যাচ্ছিল···

'ওই দেখুন!' মেয়েটি বলল বাধা দিয়ে, 'ওই দেখুন, ছেলেরা সব এদিকে আসছে।'

কোন্‌স্তান্‌তিন পিছন ফিরে চাইল—সত্যিই তো সে-রাস্তা দিয়ে আসছে ডেরিয়ার দুই ছেলে; পিছনে আসছে তাদের গৃহশিক্ষক বাসিস্টফ: বাইশ বছরের যুবক, সবেমাত্র কলেজ ছেড়েছে—সুগঠিত দেহ, মুখখানা সারল্য মাখা, বড় নাক, মোটা ঠোঁট, ছোট কুৎকুতে দু'টি চোখ, সাদাসিদে চালচলন, কিন্তু সৎ, তেজস্বী এবং কোমলপ্রাণ। সে পোষাক পরে অপরিষ্কার, চুল রাখে লম্বা—সখ করে নয়, আলস্যে। সে ভালবাসে খাওয়া দাওয়া ঘুম, ভাল ভাল বই আর প্রাণঢালা আলাপ আলোচনা। কোন্‌স্তান্‌তিনকে সে আন্তরিক ঘৃণা করে।

ডেরিয়ার ছেলেরা যেন তাকে পূজা করে, কিন্তু ভয় করে না একটুও। বাড়ীর সবার সঙ্গেই তার সমান বন্ধুত্ব—এ ব্যাপারটা কিন্তু গৃহকর্ত্রী আদপেই পছন্দ করেন না, যদিও তিনি জোর গলায় প্রচার করতে ভালবাসেন যে তাঁর কাছে কোন সামাজিক বাছ-বিচার নেই।

'সুপ্রভাত!'—কোন্‌স্তান্‌তিন বলল, 'আজ এত সকালেই তোমরা বেড়াতে বেরিয়েছ!' বাসিস্টফের দিকে ফিরে বলল, 'আমি কিন্তু

বেরিয়েছি অনেক আগেই; এ যেন আমার একটা নেশা—প্রকৃতিকে উপভোগ করা।'

'বাস্তবিক, আমরা দেখছিলাম কেমন করে আপনি প্রকৃতিকে উপভোগ করেন'—ধীরে ধীরে বলল বাসিস্টফ।

'তুমি একটা আস্ত জরদগব!…ভগবান জানেন তুমি কী ভাবছ। তোমাকে তো আমি চিনি…' বাসিস্টফ বা ওই ধরণের লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে কোন্‌স্তান্‌তিন কেমন যেন একটু চটে যায়।

'মানে, আমি কি মনে করব যে ওই মেয়েটির কাছে আপনি রাস্তা ঘাটের খোঁজ নিচ্ছিলেন?'—এদিক ওদিক তাকিয়ে বাসিস্টফ বলল।

কোন্‌স্তান্‌তিন সোজাসুজি চেয়ে রইল ওর মুখের পানে।

'ফের বলছি, তুমি একটা স্থূল জরদগব—আর কিস্‌সু নও। সব কিছুর নীরস দিকটা দেখেই তুমি আনন্দ পাও।'

'এই ছেলেরা!' হঠাৎ বাসিস্টফ চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই কোণে ওই উইলো গাছটা দেখতে পাচ্ছ? দেখা যাক কে আগে ওটাকে ছুঁতে পারে। এক, দুই, তিন—ছুট্‌!'

ছেলেরা ঝড়ের বেগে ছুটে গেল—বাসিস্টফও ছুটল তাদের পেছনে।

'কোথাকার ইতর!'—কোন্‌স্তান্‌তিন বলল মনে মনে—'ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছে। একেবারে একটা চাষা!'

তারপরে নিজের মার্জিত পরিপাটি পরিচ্ছদের দিকে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে চেয়ে, কোটের হাতদু'টো বার দু'য়েক ঝেড়ে, কলারটা একটু তুলে সে চলে গেল বাড়ীর দিকে। নিজের ঘরে গিয়ে একটা পুরানো ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়ে সে বসল পিয়ানোর সামনে। মুখে তার উদ্বেগের চিহ্ন।

—দুই—

সে অঞ্চলের সব চেয়ে ভাল বাড়ীখানার মালিক হলেন মিসেস্ ডেরিয়া মিহেইলোভনা। বড় বড় পাথরের গাঁথুনি এবং গত শতাব্দীর রুচি অনুযায়ী রাস্ত্রেলির নক্‌সাতে বাড়ীখানা তৈরী, একটা পাহাড়ের টিলার ওপরে উদ্ধত ভঙ্গী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের পাদদেশে মধ্যরাশিয়ার একটা বড় নদী প্রবাহমানা। মিসেস্ মিহেইলোভনা বিশেষ সঙ্গতিপন্না সম্মানিতা মহিলা। এক লোকান্তরিত প্রিভি কাউন্‌সিলরের বিধবা স্ত্রী। কোন্‌স্তান্‌তিন বলে যে তিনি সমস্ত ইয়োরোপটাকে চেনেন এবং সমগ্র ইয়োরোপও নাকি তাঁকে চেনে। আসল কথা, ইয়োরোপ তাঁকে অল্পই চেনে, এমন কি পিটার্সবার্গেও তিনি বিশেষ পরিচিতা নন; কিন্তু মস্কোতে সকলেই তাঁকে জানে এবং তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসে। অভিজাত-সমাজের মধ্যে তিনি চলাফেরা করেন। লোকে মনে করে তিনি যেন একটু খামখেয়ালী, স্বভাবখানি তাঁর যে খুব মধুর তা' নয়, তবে মানুষটি ভারি চালাক। যৌবনে তিনি ছিলেন নাম-করা সুন্দরী; কত কবি নাকি তাঁর উদ্দেশ্যে কত কবিতা রচনা করেছে, কত যুবক তাঁর প্রেম-সরোবরে হাবুডুবু খেয়ে মরেছে, কত যশস্বী তাঁকে অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা জানিয়ে ধন্য হয়েছে। সে সব প্রায় পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেকার কথা, আজ তাঁর সেই রূপ-মাধুর্যের কণিকামাত্রও চোখে পড়ে না। এখন যারা তাঁকে প্রথমবার দেখে, তারা এ কথা ভেবে পায় না যে এই লোলচর্মা, তীক্ষ্ণ-নাসা দীপ্তিহীনা নারী—যদিও তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়নি—এই নারীর কোনদিন ছিল অফুরন্ত রূপযৌবন, এই নারীই কিনা একদা

কত কবির প্রাণে উদ্দীপনা জাগিয়েছিল। জাগতিক বস্তুর ক্ষণভঙ্গুরতার কথা চিন্তা করে মনে মনে তারা বিস্মিত হয়। শুধু কোন্‌স্তান্‌তিন-ই আবিষ্কার করতে পেরেছে যে ডেরিয়া তাঁর মনোরম নয়নের অত্যুজ্জ্বল দ্যুতি এখনো জাগিয়ে রেখেছেন, এবং সমগ্র ইয়োরোপ যে তাঁকে চেনে এ খবরও একমাত্র সে-ই রাখে।

প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে ডেরিয়া তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে গ্রামের বাড়ীতে আসেন। ছেলেমেয়ে তাঁর তিনটি: সতের বছরের মেয়ে নাতালিয়া, নয় ও দশ বছরের দু'টি ছেলে। গ্রামের এ বাড়ীর দ্বার সকলের জন্যেই উন্মুক্ত—সকলকেই, বিশেষতঃ অবিবাহিত যুবকদের, তিনি সমাদরে গ্রহণ করেন। গ্রাম্য মেয়েদের তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, ফলে তাদের চোখে ডেরিয়া ছিল দুর্বিনয়, স্বেচ্ছাচার ও নির্মম অত্যাচারের একটি জীবন্ত প্রতীক। গ্রামে এসে তিনি অবশ্য ভদ্রতা অভদ্রতার বাছবিচার বিশেষ মেনে চলেন না, তবে এ সব অপদার্থ অপরিচিত গ্রাম্য জীবদের প্রতি সহুরে লোকেরা যে ভাব পোষণ করে তার কিছু আভাস ডেরিয়ার অবাধ স্বাধীন ব্যবহারের মধ্যে পাওয়া যায় বৈ কি! থালবার্গের সুরটা ভাল করে সানিয়ে নিয়ে কোন্‌স্তান্‌তিন তার নিজের ঘর থেকে নীচে বৈঠকখানায় চলে গেল, দেখল যে ইতিমধ্যে বাড়ীর সকলেই সেখানে উপস্থিত হয়েছে। অতিথি অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করা হচ্ছে। গৃহকর্ত্রী একটি নতুন ফরাসী পত্রিকা হাতে নিয়ে একটা কৌচে বসে বিশ্রাম করছেন। জানালার একধারে বসে আছে তাঁর মেয়ে, অন্য ধারে মেয়ের শিক্ষয়িত্রী মাদাম বন্‌ফোর্ট—ষাট বছরের জীর্ণাশীর্ণা বৃদ্ধা, বিচিত্র রঙের টুপির ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে নকল কালো চুলের গোছা, কানে তার পশম গোঁজা। বাসিস্টফ্‌ দরজার কোণে জড়সড় হয়ে বসে একমনে কাগজ পড়ছে, কাছেই তার ছাত্র দু'টি খেলছে। আর চুল্লীর ধারে হেলান দিয়ে

পিছনে হাত রেখে বসে আছে পিগাসভ্ নামে এক বেঁটে ভদ্রলোক —তার ফ্যাকাশে মুখখানা কদমফুলের মত খোঁচা খোঁচা আধ-পাকা দাড়িতে সমাচ্ছন্ন, কালো চোখদু'টি যেন জ্বলন্ত কয়লার গোলা।

এই পিগাসভ লোকটি ভারি অদ্ভুত। দিন নেই রাত নেই, যখন তখন যেখানে সেখানে সে সব কিছুর বিরুদ্ধে—বিশেষতঃ নারীজাতির বিরুদ্ধে—কদর্য ভাষায় গালি দিয়ে বেড়ায়। কখনো সে ঠিকই বলে, কখনো বলে মূর্খের মত, কিন্তু এতে সব সময়ই সে পায় পরম আত্ম-তৃপ্তি। তার রসিকতাগুলির অধিকাংশ ছেলেমানুষের কথার মত অর্থহীন ; তার হাসি, তার কণ্ঠস্বর, তার সমস্ত সত্তাটাই যেন বিদ্বেষে জর্জরিত। ডেরিয়ার কাছে পিগাসভ পায় আন্তরিক সম্বর্ধনা, তার লঘু রসিকতায় তিনি পান প্রচুর আমোদ। সব কিছুরই আতিশয্যে তার আনন্দ ; যেমন ধরুন, তাকে যদি কোন দুর্ঘটনার কথা বলা হয়, যেমন অমুক গ্রামে বজ্রপাত হয়েছে বা অমুক মিলটা বন্যায় ভেসে গেছে বা কোন চাষা কুড়োলে হাত কেটে ফেলেছে, সে নিশ্চয়ই নিদারুণ তিক্ততার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করবে—হ্যাঁ, তার নামটি কি ?—অর্থাৎ, যে মেয়েটি এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী তার নাম কি। তার বিশ্বাস প্রত্যেক দুর্বিপাকের কার্যকারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে তার মূলে আছে কোন নারী। জীবনের প্রচণ্ড ব্যর্থতা নাকি তাকে এ রকম খামখেয়ালী উদ্‌ভ্রান্ত জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে।

পিগাসভের জন্ম হয়েছিল দরিদ্রের ঘরে। তার বাবা লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না, ছোটখাট কাজকর্ম করে সংসার চালাতেন, তা ছাড়া ছেলের শিক্ষার দিকে বড় একটা দৃষ্টি দেননি। তাকে শুধু ভাত কাপড় যুগিয়েই তিনি পিতার কর্তব্য সমাধা করেন। তাকে আদর দিয়ে নষ্ট করেন তার মা, তবে বেশী দিন তিনি বেঁচে ছিলেন না।

পিগাসভ নিজের উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় দুঃখদারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে ভাল ভাবে লেখা পড়া শিখেছিল, কিন্তু সাধারণের স্তর থেকে বিশেষ ওপরে উঠতে পারে নি। ধৈর্য ও অধ্যাবসায় তার বড় গুণ, কিন্তু সব চেয়ে প্রবল হচ্ছে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা—ভাল সমাজে মিশবার অত্যুগ্র বাসনা। বিত্তহীন হয়েও কারো নীচে পড়ে থাকতে সে একান্ত নারাজ। কষ্ট স্বীকার করে সে বিদ্যার্জন করেছে, কিন্তু দারিদ্র্য-দোষ তাকে করেছে সাবধানি, সুচতুর। তার কথাবার্তায় মৌলিকত্ব আছে, যৌবন থেকেই অতি বিরক্তিকর কাটাকাটা বুলি আওড়ান সে অভ্যাস করেছে। তার চিন্তাধারার মধ্যে অনন্যসাধারণ কিছুই নেই। কিন্তু তার বাচন-ভঙ্গী দেখে তাকে খুবই বুদ্ধিমান বলে মনে হয়। প্রকৃত বিদ্যার্জনের প্রতি আন্তরিক আগ্রহ না থাকাতে তার জ্ঞান হয়েছিল ভাসা ভাসা; কাজেই প্রকাশ্য বাদানুবাদে তাকে প্রায়ই হার মানতে হত। এই ব্যর্থতায় সে এত ক্রুদ্ধ হলো যে বই পুঁথি সব অগ্নিগর্ভে নিক্ষেপ করে একটা সরকারী চাকুরীতে ঢুকে পড়ল। প্রথম প্রথম কাজকর্ম সে ভালই করছিল, কিন্তু রাতারাতি উন্নতি করতে গিয়ে এমন ভুলই করল যে অতি সত্বর চাকরীতে ইস্তফা দিতে সে বাধ্য হলো। তিনটি বছর যৎসামান্য পৈত্রিক সম্পত্তি ধ্বংস করে সহসা সে এক অর্ধশিক্ষিতা কিন্তু অর্থবতী ভদ্রমহিলাকে বিবাহ করে বসল। মহিলাটি মুগ্ধ হয়েছিল তার সৌজন্যবিহীন বিদ্রূপাত্মক চালচলনে। কিন্তু ইতি মধ্যে পিগাসভের চরিত্র এত রুক্ষ হয়ে গিয়েছিল যে পারিবারিক জীবন তার কপালে বেশী দিন সইল না। একদিন তার পত্নী মস্কোতে পালিয়ে গিয়ে নিজের যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রী করে দিল। এই শেষ ধাক্কায় নিরতিশয় মর্মাহত হয়ে পিগাসভ তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা আনল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেল না কিছুই। এ ঘটনার পর থেকে সে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশা করে;

২

পিছনে তাদের অকথ্য গালি দেয়, প্রয়োজন হলে সামনেও, তারা কিন্তু তাকে আপ্যায়িত করে. মুখের হাসি মনে চেপে—তাকে ভয় করে না কেউ। সেই থেকে একখানি বইও সে স্পর্শ করে নি।

কোন্‌স্তান্‌তিন ঘরে ঢুকতেই ডেরিয়া জিজ্ঞাসা করলেন: 'পাবলোভনা আসবে কি?'

'পাবলোভনা আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, ওঁরা ভারী সুখী হয়েছেন',—কোন্‌স্তান্‌তিন বলল স্নিগ্ধদৃষ্টিতে সবাইকে নমস্কার করে। ত্রিকোণ নখবিশিষ্ট স্থূল মাংসল সাদা হাতখানা সে তার সুবিন্যস্ত কেশ রাশির মধ্যে চালিয়ে দিল।

'আর, সেয়ারজায়-ও আসবে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

পিগাসভকে ডেরিয়া জিজ্ঞাসা করল—'তাহলে আপনার মতে সব তরুণীরাই কৃত্রিমতায় ভরা, কেমন?'

একটু ঘাবড়ে গিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে পিগাসভ তার কনুইটা টেনে নিলে।

'আমি বলছি যে'—ধীর স্বরে সে বলতে লাগল (অত্যন্ত বিরক্ত হলে সে ধীরে ধীরে মেপে মেপে কথা বলে)—'সাধারণ তরুণীরা, অবশ্য উপস্থিত মেয়েদের সম্বন্ধে আমি কিছুই বলছি না।'

'কিন্তু, তাতে আপনার ধারণার কোন পরিবর্তন হয় না।'

'সত্যি এঁদের সম্বন্ধে আমি কিছুই বলছি না'—আবার বলল পিগাসভ—'সাধারণ মেয়েরা আগাগোড়া কৃত্রিমতাবিলাসী, তাদের মনোভাব প্রকাশের ভঙ্গীটাই কৃত্রিম ধরণের। কোন যুবতী মেয়ে যখন ভয় পায় বা খুশী হয় কিম্বা দুঃখিত হয়, তখন এ রকম একটা অঙ্গভঙ্গী করবেই (শরীরে একটা বিশ্রী ভঙ্গী করে সে হাতদুটো সামনে বাড়িয়ে দিল)—তারপরে আঃ বলে সে চেঁচিয়ে উঠবে অথবা হাসবে কিম্বা কাঁদবে।'

একটু থেমে সে আবার বলল শান্তভাবে—'আপনারা আমাকে অবিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু আমি যা বলছি তা খাঁটি সত্যি কথা। আমি ছাড়া এসব কথা আর জানবে কে?'

'দেখছেন ত'—ডেরিয়া বলল—'পিগাসভ এখন তার প্রিয় বিষয়বস্তু পেয়েছেন, আজ রাতে উনি আর থামছেন না।'

'আমার প্রিয় বিষয়! কিন্তু, মেয়েদের কাছে তিনটি বিষয় অতি প্রিয়। একমাত্র ঘুমোবার সময় ছাড়া কখনো তারা এগুলো ছাড়বে না।'

'সেগুলো কী কী?'

'পরনিন্দা, পরচর্চা আর পরের নামে অপবাদ দেওয়া।'

'দেখুন, পিগাসভ'—ডেরিয়া বলল—'আপনি মেয়েদের নামে অযথা এত নিন্দা করতে পারবেন না। কোন কোন মেয়ে হয়তো—'

'আমার ক্ষতি করেছে, এই তো?'—পিগাসভ বাধা দিল।

ডেরিয়া যেন একটু অপ্রস্তুত হলেন, পিগাসভের ব্যর্থ বিবাহিত জীবন স্মরণ করে তিনি শুধু একটু মাথা দোলালেন।

'একটি নারী অবশ্য আমার ক্ষতি করেছে, যদিও তিনি ছিলেন সত্যিই ভালো, খুবই ভালো।'

'কে তিনি?'

'আমার মা'—পিগাসভ বলল নিম্নস্বরে।

'আপনার মা? তিনি আপনার কী ক্ষতি করতে পারেন?'

'তিনিই আমাকে এই পৃথিবীতে এনেছেন।'

ডেরিয়া ভ্রূকুটি করলেন। বললেন—'আমাদের আলোচনা কিন্তু নিরানন্দ অবান্তর বিষয়ে চলে যাচ্ছে। কোনস্তানতিন, তুমি বরং থালবার্গের সেই নতুন সুরটা বাজাও। মনে হয় সুর পিগাসভকে সান্ত্বনা দিতে পারবে। অর্‌ফিউস্‌ নাকি বন্য পশুদেরও মুগ্ধ করতেন।'

পিয়ানোর সামনে বসে কোনস্তানতিন অতি মিষ্টি করে সুরটি বাজাল। নাতালিয়া প্রথমে মনোযোগ দিয়েই শুনছিল, খানিক পরে সে নিজের কাজের দিকে আবার ঝুঁকে পড়ল। বাজনা শেষ হলে ডেরিয়া মন্তব্য করলেন—'থালবার্গ আমার বেশ ভাল লাগে। পিগাসভ, আপনি কী ভাবছেন ?'

'আমি ভাবছি'—পিগাসভ জবাব দিল—'স্বার্থপর লোক তিন প্রকার—পয়লা নম্বর, যারা নিজেরা বাঁচে এবং অন্যকেও বাঁচতে দেয় ; দু' নম্বর, যারা নিজেরা বাঁচে কিন্তু অন্যকে বাঁচতে দেয় না। তিন নম্বর, যারা নিজেরা বাঁচে না, অন্যকেও বাঁচতে দেয় না। অধিকাংশ মেয়েই পড়ে এই শেষ জাতের মধ্যে।'

'কী চমৎকার ! নিজের বিশ্বাসের 'পরে আপনার অবিচলিত আস্থা দেখে কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি। আপনি নিশ্চয় কখনও ভুল করতে পারেন না।'

'তা কে বলেছে ? ভুল আমি করি বৈ কি ! পুরুষ মানুষ ভুল করে। কিন্তু পুরুষদের ভুল আর মেয়েদের ভুলের মধ্যে তফাৎ কোথায় জানেন ? জানেন না ? সেটা হ'ল এ রকম : ধরুন, পুরুষ হয়তো বলতে পারে যে দু'য়ে দু'য়ে চার হয় না, হয় পাঁচ বা সাড়ে তিন ; কিন্তু মেয়েরা বলবে যে দু'য়ে আর দু'য়ে হয় একটা মোমবাতি।'

'মনে হচ্ছে আপনার মুখে যেন এ কথা আরো শুনেছি। কিন্তু বুঝলাম না আপনার তিন জাতের স্বার্থপরদের সঙ্গে এইমাত্র যে সুর বাজান হল তার কী সম্পর্ক।'

'কিছুই না। বাজনার দিকে আমি কানই দি' নি'।'

'বেশ, বেশ ! আসল কথা হচ্ছে আপনার এ রোগ দুরারোগ্য। গানও যখন আপনার ভাল লাগে না, তখন আপনি ভালবাসেন কী ?— সাহিত্য ?'

'হ্যাঁ, সাহিত্য আমি ভালবাসি বটে, তবে সাম্প্রতিক সাহিত্য নয়।'

'কেন?'

'বলছি কেন। কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা নৌকায় আমি ওকা নদী পার হচ্ছিলাম। একটা সংকীর্ণ জায়গায় নৌকা আটকে যায়। হাত দিয়ে ঠেলে নৌকাটা পারে টেনে আনতে হল। এ ভদ্রলোকের সঙ্গে ছিল একটা ভারী গাড়ী। মাঝিরা যখন গাড়ীটা টেনে আনতে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল ভদ্রলোক তখন নৌকায় দাঁড়িয়েই এমন চেঁচাতে লাগল যে বেচারীর জন্ত সকলেরই খুব দুঃখ হচ্ছিল। আমি ভাবলাম……এই হচ্ছে শ্রম-বণ্টনের একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত। আমাদের চলতি সাহিত্য সম্বন্ধেও একথা খাটে। লেখক মরে লিখে আর পাঠক মরে কেঁদে।'

ডেরিয়া হেসে ফেলল।

'এবং একেই বলে আমাদের সাম্প্রতিক জীবনের পরিপ্রকাশ'—পিগাসভ বলে চলল অবিশ্রান্ত—'সামাজিক জীবনের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি, আরো কত কী………ওঃ, এই সব বাছা বাছা বুলি কি ঘৃণাই আমি করি।'

'যাই হোক, যে মেয়েদের আপনি এত নিন্দা করেন তারা কিন্তু বড় বড় কথা বলে না।'

'বলে না, কারণ তারা বোঝে না'—ঘাড় কুঁচকে বলল পিগাসভ।

ডেরিয়ার মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল। জোর করে মুখে হাসি এনে তিনি বললেন—'আপনি কিন্তু অশিষ্ট হয়ে পড়ছেন, পিগাসভ।'

সমস্ত ঘরখানা সম্পূর্ণ নীরব হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

'জোলোতোনোশা কোথায়?'—ডেরিয়ার এক ছেলে হঠাৎ জিজ্ঞাসা

করল বাসিস্টফ্‌কে। 'পোল্‌টাভা প্রদেশে'—উত্তর দিল পিগাসভ—'লিট্‌ল্‌ রাশিয়ার মধ্যস্থলে।'

আলোচনার ধারা বদলে দেবার সুযোগ পেয়ে সে খুসী হয়ে উঠল। বলল—'আমরা সাহিত্যের কথা বলছিলাম; পয়সা থাকলে এখনি আমি লিট্‌ল্‌ রাশিয়ার এক কবি হতাম।'

'তারপরে আর কী? একটি বিশিষ্ট কবিবর হয়ে উঠতেন'—ডেরিয়া মন্তব্য করলেন—'আপনি লিটল্‌ রাশিয়ার ভাষা জানেন?'

'মোটেই না—প্রয়োজন কী?'

'না না, প্রয়োজন আর কী! আপনি শুধু এক টুকরো কাগজ নিয়ে ওপরে লিখবেন—একটি কবিতা.......তারপরে লিখে যাবেন আজে বাজে কথা যা মনে আসে। ব্যস্‌, হয়ে গেল কবিতা। ছাপিয়ে প্রকাশ করবেন। লিট্‌ল্‌ রাশিয়ার লোকেরা সেটা পড়বে, পড়ে মাথায় হাত দিয়ে ঝক করে কেঁদে ফেলবে·········ওরা এমনিই ভাবপ্রবণ!'

'হায় ভগবান'—বাসিস্টফ্‌ চেঁচিয়ে উঠল—'আপনারা বলছেন কী? এ হতেই পারে না। লিট্‌ল্‌ রাশিয়াতে আমি ছিলাম, আমি তাকে ভালোবাসি, ওদেশের ভাষাও জানি······কী যা তা আপনারা বলছেন?'

'তা হতে পারে। কিন্তু লিট্‌ল্‌ রাশিয়ানরা কাঁদবেই। তাছাড়া, তুমি ওদের ভাষার কথা বলছ, ওদেব কোন ভাষা আছে নাকি? আর সেটা কি একটা স্বতন্ত্র ভাষা নাকি? এ আমি কিছুতেই স্বীকার করব না।'

বাসিস্টফ্‌ প্রত্যুত্তর দিতে যাচ্ছিল. তাকে থামিয়ে দিয়ে ডেরিয়া বললেন—'ওর কথা ছেড়ে দিন। জানেনই তো ওর কথার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই।'

একটু শ্লেষ মিশ্রিত হাসি হাসল পিগাসভ।

একজন ভৃত্য এসে জানাল যে পাবলোভনা ও তার ভাই এসেছেন। অতিথিদের সংবর্ধনার জন্য দাঁড়িয়ে উঠে ডেরিয়া বললেন—'কেমন আছ, পাবলোভনা? এসে কী ভালই যে করেছ; সেয়ারজায়, তুমি কেমন আছ?' সেয়ারজায় ডেরিয়ার করমর্দন করে নাতালিয়ার কাছে এগিয়ে গেল।

পিগাসভ বলল—'কিন্তু, আপনার নব-পরিচিত সেই ব্যারনের খবর কী? তিনি আজ আসছেন তো?'

'হ্যাঁ আসছেন—'ডেরিয়া হাসলেন।

'শুনলাম, তিনি একজন মস্ত বড় দার্শনিক। বোধ করি তিনি এখন হেগেল নিয়ে মশগুল হয়ে আছেন।'

ডেরিয়া জবাব না দিয়ে পাবলোভনাকে একটা কৌচে বসালেন, নিজে বসলেন তার পাশে। পিগাসভ বকে চলল—'দর্শন মানুষের দৃষ্টি-ভঙ্গী উন্নত করে, এই উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী—একেও আমি ঘৃণা করি; তাছাড়া, ওপর থেকে কীই-বা দেখা যায়? সত্যি বলতে কী, ঘোড়া কিনতে গিয়ে আপনি তো বাড়ীর গম্বুজ থেকে ঘোড়া পরীক্ষা করেন না।'

পাবলোভনা জিজ্ঞাসা করল—'এই ব্যারন আপনার জন্যে একটা লেখা আনবেন নাকি?'

'হ্যাঁ, একটা প্রবন্ধ'—একান্ত উদাসীনভাবে ডেরিয়া উত্তর দিলেন—'রাশিয়ায় ব্যবসার সঙ্গে উৎপাদনের সম্বন্ধ, এই হল বিষয়বস্তু। ভয় পেয়ো না, এখানে সেটা পড়া হবে না, সেজন্য তোমাদের ডাকিনি। ভদ্রলোক অসাধারণ পণ্ডিত আর নিখুঁৎ রাশিয়ান বলতে পারেন (ডেরিয়া বললেন ফরাসী ভাষায়)······'

'তিনি এত সুন্দর রাশিয়ান বলেন যে ফরাসীভাষাতেই তাঁর প্রশংসা করা উচিত'—পিগাসভ ফোঁড়ন দিয়ে বলল।

'আপনার খুসী মতো আপনি চেঁচাতে পারেন, পিগাসভ, ওটা

আপনার এলোমেলো চুলের সঙ্গে বেশ খাপ খায়'—চারিদিকে তাকিয়ে ডেরিয়া বললেন—'কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি এখনো তিনি এলেন না কেন। চলুন আমরা বাগানে যাই, আজকের আবহাওয়াটা বেশ পরিষ্কার ; তা ছাড়া খাবার সময় হতেও ঘণ্টা খানেক দেরি আছে।'

সকলে উঠে গিয়ে বসল বাইরের বাগানে।

ডেরিয়ার বাগান নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। উদ্যান-বীথির দু'ধারে পুরানো লেবু গাছের সারি, সেখানে আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলা, মদির সুরভির কানাকানি, বীথির প্রান্তে সবুজ পত্র-পল্লবের বনানী, বাবলা ও লিলাকের ঘন কুঞ্জ।

নাতালিয়া ও মাদাম বন্‌কোটের সঙ্গে সেয়ারজায় বাগানের পল্লব-ঘন প্রান্তের দিকে এগিয়ে গেল। নাতলিয়ার পাশে সে হাঁটছে নিঃশব্দে ; মাদাম একটু দূরে থেকে তাদের অনুসরণ করছেন।

'আজ তুমি কী করেছ'—ধূসর কৃষ্ণ সুচিক্কণ গোঁফে একটু চাড়া দিয়ে বহুক্ষণ পরে সেয়ারজায় কথা বলল। ওর চেহারার সঙ্গে ওর বোনের চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য, কিন্তু ওর ভাব ভঙ্গীতে ক্ষিপ্রতা ও সজীবতার অভাব, সুশ্রী নয়নে যেন একটা সদাবিষণ্ণ দৃষ্টি।

'না, কিছুই করি নি'—নাতালিয়া জবাব দিল—'আমি পিগাসভের বাঁকা বাঁকা কথাগুলো শুনছিলাম, কিছু সেলাইয়ের কাজ করলাম, কিছু পড়াশোনা।'

'কী পড়লে ?'

'পড়লাম……পড়লাম ক্রুশেডের ইতিহাস'—নাতালিয়া বলল দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে।

সেয়ারজায় ওর মুখের পানে মুখ তুলে চাইল।

'ওঃ, খুব মজা তো !'—হঠাৎ সে বলে উঠল। একটা গাছের ডাল নিয়ে সে দোলাতে লাগল। আরো কিছু দূরে ওরা হেঁটে গেল।

'সেয়ারজায় বলল কিছুক্ষণ পরে—'যে ব্যারনের সঙ্গে তোমার মায়ের পরিচয় হয়েছে তিনি কে ?'

'ভদ্রলোক নতুন এসেছেন। মা তাঁর খুব প্রশংসা করেন।'

'তোমার মা অতি সহজেই যে কোন লোকের প্রতি আকৃষ্ট হন !'

'তার মানে মায়ের মনটা এখনো কাঁচা আছে'—নাতালিয়া জবাব দিল।

'হ্যাঁ……দেখ, শীগ্‌গিরই তোমার ঘোড়াটাকে আমি নিয়ে আসব, ওকে আমি দৌড় শেখাব—দাঁড়াও, শীগ্‌গিরই সে ব্যবস্থা করছি।'

'দোহাই তোমার……আমার ভারি লজ্জা করে।'

'তুমি তো জান, নাতালিয়া, তোমাকে সামান্য আনন্দ দিতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত……এসব ছোট খাট ব্যাপারে……'সেয়ারজায় কথার খেই হারিয়ে ফেললে।

বন্ধুর মতো উৎসাহ দেবার ভঙ্গীতে নাতালিয়া ওর দিকে চেয়ে বলল—'দোহাই !'

বহুক্ষণ নীরব থেকে সেয়ারজায় বলল—'তুমি জান, এ সব কথা নয়। কিন্তু এ আমি বলছি কেন তা তো তুমি বোঝ !'

এমন সময় ঘণ্টা বেজে উঠল বাড়ীর ভিতরে। মাদাম চেঁচিয়ে বললেন—'খাবার ঘণ্টা পড়েছে।'

সেয়ারজায় ও নাতালিয়ার পিছনে বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে এই বৃদ্ধা ফরাসী মহিলা মনে মনে বললেন—সেয়ারজায়, মানুষটি তুমি বড় ভালো, কিন্তু ভারি বোকা !

ব্যারন নিমন্ত্রণে এলেন না ; সবাই তাঁর জন্যে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করল। খাবার টেবিলে আলাপ আলোচনা বিশেষ জমল না। নাতালিয়ার পাশে বসে সেয়ারজায় শুধু ওর মুখের পানে চেয়ে রইল, আর অসীম উৎসাহে ওর গেলাসে জল ঢেলে দিল। বোনৃস্তানতিন প্রচুর ব্যর্থ প্রয়াস করল পাবলোভনার মনোরঞ্জন করতে। আজে বাজে

অনেক কথা সে মিষ্টস্বরে বলে গেল, আর ক্লান্ত পাবলোভনা শুধু হাই তুলতে লাগল। এমন কি পিগাসভ পর্যন্ত নীরব। আজ সে বড় দুর্বিনীত হয়েছিল। ডেরিয়ার এই অভিযোগের উত্তরে সে বলল—'কবেই বা আমি বিনীত? আমার ও সব আসে না।' তারপরে একটা কদর্য হাসি হেসে বলল—'আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করুন; আমি তো ভুট্টার মদের সামিল—খাঁটি রাশিয়ান ভুট্টার মদ—কিন্তু, আপনার মহামান্য ব্যারন......'

'বাঃ বাঃ!'—ডেরিয়া চেঁচিয়ে উঠলেন—'পিগাসভের হিংসে হয়েছে. এঁ্যা......'

পিগাসভ জবাব না দিয়ে ডেরিযার পানে একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

সাতটা বাজলে সকলে আবার সমবেত হল বৈঠকখানায়।

'তিনি নিশ্চয়ই আসছেন না'—ডেরিয়া বললেন।

......কিন্তু, একটা গাড়ীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না? একটা ছোট চার চাকার গাড়ী এসে থামল আঙ্গিনায় এবং খানিক পরে এক ভৃত্য একটা রূপোর থালায় করে একখানা চিঠি এনে দিল গৃহকর্ত্রীর হাতে। চিঠিখানার ওপরে চোখ বুলিয়ে ভৃত্যকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু, যে ভদ্রলোক চিঠিখানা এনেছেন তিনি কোথায়?'

'তিনি গাড়ীতে বসে আছেন, তাঁকে ভিতরে আসতে বলব কি?'

'হ্যাঁ।'

ভৃত্য চলে গেল।

'দেখুন তো, কী বিরক্তিকর!'—ডেরিয়া বললেন—'ব্যারন খবর পেয়েছেন এখনি তাঁকে পিটার্সবার্গে যেতে হবে। তিনি তাঁর প্রবন্ধটি এক বন্ধুর মারফৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। এঁকে ব্যারন আমার সাথে

পরিচয় করিয়ে দিতে চান, চিঠিতে এঁর খুব সুখ্যাতি করেছেন। কিন্তু, কী বিরক্তিকর বলুন তো! আশা করেছিলাম ব্যারন এখানে কয়েকদিন থাকবেন।'

ভৃত্য ঘোষণা করল—

'ডিমিট্রি নিকোলাই রুডিন।'

—তিন—

প্রায় বছর পঁয়ত্রিশের এক ভদ্রলোক ভিতরে প্রবেশ করল—দীর্ঘ দেহ ঈষৎ আনত, মাথায় তরঙ্গায়িত কুঞ্চিত কেশদাম, বর্ণ ঈষৎ শ্যামল—তার মুখমণ্ডল হয়তো একটু অসমান কিন্তু ভাব-ব্যাঞ্জক ও বুদ্ধিদীপ্ত, চঞ্চল কৃষ্ণ-নীল নয়নে তরল ঔজ্বল্য, বিশাল নাসাগ্র সমোন্নত, ওষ্ঠ-রেখা সুগঠিত ও সুসংবদ্ধ। তার পোষাক পরিচ্ছদ পুরাতন—একটু ছোটই যেন, বোধ হয় বহুদিন যাবৎ ব্যবহার করছে।

দ্রুতপদে ডেরিয়ার কাছে গিয়ে একটু আনত হয়ে সে বলল যে ওঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য অর্জন করবার জন্য বহুদিন থেকেই সে উদগ্রীব এবং বন্ধুবর ব্যারন স্বয়ং এসে বিদায় নিতে অক্ষম বলে একান্ত দুঃখিত।

রুডিনের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তার দীর্ঘ আকৃতি ও সুপ্রশস্ত বক্ষের সঙ্গে যেন বেমানান হয়েছে। 'দয়া করে আপনি বসুন—ভারি খুসি হলাম,—' —ডেরিয়া বললেন অস্পষ্ট স্বরে। তারপরে উপস্থিত সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি স্থানীয় অধিবাসী না বহিরাগত বিদেশী। জানুর 'পরে টুপি রেখে রুডিন বলল—'আমার দেশ টি—প্রদেশে, এখানে এসেছি দিন কয়েক হল। কাজের খাতিরে আপনাদের সহরে কিছুদিন ধরে আছি।'

'কার সঙ্গে আছেন?'

'ডাক্তারের সঙ্গে—তিনি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন সহপাঠী।'

'ওঃ, ডাক্তার? এখানে তাঁর খুব সুখ্যাতি; লোকে বলে স্ব-ব্যবসায়ে তিনি বিশেষ পারদর্শী।'

'কিন্তু, আপনি কি ব্যারনের সঙ্গে অনেকদিন যাবত পরিচিত ?'

'তাঁর সাথে আমার আলাপ হয় গত শীতকালে মস্কোতে। আর, এই সপ্তাহখানেক তাঁর সঙ্গে কাটালাম।'

'ব্যারন খুব বুদ্ধিমান লোক, না ?'

'হ্যাঁ।'

ইউ-ডি-কোলোনে সুবাসিত ছোট একটি রুমাল আঘ্রাণ করে ডেরিয়া জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কি সরকারী দপ্তরে কাজ করেন ?'

'কে—আমি ?'

'হ্যাঁ।'

'না, আমি অবসর নিয়েছি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল, তারপরে সাধারণ কথাবার্তা সুরু হল।

'আমার কৌতূহলে আপনার যদি আপত্তি না থাকে,'—রুডিনের দিকে ফিরে পিগাসভ বলল,—'তা হলে জিজ্ঞাসা করি আপনি কি জানেন মাননীয় ব্যারণ মহাদয়ের প্রবন্ধে কী আছে ?'

'হ্যাঁ, জানি বৈ কি।'

'ব্যবসার সঙ্গে······না, আমাদের দেশে ব্যবসার সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্ক, এই হল বিষয়-বস্তু······আপনি তাই বলছিলেন না, মিসেস ডেরিয়া ?'

'হ্যাঁ, এতে······' কপালে হাত চেপে ডেরিয়া বলতে যাচ্ছিলেন।

বাধা দিয়ে পিগাসভ বলল—'আমি অবশ্য এ সব বিষয়ে সুবিজ্ঞ নই, কিন্তু স্বীকার করছি যে প্রবন্ধের শিরোনামটাই আমার কাছে অত্যন্ত অস্পষ্ট ও জটিল বলে মনে হচ্ছে।'

'কেন মনে হচ্ছে ?'

মুচকি হেসে পিগাসভ ডেরিয়ার দিকে কটাক্ষপাত করল।

'কেন, আপনার কাছে এটা কি খুব পরিষ্কার ঠেকছে ?'—চাতুরী-মাখা মুখখানা রুডিনের দিকে ফিরিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল।

'আমার কাছে ?……হ্যাঁ।'

'হুঁ, আপনি ভালো বোঝেন সন্দেহ নেই।'

পাবলোভনা ডেরিয়াকে জিজ্ঞাসা কবল—'আপনার কি মাথা ধরেছে ?'

'না, আমি যেন একটু ক্লান্ত বোধ করছি।'

'আচ্ছা, জানতে পারি কি'—পিগাসভ আবার সুরু করল নাকি সুরে—'আপনার বন্ধু মহামান্য ব্যারন মুফেল……এই তাঁর নাম না ?'

'ঠিক।"

'মহামান্য ব্যারন কি অর্থনীতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা করেন, না তাঁর সরকারী কাজকর্ম এবং সামাজিক আনন্দ উৎসবের অবসরে এই চিত্তাকর্ষক বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেন ?'

রুডিন স্থিরভাবে পিগাসভের মুখের 'পরে দৃষ্টি ন্যস্ত করল।

'ব্যারন এ সব বিষয় চর্চা করেন আত্ম-বিনোদনের জন্য'—একটু লাল হয়ে রুডিন জবাব দিল—'কিন্তু, এ প্রবন্ধে এমন অনেক কিছু আছে যা খুব আকর্ষণীয় এবং অথগুনীয়।'

'আপনার সঙ্গে অবশ্য এ নিয়ে তর্ক করতে পারব না। প্রবন্ধটি আমি পড়ি নি। কিন্তু, আমি বলতে সাহসী হচ্ছি যে আপনার বন্ধু ব্যারন মুফেলের এই রচনা নিশ্চয়ই বাস্তব সত্যের চেয়ে সাধারণ সূত্রের 'পরেই বেশি প্রতিষ্ঠিত।'

'বাস্তব সত্য এবং তার 'পরে প্রতিষ্ঠিত সূত্র, দুই-ই এতে আছে।'
'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বলছি যে আমার মতে……মত জাহির করার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে, আমি তিন বছর কাটিয়েছি ডোরপাটে ……এ সমস্ত তথাকথিত সাধারণ সূত্র, অনুমান, প্রণালী—ক্ষমা

করবেন, আমি মশাই গেঁয়ো লোক, সত্যি কথা স্পষ্ট করে বলি......আমার মতে এগুলো সব বাজে, অর্থহীন। এ সব শুধু কল্পনা-সার, মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়। আরে মশাই, নিয়ে আসুন সত্যি ঘটনা, ব্যস্‌!'

প্রত্যুত্তরে রুডিন বলল—'ঠিক বলেছেন, কিন্তু সত্য ঘটনার অন্তরার্থ তো চাই।'

'সাধারণ প্রতিপাদ্য, সাধারণ সূত্র, উপসংহার—এ সব আমার দু' চোখের বিষ। এ সবই শুধু বিশ্বাসের 'পরে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকেই তার বিশ্বাসের কথা বলে, তার 'পরেই গুরুত্ব আরোপ করে, আবার তাই নিয়ে গর্ব-ও করে—আঃ।'

পিগাসভকে হাতের মুঠো শূন্যে ঘোরাতে দেখে কোন্‌স্তানতিন হেসে উঠল।

'চমৎকাব!'—রুডিন বলল—'তা হলে বোঝা যাচ্ছে যে আপনার মতে প্রত্যয় বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই?'

'না, নেই।'

'তাই কি আপনার বিশ্বাস?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে কি করে আপনি বলেন যে বিশ্বাস বলে কিছু নেই? এই তো প্রথমেই বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া গেল।'

ঘরের সকলেই হেসে উঠে পরস্পরেব দিকে চাইল।

'সবুর···সবুর···কিন্তু'—পিগাসভ বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ডেরিয়া হাতে তালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—'বাঃ বাঃ! পিগাসভ হেরে গেছে।' বলেই তিনি রুডিনের হাত থেকে টুপিটা ধীরে ধীরে তুলে নিলেন।

'আপনার উচ্ছ্বাসটা একটু দাবিয়ে রাখুন···যথেষ্ট সময় এখনো আছে'—পিগাসভ চটে লাল হয়ে উঠল। 'দেখুন, শ্রেষ্ঠত্বের ঢঙে একটা মজার কথা বললেই যথেষ্ট হলনা। আপনাকে প্রমাণ করতে হবে, আমার কথা খণ্ডন করতে হবে। আলোচ্য বিষয় থেকে আমরা অবান্তরে চলে এসেছি।'

শান্তভাবে রুডিন বলল—'আপনি অনুমতি দিলে বলি যে ব্যাপারটা অতি সরল। আপনি সাধারণ সূত্র বিশ্বাস করেন না, মানুষের বিশ্বাসের 'পরে আপনার শ্রদ্ধা নেই, এই তো কথা ?'

'না, এ সব আমি বিশ্বাস করি না, কিছুই আমি বিশ্বাস করি না।'

'বেশ, তা হলে আপনি হচ্ছেন সংশয়বাদী।'

'এ রকম বড় বড় শব্দ ব্যবহারের কোন প্রয়োজন আমি দেখছি না, যাই হোক···'

'বাধা দেবেন না'—ডেরিয়া তাকে মাঝ পথে থামিয়ে দিল।

রুডিন বলল—'একমাত্র ঐ শব্দটাই আমার বক্তব্য প্রকাশ করতে পারে। আপনি তো কথাটা বোঝেন, তবে ব্যবহার করতে আপত্তি কী ? আচ্ছা আপনি তো কিছুই বিশ্বাস করেন না, তবে সত্য ঘটনায় বিশ্বাসী কেন ?'

'কেন ? সত্য ঘটনা হচ্ছে অভিজ্ঞতার বস্তু, সকলেই জানে সত্য ঘটনা কী। এদের আমি বিচার করি অভিজ্ঞতা দিয়ে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে।'

'কিন্তু আপনার ইন্দ্রিয়ানুভূতি তো আপনাকে প্রতারিত করতে পারে। আপনার অনুভূতি বলে যে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, কিন্তু কোপারনিকাসের সঙ্গে আপনার বোধ হয় মতভেদ নেই। আপনি কি তাঁকেও অবিশ্বাস করেন ?'

আবার সকলের মুখের ওপর দিয়ে একটা চাপা হাসির ঢেউ খেলে

গেল। সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল রুডিনের দিকে। সকলেই ভাবল: লোকটা তো ভারি বুদ্ধিমান!

পিগাসভ বলল—'তামাসা করতে আপনার ভালো লাগে দেখছি। এতে অবশ্য মৌলিকতা আছে, কিন্তু এ সব আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বাইরে।'

'আমি এ পর্যন্ত যা বলেছি তাতে দুর্ভাগ্যবশত মৌলিকতার অংশ খুবই কম। এ সব কথা বহুদিন থেকে লোকে জানে, হাজার বার এ কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এগুলো আসল কথা নয়।'

'তা হলে আসল কথাটা কী?' পিগাসভ এখনো চটে আছে। তর্কের সময় প্রথমে সে প্রতিপক্ষকে বিদ্রূপ করে, পরে আগুন হয়ে যায়, শেষকালে মনে মনে চটে গিয়ে চুপ করে থাকে।

রুডিন বলল—'বাস্তবিক, আমি দুঃখবোধ না করে পারি না যখন দেখি যে বিবেচক লোকেরা আক্রমণ করে······'

'নীতিতত্ত্বকে'—পিগাসভ বাধা দিয়ে বলল।

'হ্যাঁ নীতিতত্ত্বকে। এই শব্দটাতে আপনার এত ভয় পাবার কী আছে? প্রত্যেক নীতিতত্ত্ব কতগুলো আদি নিয়মের 'পরে প্রতিষ্ঠিত জীবনের মূল সূত্রের 'পরে······'

'কিন্তু ও সবই অজ্ঞাত, কিছুই এখনো আবিষ্কৃত হয় নি।'

'এক মিনিট। একথা সত্য যে এগুলো গ্রহণ করা সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নয়; ভুল করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু, আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত যে নিউটন এই মূলসূত্রগুলির কিছু অন্তত আবিষ্কার করেছেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাশালী, কিন্তু ধীমানদের আবিষ্কারের মূল্য এই যে সেগুলো সর্বসাধারণের সম্পত্তি হয়ে পড়ে। অগণিত জড়বস্তুর মধ্য থেকে সার্বভৌম সূত্র

আবিষ্কারের প্রচেষ্টা হল মানুষের চিন্তাধারার অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং আমাদের সমগ্র সভ্যতা ......'

'ওঃ, আপনি চলেছেন এইদিকে !'—পিগাসভ প্রায় ভেঙে পড়ল, সুর টেনে টেনে বলল—'আমি মশাই কাজের মানুষ, এসব দার্শনিক কচকচির মধ্যে আমি নেই, আর থাকতেও চাই না।'

'বেশ ভাল কথা। আপনার যেমন অভিরুচি। কিন্তু খেয়াল রাখবেন যে সর্বপ্রকারে কাজের লোক হবার আপনার যে অভিলাষ, এটাই আপনার নীতি, আপনার সূত্র।'

'আপনি সভ্যতার কথা বলছিলেন'—পিগাসভ চট্ করে বলে উঠল —'এ আপনার আরেকটা বিশ্রী ধারণা। আপনার এত বড়াই করা সভ্যতার যথেষ্ট হয়েছে। আপনার এ সভ্যতার মূল্যস্বরূপ একটা কানাকড়িও দিতে আমি রাজি নই।'

'কী বাজে তর্ক করছেন, পিগাসভ'—ডেরিয়া ধমক দিয়ে উঠলেন। এই নবাগতের প্রশান্তভাব ও সুমার্জিত শিক্ষার ঔজ্জ্বল্য দেখে তিনি অত্যন্ত খুসি হয়েছেন। সুপ্রসারিত দৃষ্টিতে রুডিনের পানে চেয়ে তিনি ভাবলেন: আমরা এঁর সঙ্গে সুব্যবহার করব।

কিছুক্ষণ থেমে রুডিন বলল—'সভ্যতার জন্য আমি লড়াই করব না; সভ্যতা আমার সমর্থনের অপেক্ষা রাখে না। যে যার নিজের রুচি অনুসারে চলবে তা আপনি পছন্দ করেন না। তা ছাড়া তাতে আমরা চলে যাবো অনেক দূরে। আমি শুধু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সেই অতি পুরাতন কথাটা: "জুপিটার, তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ, সুতরাং তুমি ভ্রান্ত।" আমি বলতে চাই যে এই নীতি বা সাধারণ সূত্রের ওপরে আক্রমণ অত্যন্ত বেদনাদায়ক, কারণ এদের অস্বীকার করতে গিয়ে আমরা সাধারণভাবে জ্ঞান এবং তার সমস্ত বিজ্ঞান ও বিশ্বাসকে অস্বীকার করি; ফলে আমরা আত্ম-বিশ্বাস ও আত্ম-শক্তি-

কেও অস্বীকার করে বুসি। কিন্তু, এই বিশ্বাস মানুষের পক্ষে অপরিহার্য ; শুধু অনুভূতি সম্বল করে মানুষ বাঁচতে পারে না, ভাবকে ভয় ও অবিশ্বাস করে মানুষ ভুল করে। সংশয়বাদের লক্ষণই হচ্ছে উষরতা ও কাপুরুষতা।'

'এগুলোও শুধু কথার কথা'—পিগাসভ বলল অশ্রুত স্বরে।

'হয়তো তাই। কিন্তু জানবেন যে আমরা যখন বলি 'এগুলো শুধু কথার কথা' তখন শুধু কথার চেয়ে বেশি কিছু বলার প্রয়োজনীয়তাকে আমরা এড়াতে চাই।'

'কী ?'— চোখ টিপে পিগাসভ বলল।

'আমি কী বলতে চাই, তা আপনি বেশ বুঝেছেন'—ইচ্ছাবিরোধী ধৈর্যহীনতা তৎক্ষণাৎ দমন করে রুডিন জবাব দিল—'আবার আমি বলছি যে মানুষের যদি বিশ্বাসযোগ্য কোন দৃঢ় মতবাদ না থাকে, স্থির পদে দাঁড়াবার মতো কোন ভিত্তি না থাকে, তবে কেমন করে সে তার স্বদেশের প্রয়োজন, জাতি ও ভবিষ্যতের সঠিক পরিমাপ করবে ? কেমন করে সে বুঝবে কী তার করা উচিত, যদি…'

'আমি মশাই আপনাকে রেহাই দিচ্ছি'—হঠাৎ পিগাসভ চেঁচিয়ে উঠল, তারপরে নমস্কার করে কারো দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বেরিয়ে গেল।

রুডিন তার দিকে চেয়ে একটু হাসল, বলল না কিছুই।

'আহা, পালিয়ে গেল ?'—ডেরিয়া বললেন—'মিষ্টার রুডিন, কিছু মনে করবেন না—ক্ষমা করবেন'—তারপরে আন্তরিক হেসে বলল—'আপনার পিতৃদত্ত নামটি কী ?'

'নিকোলে।'

'মনে কিছু করবেন না নিকোলে রুডিন, পিগাসভ আমাদের কাউকে প্রতারণা করেনি। সে যে আর তর্ক করতে চায় না তাই সে

আমাদের দেখাল। কিন্তু, আপনি আমাদের আরো কাছে এসে বসুন, কিছু কথাবার্তা বলা যাক।'

রুডিন চেয়ারটা সরিয়ে আনল।

'আচ্ছা, এতদিন আমাদের সাক্ষাৎ হয় নি কেন?'—ডেরিয়া প্রশ্ন করলেন—'খুব অবাক হলাম। আপনি এই বইখানা পড়েছেন?' ফরাসী পত্রিকাখানা তিনি রুডিনের হাতে তুলে দিলেন।

পাতলা বইখানা হাতে নিয়ে রুডিন কয়েক পাতা উল্‌টে দেখল, টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বলল যে সেখানা সে পড়ে নি। আবার আলাপ আলোচনা সুরু হল। প্রথম দিকে রুডিন একটু সঙ্কোচ বোধ করছিল, খোলাখুলি কথা বলবার স্পৃহা তার ছিলনা, ঠিক সময়ে ঠিক কথা মনে আসছিল না, কিন্তু শেষের দিকে সে উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে লাগল। পনের মিনিট পরে ঘরের মধ্যে শুধু তারই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে লাগল—সকলে তাকে ঘিরে বসল।

ইতিমধ্যে পিগাসভ আবার ফিরে এসেছে, চুল্লীর পাশে এক কোণে সে বসে আছে। বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে রুডিন কথা বলছে, আগুনের শিখার মতো সে বলে চলেছে। প্রচুর বিদ্যা, গভীর অধ্যয়নের পরিচয় সে দিল। অসাধারণ ব্যক্তি বলে কেউ অবশ্য তাকে মনে করে নি—তার পোষাক এত মলিন, এত অপরিচিত সে! সকলেই ভাবল, এমন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি হঠাৎ সে দেশে এসে উপস্থিত হবে, এটা যেন বিস্ময়কর, অচিন্ত্যনীয়। এত অবাক লাগে ওকে দেখতে! ডেরিয়া থেকে সুরু করে সকলেই আকৃষ্ট হয়েছে ওর দিকে। এমন একটি লোক আবিষ্কার করেছে বলে ডেরিয়া মনে মনে গর্ব বোধ করছেন, তখন থেকেই স্বপ্ন দেখছেন কেমন করে তিনি রুডিনকে দুনিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। বয়স হওয়া সত্ত্বেও, কারো সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি একটা ধারণা করতে গিয়ে প্রায়ই তিনি

ছেলেমানুষী করে ফেলেন। পাবলোভনা, সত্যি বলতে কী, রুডিনের অনেক কথাই বুঝতে পারে নি, কিন্তু সে বিস্মিত হয়েছে, খুসিও হয়েছে। তার ভাই-ও ওর সুখ্যাতি করছে। কোন্‌স্তানতিন শুধু ডেরিয়াকে লক্ষ্য করছিল, তার মনে জেগেছে ঈর্ষা। এদিকে পিগাসভ ভাবছে যে পাঁচশ রুব্‌ল্‌ দিয়ে একটা বুলবুল ধরে এনে এর চেয়ে অনেক ভাল গাওনা সে গাওয়াতে পারে। বাসিষ্টফের শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেছে; সমস্তক্ষণ সে হাঁ করে চোখ গোল করে কথা গিলছে, যেন জীবনে আর কারো কথা সে শোনে নি। আর, নাতালিয়ার সুডৌল আননে একটা রক্তিম দীপ্তির প্রলেপ, তার নেত্রদ্বয় যুগপৎ নিষ্প্রভ ও উজ্জ্বল, অচঞ্চল দৃষ্টি রুডিনের মুখের 'পরে নিবদ্ধ।

সেয়ারজায নাতালিয়ার কানে কানে বলল—'ওঁর চোখদু'টি কী সুন্দর!'

'হ্যাঁ, সুন্দর।'

'কিন্তু, হাত দু'টো এত বড় আর লাল, এ যেন কেমন কেমন।'

নাতালিয়া এবার নিরুত্তর।

চা এলো। আলোচনা আরো ব্যাপক হয়ে পড়ল; তবু রুডিন যখন মুখ খুলছে, তখন অন্যান্য সকলে যে এক সঙ্গে হঠাৎ চুপ করে যাচ্ছে এটা থেকেই তার প্রভাব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ডেরিয়ার হঠাৎ ইচ্ছা হল পিগাসভকে বিরক্ত করতে; তার কাছে গিয়ে নিম্নস্বরে তিনি বললেন—'বিদ্রূপাত্মক হাসি ছাড়া আর কিছু করবার আপনার নেই? আপনি কথা বলছেন না কেন? চেষ্টা করুন, ওঁকে আবার বাগ্‌যুদ্ধে আহ্বান করুন।'

উত্তরের অপেক্ষা না করে রুডিনকে ডেকে তিনি বললেন—'এঁর সম্বন্ধে আরেকটা কথা আপনি জানেন না।'—পিগাসভের দিকে

ইসারা করে বললেন—'ইনি ভীষণ নারীবিদ্বেষী, সর্বদা মেয়েদের আক্রমণ করেন, দয়া করে আপনি এঁকে নির্ভুল পথটা বাৎলে দিন।'

রুডিন অনিচ্ছুকভাবে পিগাসভের দিকে দৃষ্টি ফিরাল। পিগাসভ তার কাঁধের সমান।

পিগাসভ রাগে জ্বলে উঠল, তার রুক্ষ মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল, কম্পিত স্বরে সে বলল—'মিসেস্ ডেরিয়া ভুল বলছেন, আমি শুধু নারী-বিদ্বেষী নই, সমস্ত মানুষ জাতটাকেই আমি দেখতে পারি না।'

'তাদের সম্বন্ধে এত হীন ধারণা আপনার হল কিসে?'—রুডিন প্রশ্ন করল।

তার মুখের 'পরে স্থির দৃষ্টি ন্যস্ত করে সে বলল—'আমার মনের বিচারে মানুষের মধ্যে আমি প্রতিদিন নতুন নতুন হীনতা দেখতে পাই। আমি নিজকে দিয়ে অন্যকে বিচার করি। এ-ও হয়তো ভুল, আমিই হয়তো সকলের চেয়ে অধম, কিন্তু আমি কী করব, এটা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।'

'আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি, আপনাকে সহানুভূতি জানাচ্ছি' —রুডিন উত্তর দিল—'আত্ম অবমাননার উৎকণ্ঠা কোন্ মহাত্মার নেই? কিন্তু যে অবস্থা থেকে মুক্তির কোন পথ নেই, সে অবস্থাকে আগলে কেউ তো বসে থাকতে পারে না।'

'আমার আত্মার মহত্ত্বের জন্য যে প্রশংসা-পত্র দিলেন, সেজন্য আপনার কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী। আমার অবস্থা? এর মধ্যে ভুল-চুক কিছু নেই, আর এর থেকে বাইরে যাবার পথ যদি থাকে, সে পথ হয়তো যাবে শয়তানীর দিকে; ও দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন আমার নেই।'

'কিন্তু ক্ষমা করবেন, এর অর্থ হচ্ছে সত্যের মধ্যে বেঁচে থাকার

ইচ্ছাকে ত্যাগ করে নিজের আত্মাভিমান পরিপূরণের ইচ্ছাকে বেছে নেওয়া।'

'নিশ্চয়ই'—পিগাসভ চেঁচিয়ে উঠল—'আত্ম-শ্লাঘা? এ আমি বুঝি, আশা করি আপনিও বোঝেন এবং সকলেই বোঝে। কিন্তু সত্য? সত্য কী? এই সত্য কোথায়?'

'আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, আপনি এক কথার পুনরাবৃত্তি করছেন' —ডেরিয়া বললেন।

কাঁধ কুঁচকে পিগাসভ বলল—'যদি করি, ক্ষতি কী? আমি জিজ্ঞাসা করছি, সত্য কোথায়? দার্শনিকেরা পর্যন্ত এর স্বরূপ জানে না। কান্ট্ একে বলেন এক জিনিষ, আবার হেগেল বলেন: না,না, ভুল বলছ, এটা অন্য জিনিষ।'

'আপনি জানেন হেগেল একে কী বলেন?'—অপরিবর্তিত স্বরে বলল রুডিন।

'আবার আমি বলছি'—উত্তেজিত হয়ে পিগাসভ বলল—'সত্য কী তা আমি বুঝি না। আমার মতে জগতে সত্য বলে কোন পদার্থ নেই, অর্থাৎ শব্দটা আছে কিন্তু বস্তুটা নেই।'

'ছি ছি'—ডেরিয়া চেঁচিয়ে উঠলেন—'আশ্চর্য! এ কথা বলতে আপনার লজ্জা হল না? সত্য-ই নেই? তা হলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকব কী নিয়ে?'

ক্রুদ্ধস্বরে পিগাসভ বলল—'আমি এতদূর ভাবতে পারি, মিসেস্ ডেরিয়া, যে আপনার যে পাচক এত মিঠে ঝোল রাঁধে, তাকে ছেড়ে বাঁচার চেয়ে সত্যকে ছেড়ে বেঁচে থাকা ঢের সহজ। তা ছাড়া, সত্য দিয়ে করবেন কী? সত্য দিয়ে তো আপনি কেশ-আবরণী সাজাতে পারেন না।'

'তামাসা আর তর্ক এক নয়'—ভেরিয়া বললেন—'বিশেষতঃ আপনি যখন নিছক ব্যক্তিগত সমালোচনায় নেমে এলেন।'

'দেখুন সত্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আমার নেই, কিন্তু আমি দেখছি যে ঐ সম্বন্ধে শুধু বক্ বক্ করলেই এর জবাব পাওয়া যায় না।'

নিদারুণ রাগের জ্বালায় পিগাসভ আবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

এর পরে রুডিন বলতে আরম্ভ করল আত্মাভিমান সম্বন্ধে: বলল সুন্দর। সে দেখাল যে আত্মাভিমান যার নেই সে এক অপদার্থ জীব। আত্ম-দম্ভের দণ্ডযন্ত্রের সাহায্যে দুনিয়াকে আমূল উৎপাটিত করা যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও ঠিক যে যিনি আত্ম-অহংকার সংযত করতে পারেন, ঘোড়-সওয়ারের ঘোড়া সংযত করার মতো, যিনি জনসাধারণের কল্যাণের জন্য নিজের ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, তিনিই মানুষ নামের যোগ্য।

পরিশেষে বলল—'আত্মানুরাগ আত্মহত্যার নামান্তর। আত্মানুরাগী অনুর্বর বৃক্ষের মতো সকলের অলক্ষ্যে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। কিন্তু, আত্মাভিমান, উচ্চাভিলাষ—পরিপূর্ণতার পরবর্তী সক্রিয় প্রচেষ্টার মত —সকল মহত্ত্বের উৎস। হ্যাঁ, আত্মবিকাশের অধিকার দেবার জন্য মানুষকে তার ব্যক্তিত্বের অনমনীয় আত্মাভিমান নির্মূল করে দিতে হবে।'

কখন যে পিগাসভ ফিরে এসেছে কেউ তা লক্ষ্য করে নি। হঠাৎ সে বলল বাসিস্টফ্‌কে উদ্দেশ্য করে—'একটা পেনসিল্‌ দিতে পারেন?'

বাসিস্টক কথাটা তখনি বুঝতে পারল না, জিজ্ঞাসা করল—'পেনসিল্‌ দিয়ে কী হবে?'

'মিষ্টার রুডিনের শেষ কথাটা টুকে নিতে চাই। কথাটা লিখে না নিলে, ভয় হয়, ভুলে যেতে পারি হয়তো। কিন্তু এ কথা স্বীকার্য যে এ ধরণের কথাগুলো ঠিক যেন তুরুপের তাস।'

বাসিলস্টফ গরম হয়ে বলল—'দেখুন, মিষ্টার পিগাসভ, এমন অনেক ব্যাপার আছে যাকে উপহাস করা বা যা নিয়ে তামাসা করা লজ্জাকর।'

ইতিমধ্যে রুডিন চলে গেছে নাতালিয়ার কাছে; নাতালিয়া উঠে দাঁড়াল, তার মুখে একটা বিহ্বলতার ভাব প্রকট হয়ে উঠল। পাশে উপবিষ্ট সেয়ারজায়ও উঠে দাঁড়াল। ভ্রাম্যমান রাজনন্দনের মতো প্রশান্ত সৌজন্যের সঙ্গে রুডিন বলল—'একটা পিয়ানো দেখছি যে, তুমি এটা বাজাও—না?'

'হ্যাঁ, বাজাই'—নাতালিয়া বলল—'কিন্তু খুব ভালো নয়। কোন্‌স্তান্তিন আমার চেয়ে অনেক ভালো বাজান।'

মূর্খের মতো একটা গর্বিত হাসি হেসে কোন্‌স্তান্তিন সামনে এসে দাঁড়াল, বলল—'তোমার এ রকম বলা উচিত নয়, নাতালিয়া, তুমি আমার চেয়ে একটুও খারাপ বাজাও না।'

'বসে যাও কোন্‌স্তান্তিন'—ডেরিয়া বললেন—'আপনি কি সঙ্গীত-প্রিয়?'

মাথাটা একটু হেলিয়ে রুডিন চুলে হাত বুলাতে লাগল শুনবার ভঙ্গীতে। কোন্‌স্তান্তিন বাজাতে সুরু করল। নাতালিয়া এসে দাঁড়াল পিয়ানোর পাশে, রুডিনের সামনা-সামনি। বাজানর প্রথম ঝঙ্কারে রুডিনের মুখ বিকৃত হল, তার কৃষ্ণ-নীল চোখ দু'টি ধীরে ধীরে চার দিকে ঘুরতে লাগল, মাঝে মাঝে নাতালিয়ার দিকে থেমে। অবশেষে বাজনা শেষ হল।

রুডিন নিঃশব্দে চলে গেল বাতায়নের দিকে। পেলব শবাচ্ছাদনীর মতো সুবাসিত কুয়াসা পড়ে আছে বাগানে, একটা আবেশময় সৌরভ বনের দিক থেকে মৃদুমন্দ বায়ে ভেসে আসছে। গগনে নক্ষত্ররাজি থেকে স্বচ্ছোজ্জ্বল দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। গ্রীষ্মের স্নিগ্ধ নিশীথিনী, চতুর্দিক প্রশান্ত গম্ভীর। অন্ধকার বাগানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রুডিন

তাকাল ঘরের চারদিকে, বলল—'এই সঙ্গীত আর এমন রাত্রি জার্মানীতে আমার ছাত্র-জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—মনে পড়ছে আমাদের সম্মেলন, আমাদের নৈশ-সঙ্গীত।'

'আপনি তবে জার্মানীতে ছিলেন?'—ডেরিয়া বললেন।

'বছর খানেক ছিলাম হিডেলবার্গে, প্রায় বছর খানেক বার্লিনে।'

'সেখানে আপনি ছাত্রদের পোষাক পরতেন? তারা নাকি একটা বিশেষ রকমের পোষাক পরে?'

'হিডেলবার্গে পরতাম কাঁটাওলা জুতো, গায়ে দিতাম সৈন্যদের মতো বোনা জামা, আর রাখতাম কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল। বার্লিনের ছাত্রেরা অন্য সকলের মতোই পোষাক পরে।'

'আপনার ছাত্র-জীবনের কথা কিছু বলুন'—পাবলোভ্‌না এই প্রথম কথা বলল।

রুডিন সম্মত হল। বর্ণনা তেমন জমল না, তাতে ছিল সৌন্দর্যের অভাব। হাস্যরস তার আসে না; কিন্তু বিদেশের কাহিনী বলতে বলতে তার ব্যাখ্যান পরিব্যাপ্ত হল গুরু বিষয়ান্তরে—শিক্ষা ও বিজ্ঞানের বিশেষ মূল্য, বিশ্ববিদ্যালয় ও সেখানকার জীবন, ইত্যাদি। বিস্ময়কর বিস্তৃত রেখাবলীর সাহায্যে একটা সুসম্পূর্ণ বিশাল চিত্র অঙ্কন করল সে। গভীর মনোনিবেশে সকলে তার কথা শুনছে। তার বিন্যাস-ভঙ্গী সুনিপুণ; চিত্তাকর্ষক, খুব স্বচ্ছ নয়, কিন্তু এই অস্বচ্ছতা-ই যেন তার কথার মধ্যে একটা বিশেষ মাধুর্যের সৃষ্টি করেছে।

উচ্ছ্বাসের উদ্বেলতায় সুস্থির ও সঠিক ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে রুডিন বাধা পাচ্ছে। চিত্রের পর চিত্র, একটা উপমা, কখনো চকিতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, কখনো বা একটা অসাধারণ রূপ ধারণ করছে। এটা অভ্যস্ত বক্তার পরিতৃপ্ত প্রয়াস নয়। সদ্য-সৃষ্ট রচনার অসহিষ্ণুতার মধ্যে অনুভূত প্রেরণার বায়ু-প্রবাহ। শব্দ তাকে খুঁজে বেড়া'তে

হচ্ছে না, শব্দ-সম্ভার তার মুখ থেকে নির্গত হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহে, প্রতিটি বাণীর উৎস যেন অন্তরলোকে: প্রতিটি বাণী বিশ্বাসের বহ্নিতে দীপ্যমানা। একটা পরম রহস্যে রুডিনের নৈপুণ্য অসাধারণ—সে রহস্য হল কথা বলার সুর-সঙ্গতি। সে জানে কেমন করে হৃদয়ের একটি তন্ত্রীতে আঘাত দিয়ে অন্যগুলিকে আন্দোলিত ও প্রতিধ্বনিত করা যায়। হয়তো অনেক শ্রোতাই তার বক্তব্য বিষয় সম্যকভাবে অনুধাবন করতে পারে নি, কিন্তু তাদের বক্ষ স্ফীত হচ্ছে, যেন চোখের সম্মুখ থেকে একটা আবরণ অপসৃত হচ্ছে, এবং দূরে যেন প্রদীপ্ত মহিমান্বিত কী এক আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

রুডিনের যাবতীয় চিন্তা রূপায়িত হচ্ছে ভবিষ্যৎকে কেন্দ্র করে, তাতে সে পেয়েছে যৌবনের উদ্ধত বেগ। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কারো প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দিয়ে সে বাক্যজাল রচনা করে চলেছে; সকলের সহানুভূতি ও মনোনিবেশ, যুবতী নারীর উপস্থিতি, নিশীথরাত্রির রহস্য-ঘন মাধুর্য—এ সবের প্রেরণায় এবং স্বকীয় আবেগ উচ্ছ্বাসের স্রোতে সে পৌছাল উচ্ছল বাগ্মিতা ও অনুপম কবিত্বের উচ্চ শিখরে। তার গভীর কোমল কণ্ঠস্বর চতুর্দিকে মোহজাল বিস্তার করল। মনে হয় যেন কোন্ এক অতীন্দ্রিয় অপার্থিব শক্তি তার রসনায় বাণী যোগাচ্ছে—নিজের কাছেই যেন বিস্ময়কর! মানব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বকে অমর মূল্য দেওয়া যায় কেমন করে—এই হল রুডিনের বক্তব্য বিষয়। পরিশেষে সে বলল—

'স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার একটা গল্প মনে পড়ছে। এক রাজা বসে ছিলেন একটা দীর্ঘায়তন অন্ধকার শস্যশালায়, আগুনের ধারে, যোদ্ধাদের সাথে। শীতের রাত্রি। হঠাৎ ছোট্ট একটি পাখী একটা খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। রাজা বললেন—"পাখীটা হল পৃথিবীতে মানুষের মতো; আঁধার থেকে উড়ে

এল, আবার আঁধারেই চলে গেল। বেশিক্ষণ উষ্ণতা ও আলোকের আরাম পেল না।" এক বৃদ্ধ যোদ্ধা বললেন—"কিন্তু, রাজন্, এই অন্ধকারের মধ্যেই সে হারিয়ে যাবে না, অন্ধকারেই সে তার বাসা খুঁজে পাবে।" সে রকম মানুষের জীবনও ক্ষণস্থায়ী ও কর্মহীন; কিন্তু সমস্ত মহৎ কাজ অনুষ্ঠিত হয় এই মানুষের দ্বারাই। এ সকল অতীন্দ্রিয় শক্তির সাধন-বস্তু হবার চেতনা মানুষের অন্যান্য আনন্দের চেয়ে অধিক মূল্যবান হওয়া উচিত। মৃত্যুর মধ্যেও মানুষ পায় তার জীবন, খুঁজে পায় তার আবাস।'

রুডিন থামল—একটা অনিচ্ছাকৃত বিব্রত-বোধের হাসি হেসে সে দৃষ্টি নত করল। সকলের মনে হল যেন কবিতায় ছেদ পড়ল—শুধু পিগাসভ ছাড়া। রুডিনের সুদীর্ঘ বক্তৃতা সমাপ্ত না হতেই নীরবে সে তার টুপি তুলে নিল এবং যাবার সময় দ্বারে দণ্ডায়মান কোন্‌স্তানতিনকে বলল অনুচ্চস্বরে—'নাঃ, এর চেয়ে মূর্খদেরও ভাল লাগে।'

তাকে অবশ্য কেউ বাধা দিল না, এমন কি তার অনুপস্থিতিও কেউ লক্ষ্য করল না।

ভৃত্যগণ সান্ধ্য-আহার নিয়ে এল। আধ ঘণ্টা পরে সকলে বিদায় নিয়ে চলে গেল। ডেরিয়া রুডিনকে অনুরোধ করলেন রাতটুকু সেখানেই কাটাতে।

দাদার সঙ্গে গাড়ীতে যেতে যেতে পাবলোভনা অনেকবার রুডিনের অপূর্ব বুদ্ধি-প্রাচুর্যের উল্লেখ করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল। সেয়ারজায় বোনের সঙ্গে এক মত, যদিও সে মন্তব্য করল যে রুডিনের কথাগুলি মাঝে মাঝে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, অর্থাৎ তার ভাবধারা স্পষ্টতর করবার প্রচেষ্টার ফলেই সম্পূর্ণ বোধগম্য হচ্ছিল না। কিন্তু সেয়ারজায়ের মুখমণ্ডল মলিন, দৃষ্টি তার গাড়ীর এক কোণে স্থিরবদ্ধ, চোখদু'টি যেন অস্বাভাবিক বিষণ্ণ।

কোন্‌স্তানতিন শয্যাগ্রহণের প্রাক্কালে সূক্ষ্ম কারুকার্য-শোভিত বন্ধন-বাস খুলতে খুলতে চেঁচিয়ে বলে উঠল—'ভারি চালাক লোক!' তারপর হঠাৎ তীব্র দৃষ্টিতে ভৃত্যের দিকে চেয়ে তাকে বাইরে যেতে হুকুম দিল। বাসিস্টফ সারারাত বিন্দুমাত্র ঘুমোতে পারল না, কাপড়-চোপড় ছাড়ল না। সকাল পর্যন্ত মস্কোর এক বন্ধুকে লিখল সুদীর্ঘ এক চিঠি। আর নাতালিয়া! যদিও সে কাপড় বদলে শয্যা গ্রহণ করেছে, তবু এক মুহূর্তের তরেও সে ঘুমায় নি, বা চোখ বোজে নি। হাতের 'পরে মাথা রেখে, অন্ধকারের দিকে অবিচল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে; তার শিরা-উপশিরা অস্থিরভাবে স্পন্দিত হচ্ছে, বুক তার ক্ষণে ক্ষণে গভীর নিশ্বাসে উদ্বেলিত হচ্ছে।

—চার—

পরদিন প্রভাত: রুডিন সবেমাত্র বেশ-পরিবর্তন শেষ করেছে। এমন সময় এক ভৃত্য এসে জানাল যে ডেরিয়া তাকে তাঁর নিজস্ব নিভৃত কক্ষে চা পান করতে ডেকেছেন। ডেরিয়া বসে ছিলেন একা, গভীর আন্তরিকতায় রুডিনকে সম্বর্ধনা করে প্রশ্ন করলেন রাত্রে তার সুনিদ্রা হয়েছে কিনা; স্বহস্তে এক কাপ চা ঢেলে দিয়ে ঠিক মত মিষ্টি হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করলেন, একটা সিগারেট এগিয়ে দিলেন এবং আরো দু'বার জানালেন যে রুডিনের সঙ্গে ইতিপূর্বে পরিচয় না হওয়াতে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। রুডিন কিছু দূরে আসন গ্রহণ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ডেরিয়া তাঁর সোফার পাশে একটা আরাম-কেদারায় বসতে ইঙ্গিত করলেন এবং তার দিকে একটু ঝুঁকে তার পরিবারবর্গ, তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও তার আশা আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। ডেরিয়া কথা বলছেন নির্বিকারভাবে এবং শুনছেন উদাসীনভাবে; কিন্তু রুডিন স্পষ্ট বুঝতে পারল যে তিনি শুধু তাকে খুসি করবার জন্য, তাকে তোষামোদ করবার জন্যই এ রকম ব্যবহার করছেন।

আজ প্রভাতের এই অভ্যর্থনা, এই অনাড়ম্বর অথচ রুচিকর দেহ-সজ্জা এ শুধু অকারণে নয়। ডেরিয়ার প্রশ্নের পালা শেষ হল। এবার আরম্ভ হল তাঁর নিজের ইতিহাস, তাঁর যৌবন-দিনের কাহিনী এবং তাঁর পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কথা। রুডিন তার কষ্টকল্পিত কাহিনীর প্রতি সহানুভূতিসূচক মনোযোগ দিতে চেষ্টা করছিল। মজা এই যে, যে-কোন লোকের কথা তিনি বলছেন, প্রত্যেকেই কিন্তু সঙ্গে

সঙ্গেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, বিলীন হয়ে যাচ্ছে মনের গহনে—সামনে শুধু দাঁড়িয়ে আছে ডেরিয়া স্বয়ং, একাকিনী ডেরিয়া। কোন্ বিশিষ্ট রাষ্ট্রনেতাকে তিনি কবে কী বলেছিলেন, কোন্ কোন্ প্রখ্যাত কবির 'পরে তিনি কী রকম প্রভাব বিস্তার করেছিলেন—এসব কথার প্রতিটি খুঁটিনাটি ক্লডিনের কাছে আর অবিদিত রইল না। ডেরিয়ার কাহিনী শুনে মনে হল যে পঁচিশ বছর আগে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ শুধু কেমন করে শ্রীমতী ডেরিয়ার সঙ্গে পরিচিত হবেন, কেমন করে ডেরিয়ার মনে নিজের সম্বন্ধে অনুকূল অভিমত সৃষ্টি করতে পারেন, এ ছাড়া অন্য কোন স্বপ্নই তাঁরা দেখতেন না। এঁদের কথা তিনি বললেন অতি সহজভাবে, অত্যধিক উৎসাহ বা প্রশংসার আভাস না দিয়ে, যেন তাঁরা ছিলেন ডেরিয়ার প্রতিদিনের সাথী : কাউকে আবার তিনি অদ্ভুত চরিত্রের লোক বলে অভিহিত করলেন। এ যেন একটা উপেক্ষিত প্রস্তরের চতুর্দিকে মণি-মাণিক্যের অতুল সমারোহ—একটি মাত্র প্রধানার চার পাশে তাদের নামগুলি সৌরমণ্ডলের মতো সুশোভিত—এবং সেই মক্ষিরাণী হলেন শ্রীমতী ডেরিয়া মিহেইলোভ্না।

ক্লডিন ধূমপান করতে করতে শুনে গেল, কিছুই বলল না। সে নিজে বলে ভালো, বলতেও ভালবাসে; আলাপ চালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে চলে না, যদিও শ্রোতা হিসেবে সে একেবারে অচল নয়। অবশ্য সে যদি দমিয়ে না দেয়, তবে তার সামনে গভীর বিশ্বাসে মনের অর্গল খুলতে কেউ দ্বিধা করে না। এত উৎসাহ ও সহানুভূতি নিয়ে অন্যের বর্ণনার ধারা সে অনুসরণ করে! সৎ স্বভাবের তার অভাব নেই—এ সৎ স্বভাব হল সে জাতীয় লোকের যারা অন্য সবার চেয়ে আপনাকে উচ্চতর বলে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। তর্কের সময় সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে

সব কথা গুছিয়ে বুঝিয়ে বলার সুযোগ দেয় না, আবেগ-উদ্বেল তর্কের উত্তাল বন্যাস্রোতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

ডেরিয়া তাঁর আত্মকাহিনী বিবৃত করলেন রুশীয় ভাষায়। মাতৃভাষায় দখল আছে মনে করে তিনি গর্বিতা, যদিও দু'একটা ফরাসী শব্দ অতর্কিতে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ইচ্ছে করেই তিনি সহজ সরল চলতি ভাষা ব্যবহার করলেন, কিন্তু আগাগোড়া সফল হলেন না। অবশ্য ভাষার এই অদ্ভুত সংমিশ্রণ রুডিনের পক্ষে বিশেষ শ্রুতিকটু হল না। আসল কথা, সব কথায় সে কানই দেয় নি।

অবশেষে ডেরিয়া ক্লান্ত হয়ে পড়লেন; আরাম-কেদারার গদিতে মাথা হেলান দিয়ে, রুডিনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি নীরব হলেন।

ধীর স্বরে রুডিন বলল—'এখন বুঝতে পারছি কেন আপনি প্রতি গ্রীষ্মে গ্রামে বেড়াতে আসেন। এই বিশ্রাম আপনার পক্ষে অপরিহার্য; রাজধানীর কর্মক্লান্ত দৈনন্দিন জীবনের পরে গ্রামের এই নিবিড় শান্তি থেকে আপনি সজীবতা ও নূতন প্রাণশক্তি আহরণ করেন। আমার বিশ্বাস প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে আপনার অনুভূতি অসীম।'

ডেরিয়া রুডিনের দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।—'প্রকৃতি?……হ্যাঁ…হ্যাঁ, নিশ্চয়ই…প্রকৃতি আমার পরম প্রিয়। কিন্তু, রুডিন, আপনি জানেন কি যে গ্রামেও কিন্তু আমরা সমাজ ছাড়া থাকতে পারি না? এখানে বাস্তবিক সে সব কিছু নেই; জানেন, পিগাসভই এখানে সব চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান।'

'ওই খিটখিটে বৃদ্ধ ভদ্রলোক যিনি কাল রাতে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ, এ গাঁয়ে তার কিছু দাম আছে, অন্তত তিনি মাঝে মাঝে বেশ হাসাতে পারেন।'

'তিনি মূর্খ নন মোটেই, কিন্তু চলেছেন ভুল পথে। জানি না,

আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন কি না, কিন্তু সব কিছুই অস্বীকার করার মধ্যে, শুধু নেতিবাদে কখনো মুক্তি নেই। সব কিছু নির্বিচারে অস্বীকার করলেই অনায়াসে শক্তিশালী ব্যক্তি বলে বরণীয় হওয়া যায়, এটা একটা অতি পরিচিত চাতুরী। আপনি আপনার অস্বীকৃত বস্তুর চেয়ে বেশি মূল্যবান, সরলপ্রাণ-মানুষ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু প্রায়ই এটা ভ্রমাত্মক হয়ে পড়ে। প্রথমত, আপনি সব জিনিষের মধ্যেই কিছু না কিছু খুঁৎ ধরতে পারেন; দ্বিতীয়ত, আপনি যা বলছেন তা সত্যি হলেও আপনার পক্ষে সেটা আরো খারাপ; নিছক অস্বীকৃতির দ্বারা পরিচালিত আপনার বুদ্ধিবৃত্তি নিষ্প্রাণ, বিশুষ্ক হয়ে পড়ে। নিজের অহংকারে সাড়া দিতে গিয়ে আপনি চিন্তার সান্ত্বনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। জীবন, জীবনের সত্তা আপনার ক্ষুদ্র বিকৃত সমালোচনা পরিহার করে চলে; অন্যকে তিরস্কার করে আর নিজকে অপদস্থ করেই জীবনের ইতি হয়। অন্যের নিন্দা করার এবং দোষ দেখিয়ে দেবার অধিকার আছে তারই যে পারে ভালোবাসতে।'

'মানুষের সংজ্ঞা দেবার শক্তি আপনার কী অদ্ভুত! পিগাসভ কিন্তু কিছুতেই আপনাকে বুঝতে পারত না। নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছাড়া আর কিছুই সে ভালোবাসে না।'

'এবং তারই তিনি দোষ ধরেন যার থেকে অন্যের দোষ ধরে বেড়াবার অধিকার তিনি পেতে পারেন'—রুডিন যোগ করল।

ডেরিয়া হেসে উঠলেন।

'কথা আছে না—রুগীর সাহায্যে সুস্থ লোকের বিচার করা।... আচ্ছা, ব্যারন সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী রকম?'

'ব্যারন? ওঃ, চমৎকার লোক। সুন্দর হৃদয়টি, প্রগাঢ় জ্ঞান... কিন্তু চরিত্রবল নেই তাঁর......সারা জীবন তিনি থাকবেন অর্ধেক"

মহাপুরুষ, অর্ধেক সাধারণ মানুষ, অর্থাৎ সৌখীন শিল্পানুরাগী··· মানে এটাও নয়, ওটাও নয়······ভারি দুঃখের কথা।'

'আমার ধারণাও তাই। তাঁর লেখা আমি পড়েছি·········'

কিছুক্ষণ থেমে রুডিন জিজ্ঞাসা করল—'এ গ্রামে আর কে কে আছেন?'

'বিশেষ কেউ নেই। আলেকজান্দ্রা পাবলোভনা, যাকে কাল দেখলেন—ভারি মিষ্টি মেয়ে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। ওর দাদাও চমৎকার। প্রিন্স গ্যারিনকে তো চেনেন। ব্যস্ এই। আর দু'তিন ঘর প্রতিবেশী আছে, তারা কোন কম্মের নয়। তারা হয় চালবাজ, কিংবা অসামাজিক, নয়তো অত্যন্ত অশোভনভাবে স্বাধীন ও সহজ। মেয়েদের মধ্যে আমি কিছুই পাই না। প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন নাকি আছেন যিনি সুমার্জিত, সুশিক্ষিত কিন্তু ভারি অদ্ভুত, খামখেয়ালী। পাবলোভনা তাকে চেনে এবং মনে হয় তার প্রতি সে উদাসীন নয়। পাবলোভনার সঙ্গে আপনার আলাপ করা উচিত—খুব মিষ্টি মেয়েটি; ওর মনের সমৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন।'

'ওঁকে বেশ লেগেছিল আমার'—রুডিন বলল।

'একেবারে ছেলেমানুষ, একদম খুকী। ওর বিয়ে হয়েছিল······ আমি পুরুষ হলে ওরকম মেয়ের প্রেমে পড়ে যেতাম।'

'সত্যি?'

'নিশ্চয়ই। এ ধরণের মেয়েরা অন্তত বেশ সরস, এরা সরসতার ভাণ করতে পারে না।'

'অন্য সব ভাণ করতে পারে,—না?' বলেই রুডিন হেসে উঠল। হাসি তার পক্ষে খুবই বিরল, হাসলে ওর মুখখানা অদ্ভুত দেখায়, অনেকটা বুড়োদের মতো, চোখ দু'টো ভিতরে চলে যায়, নাক যায় কুঁচকে।

'এই অদ্ভুত ভদ্রলোকটি কে, যার সম্বন্ধে আপনি বললেন পাবলোভ্‌না অমনোযোগী নয় ?'

'নাম তার মিহেলো মিহেলিস্‌ লেজনিয়ভ—স্থানীয় এক জমিদার।'

রুডিনকে বিস্মিত মনে হল; মাথা তুলে বলল—'লেজনিয়ভ-মিহেলো মিহেলিস্‌ ? তিনি কি আপনার প্রতিবেশী ?'

'হ্যাঁ, আপনি চেনেন নাকি তাঁকে ?'

রুডিন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর চেয়ারের ঝালরখানা তুলে নিয়ে বলল—'অনেকদিন আগে তাকে চিনতাম, পয়সা-ওয়ালা লোক বলে মনে হয়।'

'হ্যাঁ, পয়সা আছে তার, যদিও সে পোষাক পরে অদ্ভুত, আর একটি চার-চাকার গাড়ী চড়ে বেড়ায় গোমস্তার মত। এ বাড়ীতে তাকে আনবার জন্যে আমি বড়ই উৎসুক। বুদ্ধিমান বলে সে পরিচিত। তার সঙ্গে আজ আমার কিছু কাজও আছে—জানেন, আমার সম্পত্তি আমি নিজেই দেখাশোনা করি।'

ঘাড় নেড়ে রুডিন জানাল—সে তা জানে।

'হ্যাঁ, আমি নিজেই সব তদারক করি। যা আমাদের নিজস্ব, যা একান্তই রুশীয়, তা ছাড়া অন্য কোন বিজাতীয় খেয়ালকে আমি পাত্তা দি'না। আর দেখতেই পাচ্ছেন, এমন কিছু খারাপও হচ্ছে না।'

'যারা মেয়েদের কার্যকরী বুদ্ধিবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করতে নারাজ তাদের এই সম্পূর্ণ ভুল ধারণা সম্বন্ধে আমি সর্বদাই সচেতন।'

ডেরিয়া হেসে উঠলেন; সুমার্জিত ভঙ্গীমায়। মন্তব্য করলেন—'আমাদের প্রতি আপনি দেখছি অতি সদয়। কিন্তু আমি যেন কী বলছিলাম ? আমরা কী আলোচনা করছিলাম ? ও, হ্যাঁ, লেজনিয়ভ। জমির সীমানা নিয়ে তাঁর সঙ্গে একটা কাজ আছে আমার। বহুবার

তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছি, আজও তাঁর আগমন আশা করছি; কিন্তু, আসবেন কিনা জানি না, এমন অদ্ভুত লোক।'

দরজার পরদা আস্তে একটু সরিয়ে নায়েব মশাই প্রবেশ করলেন—দীর্ঘ দেহ, টেকো মাথায় দু'একটা সাদা চুল; গায়ে কালো কোট, সাদা গলাবন্ধ এবং সাদা ওয়েস্টকোট।

'ব্যাপার কী?'—ডেরিয়া জিজ্ঞাসা করলেন।

'মিষ্টার লেজনিয়ভ এসেছেন। আপনি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন?'

'হা ঈশ্বর!'—ডেরিয়া বলে উঠলেন—'এঁ্যা, বলতে না বলতেই? তাঁকে ওপরে নিয়ে এস।'

নায়েব চলে গেল।

'ভদ্রলোক এমন বিশ্রী! এলেন তো এলেন অসময়ে, আমাদের কথাবার্তায় বাধা দিয়ে।'

রুডিন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই বাধা দিয়ে তিনি বললেন—'কোথায় যাচ্ছেন? আপনার সামনেই আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারি। তা ছাড়া, আমার ইচ্ছা পিগাসভকে আপনি যে রকম বিশ্লেষণ করেছেন এঁকেও সে রকম বিশ্লেষণ করুন। দয়া করে বসুন।'

রুডিন প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ক্ষণমাত্র চিন্তা করে আবার বসে পড়ল।

লেজনিয়ভ ঘরে প্রবেশ করল। পাঠক একে আগেই চেনেন। গায়ে সেই ধূসর ওভারকোট, রোদে-পোড়া হাতে সেই টুপিটাও রয়েছে। সৌম্যভাবে ডেরিয়াকে নমস্কার করে চায়ের টেবিলের কাছে সে এগিয়ে এল।

'অবশেষে আপনি অনুগ্রহ করে এলেন, মঁসিয়ে লেজনিয়ভ'—ডেরিয়া বললেন—'দয়া করে বসুন।' রুডিনের দিকে সঙ্কেত করে

বললেন—'শুনলাম, আপনারা দু'জনে ইতিপূর্বেই পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত।'

রুডিনের পানে তাকিয়ে কেমন যেন অদ্ভুতভাবে লেজনিয়ভ একটু হাসল, পরে নতমুখে বলল—'রুডিনকে আমি চিনি।'

'আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সাথে ছিলাম'—দৃষ্টি নত করে মৃদুস্বরে রুডিন বলল।

'এবং তারপরেও আমাদের দেখা হয়েছে'—শান্তভাবে বলল লেজনিয়ভ।

ডেরিয়া বিমূঢ় দৃষ্টিতে দু'জনের দিকে চেয়ে লেজনিয়ভকে পুনরায় বসতে অনুরোধ করল। লেজনিয়ভ বসল।

'সীমানা সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে আপনি আমায় ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ, সীমানা সম্বন্ধেই। কিন্তু যেমন করেই হোক আপনাকে দেখবার আমার একটা প্রবল বাসনা ছিল। আমরা নিকট প্রতিবেশী, প্রায় আত্মীয়ের মতন।'

'অত্যন্ত অনুগৃহীত হলাম। দেখুন, সীমানার বিষয়ে আপনার নায়েবের কথা অনুযায়ী সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর সমস্ত প্রস্তাবেই আমি রাজী।'

'তা আমি জানি।'

'কিন্তু তিনি বললেন যে আপনার সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ না হলে চুক্তিপত্র সই করা যাবে না।'

'হ্যাঁ, আমার তাই নিয়ম। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? মনে হয় আপনার সব প্রজারাই নিয়মিত খাজনা দেয়।'

'হ্যাঁ, দেয়।'

'আর, আপনি কিনা সীমানা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন? সত্যি, এ খুবই প্রশংসনীয়।'

লেজনিয়ভ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। অবশেষে বলল—'যাক, তাই আমি মুখোমুখি দেখা করতে এসেছি।'

ডেরিয়া হাসলেন।

'দেখছি আপনি এসেছেন। এমনভাবে আপনি বললেন! ...... এখানে আসতে আপনার যেন বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই।'

'আমি কোথাও যাই না'—গভীবভাবে উদাসীন হয়ে সে বলল।

'কোথাও না? কিন্তু...পাবলোভনাকে তো আপনি দেখতে যান।'

'তাঁর দাদা আমার বহুদিনেব বন্ধু।'

'তাঁর দাদা? যাই হোক, আমি কাউকে জোর করতে চাই না। কিন্তু, ক্ষমা করবেন, মিষ্টাব লেজনিযভ, আপনাব চেয়ে আমি বয়সে বড়, কাজেই আপনাকে আমি পবামর্শ দিতে পারি। আপনি এ রকম অসামাজিক জীবন যাপন করে কী সুখ পান? না কি শুধু আমার বাড়ীটাই আপনার পছন্দ হয না? আপনি কি আমাকে অপছন্দ করেন?'

'আপনাকে আমি জানি না, কাজেই অপছন্দ কবাব কথা ওঠে না। আপনার এই প্রাসাদ সত্যিই অতুলনীয়। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি লৌকিকতা আমাব পোষায় না। আমার বেশভূষা ঠিক ভদ্রোচিত নয়, আমার হাতে একটা দস্তানা পর্যন্ত নেই, এবং আমি আপনাদের দলভুক্ত নই।'

'কুলশীল ও শিক্ষায় আপনি আমাদেব গোষ্ঠিভুক্ত, মিষ্টার লেজনিয়ভ।'

'কুলশীল, শিক্ষা—এ সব অবশ্যি ভাল কথা, কিন্তু এগুলোই তো শুধু সত্য নয়।'

'প্রত্যেক লোকের বাস করা উচিত নিজের সমাজের মধ্যে। ডিওজিনিসের মতো চুপচাপ থেকে কী আরাম?'

'প্রথমত, তিনি ও ভাবে বেশ সুখেই ছিলেন ; তা' ছাড়া, আপনি জানেন কী করে যে আমি স্বজাতীয়দের সঙ্গে মিশি না ?'

ডেরিয়া ওষ্ঠদ্বয় দংশন করলেন।

'সে কথা আলাদা ; আমি শুধু দুঃখ করছি এ জন্যে যে আপনার বন্ধুদের সমগোত্রীয় হবার সৌভাগ্য আমার হল না।'

রুডিন বলল—'ম'সিয়ে লেজনিয়ভ একটা প্রশংসনীয় মনোবৃত্তিকে অত্যধিক দূরে টেনে নিয়ে চলেছেন—সেটা হল স্বাধীনতা-প্রীতি।'

কোন জবাব না দিয়ে লেজনিয়ভ রুডিনের পানে একবার চাইল। কিছুক্ষণ কাটল নিঃশব্দে।

দাঁড়িয়ে উঠে লেজনিয়ভ বলল—'তা' হলে আমাদের কাজ শেষ হয়েছে বলে মনে করতে পারি এবং আপনার নায়েবকে কাগজপত্র পাঠাতে বলি ?'

'পারেন······কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনি এত বেশি সৌজন্যহীন যে আপনাকে প্রত্যাখ্যান করাই আমার উচিত ছিল।'

'কিন্তু আপনি জানেন যে সীমানার এই পুনর্নির্ধারণ করা হল আমার চেয়ে আপনারই বেশি স্বার্থের খাতিরে।'

ডেরিয়া কাঁধ কুঁচকালেন। ক্ষণপরে বললেন—'আপনি একটু জলযোগ করবেন না ?'

'ধন্যবাদ, আমি অন্যত্র আহার গ্রহণ করি না ; তা' ছাড়া, আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ী যেতে হবে।'

ডেরিয়া উঠে দাঁড়ালেন।

'আপনাকে আটকে রাখতে চাই না'—জানালার ধারে যেতে যেতে বললেন—'আপনাকে আটকে রাখার সাহস আমার নেই।'

লেজনিয়ভ বিদায় নেবার জন্য তৈরি হল।

'বিদায়, মঁসিয়ে লেজনিয়ভ, আপনাকে বিরক্ত করবার জন্ত ক্ষমা করবেন।'

'ওঃ, মোটেই না!'—

লেজনিয়ভ চলে যাবার পরে ডেবিয়া শুধালেন রুডিনকে—'আচ্ছা, একে আপনি কী বলেন? শুনেছি, মানুষটি খামখেয়ালী, কিন্তু সত্যি, এ যেন সব কিছু ছাড়িয়ে গেছে।'

'ওর এবং পিগাসভের রোগ একই—মৌলিক হবার স্পৃহা। একজন করেন মেফিস্টোফিলিসের ভান, আরেক জন মনুষ্যদ্বেষী। এ সবের মধ্যে আছে শুধু আত্মম্ভরিতা, আত্মশ্লাঘা; নেই সত্য, নেই প্রীতি। বাস্তবিক, এর মধ্যে এক রকমের হিসেব আছে। মানুষ ঔদাসীন্ত ও আলস্যের মুখোস পরে এ জন্তে যে লোকে তাকে নিশ্চয়ই বলবে: দেখ ওই লোকটাকে, কি ধীশক্তিই না উনি বিসর্জন দিচ্ছেন। কিন্তু সামান্ত মনোযোগ দিয়ে তাকে লক্ষ্য করলেই দেখবেন যে তার মধ্যে ধীশক্তির কণামাত্রও নেই।'

ডেরিয়া মন্তব্য করলেন—'মানুষকে ঠিকমতো ঘা দিতে আপনি তো সাংঘাতিক ওস্তাদ। আপনাব কাছে দেখছি কিছুই লুকানো যায় না।'

'তাই নাকি? যাই হোক, লেজনিয়ভের সম্বন্ধে কিছু বলা আমার অনুচিত। তাকে আমি ভালোবাসতাম, বন্ধুর মতো ভালোবাসতাম··· কিন্তু পরে নানা রকম মনোমালিন্তের দরুণ······'

'আপনাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল নাকি?'

'না। কিন্তু আমরা পরস্পরের কাছ থেকে সরে গেলাম; মনে হচ্ছে চিরদিনের মতোই গেলাম।'

'আহা! লক্ষ্য করছিলাম যতক্ষণ তিনি এখানে ছিলেন ততক্ষণ আপনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কিন্তু আজকের এই সুন্দর প্রভাত-টুকুর জন্ত আপনার কাছে আমি অশেষভাবে ঋণী। অতি আনন্দে

খানিকটা সময় কাটানো গেল, কিন্তু কোথায় থামতে হয় মানুষের তা জানা উচিত। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় পর্যন্ত আপনার আজ ছুটি, আমি এখন আমার কাজকর্ম একটু দেখব। আমার সেক্রেটারী—তাকে আপনি দেখেছেন—কোন্‌স্তানতিন—এতক্ষণ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসব। চমৎকার বিনীত যুবক, আপনার সম্বন্ধে ওর খুব উৎসাহ। আচ্ছা, এখন আসি, মিস্টার রুডিন। আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে ব্যারনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

ডেরিয়া রুডিনের দিকে একটি হাত বাড়িয়ে দিলেন। একটু চাপ দিয়ে হাতখানা রুডিন তার ওষ্ঠে স্পর্শ করল। তারপরে সে চলে গেল বৈঠকখানায় এবং সেখান থেকে গেল ছাদে। সেখানে তার দেখা হল নাতালিয়ার সঙ্গে।

—পাঁচ—

ডেরিয়া মিহেইলোভনার কন্যা কুমারী নাতালিয়া আলেক্সিভ্‌নাকে প্রথম দর্শনে সুরূপা বলে মনে হয় না। দেহ সম্ভারের পরিপূর্ণতার সময় এখনও তার হয়নি, মেয়েটি তন্বী, ঈষৎ শ্যামলী : তনু দেহ ঈষৎ আনত, কিন্তু তার দৈহিক গঠনটি সুষমাময় ও ঋজু, যদিও সপ্তদশীর পক্ষে বেশ বাড়ন্তই চলা যেতে পারে। ওর সৌন্দর্যের বিশেষত্ব হচ্ছে দ্বিধাবিভক্ত মনোরম ভ্রূ যুগলের ওপরে নির্মল মসৃণ ললাট। স্বল্প-ভাষিণী, কিন্তু যখন অন্যের কথা শোনে—বক্তার দিকে থাকে অচপল দৃষ্টি, যেন মনে মনে নিজের সিদ্ধান্ত গড়ে তুলছে। অনেক সময় সে দাঁড়িয়ে থাকে বিশ্লথ বাহুবল্লরী আলম্বিত করে—নিস্পন্দ আবেশে, যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্না ; এ সময়ে তার মুখ দেখে মনে হয় যে মনটি শুধু তার সচল ·····অধরোষ্ঠে একটা ক্ষীণ হাসি চকিতে ভেসে উঠে আবার মুহূর্তেই যায় মিলিয়ে ; তারপরে সে তার আয়ত কৃষ্ণ নয়ন দু'টি ধীরে ধীরে উন্মীলিত করে। মাদাম বন্‌কোর্ট তাকে ডেকে কোন সাড়া না পেয়ে ভর্ৎসনা করেন ; বলেন, মেয়েদের এ বয়সে চিন্তাবিষ্ট বা অন্যমনস্ক হওয়া অত্যন্ত অন্যায়। কিন্তু নাতালিয়া অন্যমনস্ক নয়, বরং গভীর অভিনিবেশে সে পড়াশোনা করে ; আগ্রহের সঙ্গে সে পড়ে ও কাজ করে। অনুভূতি তার সুদৃঢ় ও সুগভীর, কিন্তু অপ্রকাশিত। শিশুকালেও সে কচিত কান্নাকাটি করত, এখনো সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কদাচিত মনোকষ্ট পেলে একটু বিবর্ণ হয়ে যায় মাত্র। মা তাকে অনুভূতিশীলা ও সৎ মেয়ে বলে মনে করেন, কিন্তু ওর বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধে বিশেষ উঁচু ধারণা তাঁর নেই। তিনি

বলেন—'ভাগ্যিস্ আমাদের নাতালিয়া এত ঠাণ্ডা, আমার মতো নয়! এই ভালো: ও সুখী হবে।' এখানেই ডেরিয়া ভুল করেছেন। কিন্তু, খুব অল্প সংখ্যক মা-ই নিজের কন্যাকে সঠিক বুঝতে পারেন।

নাতালিয়াকে ডেরিয়া ভালোবাসেন, কিন্তু ওর ওপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন না। একদিন তিনি নাতালিয়াকে বলেছিলেন—'আমার কাছে তোমার লুকোবার কিছু নেই, নইলে তুমি অত্যন্ত চাপা হয়ে পড়বে। তুমি এখনো খুব ছেলেমানুষ।'

মায়ের মুখের পানে চেয়ে নাতালিয়া ভাবল—'কেনই বা আমি চাপা হব না?'

বাইরের ছাদে যখন রুডিনের সঙ্গে নাতালিয়ার দেখা হল, তখন সবেমাত্র সে মাদাম বন্‌কোর্টের সঙ্গে অন্দরে যাচ্ছিল টুপি আনতে—বাগানে বেড়াতে যাবে। তাব প্রাতঃকৃত্য শেষ হয়ে গেছে। এখন আর নাতালিয়াকে স্কুলের মেয়ে বলে মনে করা হয় না। অনেক দিন থেকেই মাদাম তাকে পৌরাণিক উপাখ্যান ও ভূগোল পড়ানো ছেড়ে দিয়েছেন; নাতালিযা এখন তাঁর সঙ্গে প্রত্যহ সকালে ইতিহাস, ভ্রমণ-কাহিনী ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থাবলী পাঠ করে। ডেরিয়া তার পাঠ্য পুস্তক বেছে দেন, বাহ্যত তাঁর নিজের প্রণালী অনুসারে; আসলে পিটার্সবার্গের ফরাসী পুস্তক-বিক্রেতাগণ যে সব বই তাঁকে পাঠান, সেগুলিই তিনি নাতালিয়াকে পড়তে দেন—একমাত্র ডুমাফিল্‌স্ কোম্পানীব উপন্যাসগুলি ছাড়া, এগুলি তিনি নিজে পড়েন। নাতালিয়া যখন ঐতিহাসিক বই পড়ে, মাদাম তখন চশমার ফাঁক দিয়ে একটা তীব্র কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন; এই ফরাসীদেশীয় বৃদ্ধার ধারণা সমস্ত ইতিহাসের পাতাগুলি অবৈধ বিষয়ে পরিপূর্ণ, যদিও—যে কোন কারণেই হোক—সমস্ত প্রাচীন মহাপুরুষদের মধ্যে তিনি জানেন শুধু একজনকে—ক্যামবিসেস্, এবং আধুনিকদের মধ্যে চতুর্দশ

দুই ও নেপলিয়নকে, যাকে তিনি সইতে পারেন না। কিন্তু নাতালিয়া এমন সব বই-ও পড়ে যার অস্তিত্ব মাদাম বন্‌কোর্ট কোন দিন সন্দেহ পর্যন্ত করেন নি; পুস্‌কিনের আদ্যোপান্ত ওর মুখস্থ।

রুডিনকে দেখে নাতালিয়া একটু আরক্ত হয়ে উঠল।

'তুমি কি বেড়াতে যাচ্ছ?' রুডিন জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, আমরা বাগানে যাচ্ছি।'

'আমি সঙ্গে আসতে পারি?'

নাতালিয়া মাদামের পানে দৃষ্টি ফিরাল।

'নিশ্চয়ই, মশাই, সানন্দে'--বৃদ্ধা বললেন। টুপি নিয়ে রুডিন ওদের সঙ্গে বেড়াতে গেল।

একই সংকীর্ণ পথে রুডিনের পাশে পাশে হাঁটতে নাতালিয়া প্রথমে একটু সঙ্কোচ বোধ করছিল, পরে তা সহজ হয়ে এল। রুডিন তার দৈনিক কাজকর্ম, গ্রামটা তার কেমন লাগে, ইত্যাদি কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। নাতালিয়া জবাব দিচ্ছে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে, কিন্তু বয়সোচিত যে লজ্জাশীলতাকে সচরাচর নম্রশীলতা বলে ধরা হয়, সেটা আর এখন ওর নেই। শুধু ওর বুকের স্পন্দন বেড়ে গেছে।

তির্যকদৃষ্টিতে ওর পানে চেয়ে রুডিন শুধাল—'এ গ্রাম তোমার কাছে একঘেঁয়ে লাগে না?'

'একঘেঁয়ে লাগবে কেন? এখানে আমার বেশ ভালো লাগে। আমি এখানে বেশ সুখী।'

'তুমি সুখী—এ খুব বড় কথা। যাই হোক, এর মানে বোঝা সহজ—তুমি এখনো নবীনা, কিশোরী।'

এই শেষ কথাটা রুডিন বলল কি রকম অদ্ভুতভাবে। মনে হল সে যেন নাতালিয়াকে ঈর্ষা করছে, অথবা—তার জন্য দুঃখ বোধ করছে।

'হ্যাঁ, যৌবন'—সে বলতে লাগল—'যৌবনের যা স্বাভাবিক ধর্ম সচেতনভাবে সে রহস্যে পৌঁছানই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।'

নাতালিয়া গভীর দৃষ্টিতে রুডিনের পানে চেয়ে রইল—ওর কথা সে বুঝতে পারে নি।

'আজ সারা সকালটা তোমার মায়ের সাথে গল্প করলাম। উনি সত্যিই অসাধারণ মহিলা। বুঝতে পারলাম কেন আমাদের কবিগণ তাঁর বন্ধুত্ব লাভের জন্য ব্যাকুল।······তুমি কাব্য ভালবাস?'—কিছুক্ষণ থেমে সে বলল।

নাতলিয়া ভাবল—উনি আমাকে পবীক্ষা করছেন। প্রকাশ্যে বলল—'হ্যাঁ, আমি অত্যন্ত কাব্য-প্রিয়।'

'কাব্য দেবতাব ভাষা। আমি কবিতা ভালবাসি। কিন্তু শুধু কবিতার মধ্যেই কাব্য নেই, কাব্য সর্বত্র ছডান, আমাদের চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। চেয়ে দেখ, এই তরুলতা, এই আকাশ—সর্বত্র সৌন্দর্য ও জীবনের মলয় সঞ্চালন; যেখানে সৌন্দর্য ও জীবনের আলোকচ্ছটা সেখানেই আছে কাব্য।······এস, এই বেঞ্চিতে বসা যাক; হ্যাঁ, এইখানে। মনে হচ্ছে, তুমি যখন আমার সঙ্গে আরো সহজ হয়ে হাসবে (মৃদু হেসে রুডিন নাতালিয়ার পানে চাইল) আমরা তখন বন্ধু হয়ে যাব—তুমি আব আমি। তোমার কি মনে হয়?'

আমাকে স্কুলের মেয়ে মনে কবেছে—নাতালিয়া ভাবল। কি বলবে ঠিক করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল যে গ্রামে রুডিন বেশীদিন থাকবে কিনা।

'সারা গ্রীষ্ম ও শরৎকালটা থাকব, সম্ভবত শীতকালেও। তুমি জান, আমি অতি দরিদ্র; আমার বিষয় সম্পত্তি সব গোল পাকিয়ে আছে, তা ছাড়া, এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে আমি এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন বিশ্রামের সময় হয়েছে।'

নাতালিয়া বিস্মিত হল।

'একি সম্ভব যে আপনার বিশ্রামের সময় হয়েছে বলে আপনি বোধ করেন?'—ভয়ে ভয়ে সে শুধাল।

মুখ ঘুরিয়ে রুডিন ওর মুখের 'পরে দৃষ্টি রাখল।

'তার মানে?'

'মানে'—নাতালিয়া বিব্রত হয়ে পড়েছে—'অন্য কেউ বিশ্রাম নিতে পারে, কিন্তু আপনি......আপনার কাজ করা উচিত, কর্মঠ হতে চেষ্টা করা উচিত। আপনি ছাড়া আর কে......'

'তোমার এই সহৃদয় অভিমতের জন্য ধন্যবাদ'—বাধা দিয়ে বলল রুডিন—'কর্মঠ হওয়া......বলা খুব সহজ (মুখের 'পরে একবার হাত বুলিয়ে)......কর্মঠ হওয়া...দৃঢ়বিশ্বাস থাকলেও কেমন করে আমি কর্মী হবো? আত্মশক্তির 'পরে বিশ্বাস থাকলেও সে রকম অকৃত্রিম দরদী প্রাণ কোথায়?'

এত নিঃসহায়ভাবে রুডিন হাত দোলাতে লাগল, এত বিষণ্ণভাবে মাথা গুঁজে রইল যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নাতালিয়া না ভেবে পারল না: কাল রাতে যে সব কথা শুনেছি এঁর মুখে, সেগুলো কি এঁরই—সেই উদ্দীপনাময়ী বাণী, আশার আনন্দোজ্জ্বল সে সব কথা?

'না না'—সিংহ-কেশরের মতন চুলগুলি পিছনে ঝাঁকানি দিয়ে রুডিন বলে উঠল—'ও সব ভুল। ঠিকই বলেছ তুমি। ধন্যবাদ, নাতালিয়া, তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। (কেন যে সে তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে, নাতালিয়া তার বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারল না) তোমার একটিমাত্র কথা আমাকে আমার কর্তব্য বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছে। আমাকে আমার পথ দেখিয়েছে...হ্যাঁ, আমি কাজ করব; আমার যদি কোন প্রতিভা থাকে, তার আমি সমাধি হতে দেব না;

শুধু কথা দিয়ে আমার শক্তির অপচয় করব না—অন্যায় ব্যর্থ কথায় মালা কেবল শব্দ-বিড়ম্বনা'—ভাষা যেন তরঙ্গিণীর মত ছুটে চলেছে। ভীরুতা ও অলসতা এবং কর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সে বলে চলল উদাত্তভাবে, উৎসাহভরে, অসীম প্রতীতির সঙ্গে। নিজকে প্রচুর তিরস্কার করল, বলল—'যা আমি করতে চাই, তা নিয়ে আগেই আলোচনা করা বাড়ন্ত ফলের গায়ে পিন ফোটানর মত মূর্খতা—শক্তি ও রসের অপচয়। পৃথিবীতে এমন কোন মহান আদর্শ নেই যার জন্য সহানুভূতি দুর্লভ। (যারা নিজের মনের নাগাল পায় না বা অন্যের কাছে যাদের মন অনধিগম্য, শুধু তাদেরই লোকে ভুল বোঝে।') বহুক্ষণ চলল তার কথা, অবশেষে সে ক্ষান্ত হল নাতালিয়াকে আরেক-বার ধন্যবাদ জানিয়ে। তারপরে অতি অপ্রত্যাশিতভাবে নাতালিয়ার একটি হাত চেপে ধরে বলে উঠল—'সত্যি, নাতালিয়া; তুমি অতি মহান, অতি উদার!'

রুডিনের এই অতর্কিত উচ্ছ্বাস মাদাম বন্‌কোর্টকে শঙ্কিত করে তুলল। চল্লিশ বছর রাশিয়াতে বাস করেও তিনি রুশীয় ভাষা বুঝতে পারেন অতি কষ্টে। রুডিনের মুখনিঃসৃত বাক্যস্রোতের অপরূপ বেগ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন; তাঁর চোখে রুডিন হচ্ছে গুণী বা শিল্পীর মূর্তি, তাঁর ধারণা সৌজন্যের প্রতি সবিশেষ আসক্তি এ জাতীয় লোকের কাছে আশা করা বাতুলতা।

ত্রস্তে বেশবাস গুটিয়ে নিয়ে তিনি উঠলেন; নাতালিয়াকে জানালেন ফিরবার সময় হয়েছে, বিশেষত যখন সেয়ারজায় আজ তাঁদের ওখানে মধ্যাহ্নভোজন করবে। 'আরে, ওই যে তিনি আসছেন' —বাড়ীতে যাবার পথের দিকে চেয়ে তিনি বললেন। সত্যিই, একটু দূরে সেয়ারজায়কে দেখা যাচ্চে।

সেয়ারজায় আসছে কুণ্ঠাজড়িত ধীর পদক্ষেপে; দূর থেকে সকলকে

অভিবাদন জানিয়ে বিষণ্ণ ম্লান মুখে নাতালিয়াকে সে বলল—'ও, তুমি বেড়াচ্ছ ?'

'হ্যাঁ, আমরা বাড়ী ফিরছি।'

'বেশ ত, চল।' সকলে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

'আপনার ভগ্নী কেমন আছেন ?'—অতি সহৃদয়ভাবে রুডিন জিজ্ঞাসা করল। পূর্বদিন সন্ধ্যায়ও সে সেয়ারজায়ের সঙ্গে খুবই মিষ্টি ব্যবহার করেছিল।

'ধন্যবাদ, তিনি বেশ ভালই আছেন, আজ বোধ হয় এখানে আসবেন।...মনে হয়, আমি আসার সময়ে আপনারা কিছু আলোচনা করছিলেন।'

'হ্যাঁ, নাতালিয়া আলেক্‌সিভ্‌নার সাথে আমি আলাপ করছিলাম। ও একটা কথা বলেছে যা আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করেছে।'

কথাটা কি সেরেজা তা জানতে চাইল না ; গভীর মৌনতার সঙ্গে সকলে বাড়ীর দিকে রওনা হল।

ভোজন-পর্বের আগে সকলে একবার বৈঠকখানায় সমবেত হলেন। পিগাসভ আজ অনুপস্থিত। রুডিন আদৌ আত্মস্থ নয়, কিছুই না করে শুধু কোন্‌স্তান্‌তিনকে কয়েকবার অনুরোধ করল বিথোফেনের একটা সুর বাজাবার জন্য। নির্বাক সেয়ারজায় মেঝের 'পরে দৃষ্টি রেখে বসে আছে। নাতালিয়া মায়ের পাশটি ছেড়ে একবারও ওঠে নি, মাঝে মাঝে গভীর চিন্তায় অনন্ত সাগরে ডুবে যাচ্ছে সে, তারপরে আবার কাজে মন দিচ্ছে। বাসিষ্টফ্‌ রুডিনের মুখের ওপর থেকে ক্ষণিকের তরেও চোখ সরায় নি, কখন যে সে অপূর্ব কিছু বলে ওঠে এজন্য সর্বদা সে সতর্ক। এ ভাবে কাটল একঘেঁয়ে তিনটি ঘণ্টা। পাবলোভনা নিমন্ত্রণে আসে নি। সবাই খাবার টেবিল ছেড়ে ওঠামাত্র সেয়ারজায়

তার গাড়ী প্রস্তুত করতে আদেশ দিল এবং কাউকে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই চলে গেল।

মনটা তার আজ বড় ভারাক্রান্ত। বহুদিন থেকে নাতালিয়াকে সে ভালবাসে, বহুবার তাকে আত্ম-নিবেদন করবে বলে মনে মনে সঙ্কল্প করেছে। তার সঙ্গে নাতালিয়া সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করে কিন্তু মন তার অচল অটল। সেয়ারজায় স্পষ্ট করেই একথা বুঝেছে। এর চেয়ে কোমল মনোভাব জাগাতে পারবে এমন আশা তার নেই। শুধু সেই দিনটির জন্যে সে অপেক্ষা করছে যেদিন নাতালিয়া তার সঙ্গে বেশ সহজ হয়ে আসবে, আন্তরিকভাবে মিশতে পারবে। কিন্তু, আজ সে এত বিচলিত কেন? এ দু'দিনে এমন কি পরিবর্তন তার চোখে পড়ল? নাতালিয়া ত ঠিক আগের মতই তার সঙ্গে ব্যবহার করছে……। তার মনে হল নাতালিয়ার চরিত্র সে আদৌ অনুধাবন করতে পারে নি; সে যতখানি ভেবেছিল নাতালিয়া তার চেয়ে অনেক বেশী অজ্ঞাত; না, ওর মনে ঈর্ষার রেখাপাত হয়েছে, কিম্বা মনে জেগেছে একটা ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের ক্ষীণ আশঙ্কা? যে কারণেই হোক, সেয়ারজায় আজ দারুণ মানসিক বেদনা অনুভব করছে, যদিও মনের সঙ্গে বিচার করতে তার কসুর নেই।

সেয়ারজায় বোনের ঘরে এসে দেখল যে সেখানে বসে আছে লেজনিয়ভ। পাবলোভনা জিজ্ঞাসা করল—'এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে?'

'ওঃ, অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম।'

'মিষ্টার রুডিন ওখানে ছিলেন?'

'ছিলেন।'

টুপি ছুঁড়ে ফেলে সেয়ারজায় বসে পড়ল। পাবলোভনা সাগ্রহে তার দিকে ঘুরে বসে বলল—'দোহাই, সেয়ারজায়, রুডিন যে অসাধারণ

বুদ্ধিমান ও বাগ্মী, এ কথাটা এই জেদী লোকটিকে বিশ্বাস করাতে আমায় তুমি সাহায্য কর।'

সেয়ারজায় কি যেন বলল অস্ফুটস্বরে।

'কিন্তু, আমি ত এ নিয়ে বিবাদ করছি না'—লেজনিয়ভ বলল। 'রুডিনের বুদ্ধি ও বাগ্মীতা সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই; আমি শুধু বলছি যে মানুষটিকে আমি পছন্দ করি না।'

'কিন্তু তুমি কি তাঁকে দেখেছ?'—সেয়ারজায় বলল।

'আজ সকালে মিসেস্ ডেরিয়ার বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। জান ত, তিনি এখন ডেরিয়ার পরম প্রিয়পাত্র। সময় হলে ডেরিয়া তাঁকেও ত্যাগ করবেন। একমাত্র কোনস্তানতিনকে তিনি কখনো ছাড়বেন না··এখন অবশ্য রুডিনই সর্বেসর্বা। সত্যি, তাঁকে দেখলাম···বসে আছেন··· আমাকে দেখিয়ে ডেরিয়া তাঁকে বললেন—"দেখুন, কেমন অদ্ভুত একটি জীব এ গ্রামে আছে।" কিন্তু, আমি ত আর পারিতোষিকের ঘোড়া নই যে দেখাবার জন্য দৌড়াতে হবে; কাজেই আমি সরে পড়লাম।'

'কিন্তু, সেখানে আপনি গেলেন কেমন করে?'—পাবলোভনা বলল।

'একটা সীমানা উপলক্ষ্যে। কিন্তু ও সবই বাজে। শুধু আমার মুখখানি তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। মহিলা বেশ চমৎকার—ব্যস, এই পর্যন্ত।'

'আসল কথা হচ্ছে ওঁর প্রাধান্যই আপনার গায়ে লাগছে'—চটে গিয়ে পাবলোভনা বলল—'ওটাই আপনি ক্ষমা করতে পারছেন না। কিন্তু, আমার স্থির বিশ্বাস যে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ছাড়াও ওঁর আছে হৃদয়ের ঔদার্য। তাঁর চোখ দুটি লক্ষ্য করবার মত যখন তিনি—'

'গৌরবোজ্জ্বল পবিত্রতার কথা বলেন'—লেজনিয়ভ জুড়ে দিল।

'আমাকে আপনি চটিয়ে দিচ্ছেন। আমি কিন্তু কেঁদে ফেলব। আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে যে আমি ডেরিয়ার বাড়ীতে না গিয়ে আপনার কাছে এখানে বসে ছিলাম। আপনি এর যোগ্য নন। আমাকে আর ত্যক্ত করবেন না'—পাবলোভনা যেন আবেদন করল—'তার চেয়ে আপনি ওঁর যৌবন বয়সের কথা বলুন।'

'রুডিনের যৌবন?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বললেন না যে আপনি তাঁকে ভাল করে চেনেন, অনেকদিন থেকে চেনেন?'

দাঁড়িয়ে উঠে লেজনিয়ভ ঘরের এদিক থেকে ওদিক পাইচারী করতে লাগল। তারপরে বলতে সুরু করল—'হ্যাঁ, আমি তাকে ভালভাবেই চিনি। ওর যৌবনের কথা আমার কাছে শুনতে চাও? বেশ, শোন। তার জন্ম হয় টি—প্রদেশে, এক সম্পদহীন তালুকদারের ঘরে। বাবা ওর জন্মের কিছুদিন পরেই মারা যান। সে মানুষ হয় নিঃসহায়া মায়ের হাতে; বড় ভাল ছিলেন ওর মা, ওকে পুতুলের মত যত্ন করতেন; নিজে শুধু ওটের খাদ্য খেয়ে প্রতিটি কপর্দক পুত্রের জন্য খরচ করতেন। প্রথমে এক পিতৃব্যের খরচে রুডিন মস্কোতে লেখাপড়া শেখে, শেষে পূর্ণ বয়সে এক ধনী রাজপুত্রের পয়সায়, যার করুণা সে ভিক্ষা করেছিল—ওঃ ক্ষমা কর, আর বলব না—যার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। তারপরে সে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওখানেই তার সাথে আমার আলাপ হয়, আলাপ পরিণত হল গভীর বন্ধুত্বে। আমাদের তখনকার জীবন সম্বন্ধে অন্য সময় বলব, এখন বলতে পারব না। তারপরে রুডিন চলে গেল বিদেশে—'

লেজনিয়ভ ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর পাবলোভনার দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছে।

'বিদেশ থেকে রুডিন কচিত তার মায়ের কাছে চিঠি লিখত;

একবার মাত্র দশ দিনের জন্য সে তার মাকে দেখতে এসেছিল···বৃদ্ধা মারা যান তার অনুপস্থিতে, অন্যের সেবা-শুশ্রূষায়। কিন্তু, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সন্তানের প্রতিকৃতি থেকে তিনি দৃষ্টি অপসারিত করেননি। টি-প্রদেশে বাস করবার সময় আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম—দয়াশীলা, অতিথিবৎসলা নারী, আমাকে যখন তখন চেরির আচার খাওয়াতেন। তাঁর রুডিনকে তিনি প্রাণ ভরে ভালবাসতেন। লোকে বলে যে আমরা সর্বদা তাকেই ভালবাসি যার সেই ভালবাসাটুকু অনুভব করার শক্তি নেই। কিন্তু, আমার মতে সকল মা-ই বিদেশবাসী সন্তানকে অত্যধিক ভালবাসে।··তারপরে আমাদের গাঁয়ের এক মহিলার সঙ্গে রুডিনের বন্ধুত্ব হল—বিগতযৌবনা, অতি সাধারণ এক মহিলা। বেশ কিছুদিন সে তার সঙ্গে থাকে, অবশেষে রুডিন তাকে পরিত্যাগ করে। না-না, ক্ষমা করবেন, মহিলাটিই রুডিনকে ত্যাগ করেন। ঠিক এ সময়ে আমিও তাকে ত্যাগ করি। ব্যস, এই।'

লেজনিয়ভ নীরব হল; ভ্রূর ওপরে হাত বুলিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে—যেন অতি পরিশ্রান্ত।

'জানেন, মিষ্টার লেজনিয়ভ',—পাবলোভনা বলল-'মানুষটি আপনি পরশ্রীকাতর, বুঝলেন? বাস্তবিক, আপনি পিগাসভের চেয়ে এক চুলও ভাল নন। বিশ্বাস করি যে আপনি যা বললেন তা সবই সত্যি, এক বর্ণও বানিয়ে বলেন নি, কিন্তু আগাগোড়া কাহিনীটার কি প্রতিকূল ব্যাখ্যাই না করলেন! বেচারী বৃদ্ধা মা, তাঁর প্রাণঢালা স্নেহ-মমতা, তাঁর নিঃসঙ্গ মৃত্যু, এবং সেই মহিলা—এতে কি বোঝায়? জানেন, সব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জীবনকাহিনীও এমনিভাবে রঞ্জিত করা যায়? এর সঙ্গে কিছু যোগ না করলেও, দেখুন, প্রত্যেকেই ব্যথিত হবে। কিন্তু, এ-ও এক জাতীয় কুৎসা।'

লেজনিয়ভ আবার উঠে পাইচারী সুরু করল। অবশেষে বলল—

'তোমাকে একটুও ব্যথা দিতে চাই নি আমি ; পরনিন্দা করা আমার স্বভাব নয়। বাস্তবিক—' একটু চিন্তা করে আবার বলল—'তুমি যা বললে তা অনেকটা সত্যি বটে। রুডিনের নিন্দা করতে আমি চাই নি। কিন্তু, কে জানে, খুব সম্ভব সে দিক থেকে সে হয়ত নিজেকে বদলাবার সময় পেয়েছে—হয়ত আমি তার 'পরে অবিচার করেছি।'

'এই ত দেখুন! সুতরাং আমাকে প্রতিশ্রুতি দিন যে আপনি তাঁর সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করবেন, তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জেনে তাঁর সম্বন্ধে আপনার চূড়ান্ত অভিমত আমাকে জানাবেন।'

'তোমার যা মর্জি। কিন্তু, সেয়ারজায়, তুমি আজ নীরব কেন?'

চমকে উঠে সেয়ারজায় মাথা তুলল—সদ্যনিদ্রোত্থিতের মত।

'আমি কি বলতে পারি! তাঁকে আমি জানি না। তা' ছাড়া,—আজ আমার মাথাটা ধরেছে।'

'হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যায় তোমাকে যেন বড্ড শুকনো দেখাচ্ছে'—পাবলোভনা বলল—'তুমি কি অসুস্থ?'

'আমার মাথা ধরেছে।'

সেয়ারজায় ঘর ছেড়ে চলে গেল।

পাবলোভনা ও লেজনিয়ভ তার পিছনে চেয়ে দৃষ্টি-বিনিময় করল—নীরবে। সেয়ারজায়েব মনোজগতে যে কি চলছে, দু'জনার কারো কাছে সে রহস্য অজানা নেই।

—ছয়—

তারপরে দু'টিমাস কেটে গেছে, একদিনের তরেও রুডিন ডেরিয়ার বাড়ী ছেড়ে এক পা নড়ে নি। তাকে ছাড়া ডেরিয়ার চলে না; তাকে নিজের কথা বলা ও তার বক্তৃতা শোনা ডেরিয়ার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা সময় এসেছিল যখন রুডিন হয়ত বিদায় নিত, যখন তার টাকা পয়সা সব ফুরিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু ডেরিয়া তাকে দিল পাঁচশ' রুব্‌ল্—আরো দুশ' রুব্‌ল্ সে ধার করল সেয়ারজায়ের কাছে। পিগাসভ আগের চেয়ে অনেক কম ডেরিয়ার বাড়ীতে যাতায়াত ক'রে, রুডিনের উপস্থিতি তার কাছে মর্মান্তিক; এবং এই যন্ত্রনার বিষয়ে একা পিগাসভই সচেতন নয়। 'ওই অহংকারী লোকটাকে দেখতে পারি না'—পিগাসভ বলে—'নিজকে তিনি প্রকাশ করেন উপন্যাসের নায়কের মত। 'আমি' শব্দটা বলেই গদগদ আত্মতৃপ্তিতে একটু থামেন, মানে—'আমি, হ্যাঁ আমি!' আর, ওর বাছা বাছা বুলিগুলো এমন একঘেঁয়ে লাগে! তুমি যদি হাঁচলে অমনি তিনি তোমায় বুঝিয়ে ছাড়বেন কেন তুমি হাঁচলে, কাশলে না কেন। তোমার যদি সুখ্যাতি করেন তবে তোমাকে তিনি একটি রাজপুত্তুর বানিয়ে ছাড়বেন। আত্ম-আলোচনা করে নিজকে তিনি যেন ধুলোয় মিশিয়ে দেন, মনে হয় এর পরে তিনি আর লোক সমাজে মুখ দেখাতে সাহস করবেন না—একটুও না; এতে তিনি উল্লসিত হন এত যেন এক গ্লাস মদ খেয়েছেন।'

কোন্‌স্তানতিন রুডিনকে একটু ভয় করে চলে, সাবধানে তার কৃপা-কটাক্ষ পাবার চেষ্টা করে। সেয়ারজায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কটা

কেমন অদ্ভুত। রুডিন তাকে বলে দিগ্বিজয়ী বীর, প্রাণখুলে তার সুখ্যাতি করে—শুধু সামনে নয়, পিছনেও। সেয়ারজায় কিন্তু কিছুতেই তাকে সুনজরে দেখতে পারল না ; যখনই রুডিন তার সামনেই তার সদ্‌গুণাবলীর বিশ্লেষণ করে, তখন সে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও অধৈর্য ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। উনি আমাকে তামাসা করছেন নাকি ?—সে ভাবে, আর তার বুকের মধ্যে বিদ্বেষ বিষিয়ে ওঠে। এই মনোভাব সে চেপে রাখতে চায়, কিন্তু পারে না। হ্যাঁ, নাতালিয়ার জন্যই সে তাকে হিংসা করে। এদিকে রুডিন যদিও উচ্ছ্বসিত হয়ে তার প্রশংসা করে, যদিও তাকে সে বলে দিগ্বিজয়ী বীর এবং যদিও তার কাছে সে টাকা ধার করেছে, তবুও তাকে সে ঠিক বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারে নি। এ দু'জন যখন বন্ধুর মত উভয়ের করমর্দন করে এবং পরস্পরের চোখের দিকে চায় তখন তাদের মনোভাব যে কি তা বলা বড় কঠিন।

বাসিস্টফ্ রুডিনকে পূজা করেই খুসি, তার প্রতিটি কথা সে যেন গিলতে থাকে। তার দিকে রুডিনের বিশেষ দৃষ্টি নেই। একদিন সমস্ত সকালটা রুডিন কাটিয়েছিল তার সঙ্গে জীবনের কঠিনতম সমস্যার আলোচনায়, তার প্রাণে জাগিয়েছিল তীব্র উৎসাহ ; কিন্তু তারপরে আর সে বাসিস্টফের দিকে মনোযোগ দেয় নি। শিব-সুন্দর আত্মার সন্ধানী সে—এগুলি আসলে তার কথার কথা। লেজনিয়ভ আজকাল প্রায়ই এ বাড়ীতে আসে, কিন্তু রুডিন তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে না, তাকে যেন এড়িয়ে চলে। তার সঙ্গে লেজনিয়ভের ব্যবহারও সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। অবশ্য রুডিন সম্বন্ধে তার চূড়ান্ত অভিমত এখনো সে প্রকাশ করে নি, এজন্য পাবলোভনা ঈষৎ ক্ষুন্ন। রুডিন তাকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু লেজনিয়ভের ওপরেও তার বিশ্বাসের অভাব নেই।

ডেরিয়ার বাড়ীর প্রত্যেকেই রুডিনের সং-সৌখিনতায় তৃপ্ত ; তার প্রতিটি অভিরুচি অভিলাষ নির্বিচারে প্রতিপালিত হয়। সারাদিনের

কার্য-সূচী সে-ই রচনা করে ; তার সহযোগিতা ছাড়া কোন প্রমোদ-ভোজনের ব্যবস্থা হতে পারে না। সে নিজে কিন্তু প্রমোদ-ভ্রমণ বা চড়ুইভাতির বিশেষ পক্ষপাতি নয় ; ছেলেমেয়েদের খেলাধূলায় বয়োবৃদ্ধেরা যে মনোভাব নিয়ে অংশ গ্রহণ করেন—আন্তরিক কিন্তু একটু অবসন্ন প্রীতির সঙ্গে—সেই ভাব নিয়ে রুডিন এদের আমোদ প্রমোদে যোগ দেয়। কিন্তু অন্য সব বিষয়েই সে আনন্দ পায় প্রচুর। ডেরিয়ার সঙ্গে তার আলোচনা হয় জমিদারীর কাজকর্ম নিয়ে, ছেলে-মেয়ের শিক্ষা, সাংসারিক ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সাধারণ ব্যাপার সম্বন্ধে। ডেরিয়ার সংকল্পের কথা সে শোনে মন দিয়ে, খুঁটিনাটি বিষয়ে বিরক্ত বোধ করে না, কথনো বা নিজে যেচে সংশোধনের প্রস্তাব করে, পরামর্শ দেয়। তার কথা ডেরিয়া শুধু শুনেই যান, যদিও বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে তিনি তাঁর নায়েবের পরামর্শ অনুযায়ীই কাজ করেন।

ডেরিয়ার পরেই নাতালিয়ার সঙ্গে রুডিন প্রায়ই বহুক্ষণ ধরে আলাপ করে ; গোপনে তাকে বই পডতে দেয়, নিজের সংকল্পের কথা খুলে বলে এবং যে সব প্রবন্ধ লিখবে বলে মনে মনে স্থির করে সে-গুলির প্রথম পাতা তাকে পড়ে শোনায়। প্রবন্ধগুলির সম্যক্ অর্থ নাতালিয়া সব সময়ে ধরতে পারে না ; কিন্তু ওর বোঝা না-বোঝা নিয়ে রুডিন বড় একটা মাথা ঘামায় না, ও শুনলেই হল। রুডিনের সঙ্গে নাতালিয়ার ঘনিষ্ঠতা ডেরিয়ার চোখে বিশেষ প্রীতিপ্রদ নয়। যাই হোক, তিনি ভাবেন যে গাঁয়ে ওরা মেলামেশা করে করুক ; ছোট্ট একটি মেয়ের মতই রুডিনের ওকে ভাল লাগে। এতে এমন কিছু ক্ষতি হবে না, বরং নাতালিয়ার মানসিক উন্নতি হবে। পিটার্সবার্গে গিয়ে এ সব বন্ধ করে দিলেই চলবে।

কিন্তু ডেরিয়া বুঝেছেন ভুল। স্কুলের মেয়ের মতন নাতালিয়া রুডিনের সঙ্গে গল্প করে না ; অতি আগ্রহের সঙ্গে সে রুডিনের বাক্য-

ধারা পান করে, নিগূঢ় অর্থের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে; নিজের মনের চিন্তাধারা, সংশয়ের কথা তাকে জানায়; সে তার নেতা, তার পথপ্রদর্শক। এতদিন পর্যন্ত শুধু তার মস্তিষ্কই উদ্দীপিত হচ্ছিল, কিন্তু যৌবন বয়সে শুধু মস্তিষ্কই একা বেশীদিন আলোড়িত হয় না। কী মধুর সময়ই না ওর কাটে যখন বাগানে বসে কম্পমান বৃক্ষপত্রের স্নিগ্ধ স্বচ্ছ ছায়ায় রুডিন ওকে পড়ে শোনায় গ্যেটের 'ফাউষ্ট', হফ্‌ম্যান বা বেত্তিনার পত্রাবলী, কিংবা নোভালিস্—অনবরত থেমে থেমে অস্পষ্ট বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করে। প্রায় সব রুশীয় মেয়ের মতই নাতালিয়াও জার্মান ভাষা বলে অশুদ্ধ কিন্তু বোঝে ভাল; জার্মান কাব্য রোম্যানটিসিজম্‌ ও দর্শন ইত্যাদিতে রুডিন সম্পূর্ণ অনুরঞ্জিত—এ সকল নিষিদ্ধ স্বপ্নরাজ্যে রুডিন ওকে টেনে নিয়ে যায়। রুডিনের জানুর 'পরে ন্যস্ত বইয়ের পাতা থেকে অভাবনীয় অপরূপ সৌন্দর্যরাশি প্রতি-ভাত হয় নাতালিয়ার উদ্দীপনাময় নয়নযুগলের সম্মুখে—অতীন্দ্রিয় দৃশ্যের প্রবাহ, নবীন চিত্তোদ্দীপক কল্পনার বিগলিত ধারা ছন্দোময় সুর-লয়-তানে বয়ে যায় ওর আত্মায়, ওর হৃদয়ে; মহান ভাবের অতীন্দ্রিয় আনন্দে উৎসারিত উৎসাহের সুপবিত্র অগ্নি-কণা ধীরে ধীরে প্রজ্বলিত হয়ে অত্যুজ্জ্বল বহ্নিশিখায় রূপান্তরিত হয়।

'রুডিন, বলুন না'—একদিন সূচিশিল্প হাতে নিয়ে জানালার ধারে বসে নাতালিয়া জিজ্ঞাসা করল—'শীতকালে আপনি পিটার্সবার্গে যাবেন?'

'আমি ত তা' জানি না'—হাতের বইখানি জানুর 'পরে রেখে রুডিন বলল—'যাবার পাথেয় থাকলে যেতাম।'

শ্রান্ত হয়ে কথা বলছে সে, বড়ই ক্লান্ত আজ, সারাদিন কিছুই করতে পারে নি।

'আমার মনে হয় আপনার পাথেয় যোগাড় হবেই।'

রুডিন মাথা নাড়ল। 'তুমি কি তাই মনে কর?' তার দৃষ্টি ভাবাবিষ্ট।

নাতালিয়া জবাব দিতে যাচ্ছিল, সংযত হল।

'দেখ'—জানালার দিকে ইঙ্গিত করে রুডিন বলল—'ওই আপেল গাছটা দেখছ ত? গাছটা নিজের ফলের প্রাচুর্যে ও ভারে ভেঙে পড়েছে। ধীমানের হুবহু প্রতীক।'

'ভেঙে পড়েছে যে-হেতু ভর দেবার মত ওর কোন অবলম্বন নেই' —নাতালিয়া বলল।

'তোমার কথা বুঝতে পারছি, নাতালিয়া, কিন্তু মানুষের পক্ষে একটা অবলম্বন পাওয়া ত সহজ নয়।'

'আমার মনে হয়, অন্যের সহানুভূতি……মানে, সর্বদা নিজকে বিচ্ছিন্ন রেখে……'নাতালিয়া কেমন যেন গুলিয়ে ফেলল, ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল। সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'আর, শীতের দিনে এ গ্রামে থেকেই বা কি করবেন?'

'কি করব? আমার দীর্ঘ প্রবন্ধটি শেষ করব। তুমি জান— 'জীবন ও শিল্পের দুর্যোগ' নামে প্রবন্ধটি—পরশুদিন যার একটা খসড়া তোমাকে শুনিয়েছিলাম। তোমার কাছে এটা পাঠিয়ে দেব।'

'এটা ছাপাবেন না?'

'না।'

'না? তবে কার জন্য এটা লিখবেন?'

'যদি বলি তোমার-ই জন্য?'

চোখ দু'টি নত করে নাতালিয়া বলল—'আমি এর উপযুক্ত নই।'

বাসিস্টফ একটু দূরে বসে ছিল, বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করল প্রবন্ধটি কি বিষয়ে।

'জীবন ও শিল্পের দুর্যোগ'—রুডিন বলল—'বাসিস্টফ-ও এটা

পড়বে। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এখনো মনস্থির করি নি। প্রেমের করুণ অর্থ সম্বন্ধে এখনো বিশেষ কিছু চিন্তা করি নি।'

প্রেম সম্পর্কে কথা বলতে রুডিন ভালবাসে, প্রায়ই বলে-ও। প্রথম প্রথম 'প্রেম' শব্দটি শুনলেই মাদাম বনকোর্ট চমকে উঠতেন; তুরীবাদ্য শুনে প্রাচীন যুদ্ধাশ্ব যে রকম করে, তেমনি মাদামের চোখদু'টি সজীব হয়ে উঠত। পরে কথাটা শুনে শুনে তাঁর অভ্যাস হয়ে গেল; এখন প্রেমের কথা শুনে তিনি শুধু অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত করেন এবং ঘন ঘন নস্যি নাকে দেন।

'আমার মনে হয়'—ভয়ে ভয়ে নাতালিয়া বলে—'ব্যর্থ প্রেমই প্রেমের করুণাত্মক রূপ।'

'মোটেই নয়'—রুডিন জবাব দেয়—'ওটা হল প্রেমের হাস্যোদ্দীপক রূপ। এ প্রশ্নের বিচার করতে হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক থেকে, আরো গভীরভাবে একে বিশ্লেষণ করতে হবে।······প্রেম! প্রেমের সবই প্রহেলিকা, কী করে যে প্রেম আসে, কেমন করে বাড়ে, আবার কেমন করেই বা চলে যায়! প্রেম কখনো আসে অকস্মাৎ, সংশয়ের অবকাশ না দিয়ে, রৌদ্রদীপ্ত দিনের মত হাস্যোজ্জ্বল রূপে; কখনো বা প্রেম পাকিয়ে তোলে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত ধোঁয়ার কুণ্ডলি এবং সব যখন নিঃশেষ হয়ে যায়, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তখন সে জ্বলতে থাকে দাবানলের মত; কখনো বা সরীসৃপের মত ধীর মন্থর গতিতে প্রেম এসে হানা দেয় অন্তরের দুয়ারে, আবার কখন সে পালিয়ে যায় বাইরে! ······হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা গভীর সমস্যা। কিন্তু আজ ভালবাসে কে? ভালবাসার মত দুর্বার সাহস আছে কার?'

রুডিন যেন ধ্যানমগ্ন। সহসা জিজ্ঞাসা করল—'আচ্ছা, সেয়ারজায়কে অনেক দিন দেখি নি কেন?'

সলজ্জ নাতালিয়া মুখ নিচু করে সেলাইয়ে মন দিল; মৃদু স্বরে বলল—'জানি না ত।'

'কি চমৎকার উদার পুরুষ'—দাঁড়িয়ে উঠে বলল রুডিন—'রুশীয় ভদ্র সমাজের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।'

খুদে ফরাসী চোখের কোণ থেকে মাদাম একটা তির্যক দৃষ্টি ছুঁড়ে মারল। ঘরের এদিক থেকে ওদিক পাইচারী করতে করতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে রুডিন বলল—'লক্ষ্য করেছ যে ওই ওক গাছে—ওক বেশ শক্ত গাছ—নূতন পাতা গজাবার সাথে সাথেই পুরানো পাতা ঝরে যায়?'

'হ্যাঁ, দেখেছি'—নাতালিয়া বলল।

'ঠিক এ অবস্থায় পড়ে সবল হৃদয়ে পুরাতন প্রেম। ইতিপূর্বেই প্রেমের মৃত্যু হলেও দাঁড়িয়ে আছে সে; একমাত্র নূতন এক প্রেমই একে হটাতে পারে।'

নাতালিয়া কোন জবাব দিল না; সে ভাবছে এর অর্থ কি। রুডিন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে অবিন্যস্ত চুলগুলি পিছনে ঠেলে দিল, তার পরে চলে গেল বাইরে।

নাতালিয়া চলে গেল তার নিজের ঘরে। বিমূঢ়ভাবে অনেকক্ষণ ছোট বিছানাটিতে বসে রইল—রুডিনের শেষ কথাগুলি ভাবছে সে। হঠাৎ হাত দু'খানি একত্র করে গভীর কান্নায় ভেঙে পড়ল নাতালিয়া। কেন সে কাঁদছে কে বলতে পারে? কেন এত দ্রুতবেগে অশ্রু ঝরে পড়ছে, নিজেই সে তা' জানে না। মুছে ফেলল সে অশ্রু, কিন্তু আবার ঝরছে; বহু কাল আবদ্ধ উৎস থেকে ঝরে পড়া ঝরনার মত উচ্ছল অশ্রু ঝরে পড়ছে।

ঠিক সেদিনই রুডিনের সম্বন্ধে লেজনিয়ভের সঙ্গে পাবলোভনার

কথা হচ্ছিল।' প্রথমে পাবলোভনা লেজনিয়ভের সমস্ত আক্রমণ নীরবে সহ্য করছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথা তাকে বলতেই হল।

'দেখতে পাচ্ছি রুডিনকে আপনি ঠিক আগের মতই অপছন্দ করেন —ইচ্ছে করেই এতদিন আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি নি। কিন্তু, রুডিনের কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা' চিন্তা করবার যথেষ্ট সময় আপনি পেয়েছেন। আমি জানতে চাই কেন আপনি তাঁকে পছন্দ করেন না।'

'বেশ'—অভ্যাসগত ঔদাসীন্য নিয়ে লেজনিয়ভ বলল—' তোমার ধৈর্যের ভাণ্ডার ফুরিয়েছে দেখছি ; কিন্তু দেখো, চটে যেও না যেন।'

'আচ্ছা, আপনি বলুন ত।'

'আমার বক্তব্য শেষ পর্যন্ত বলতে দিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, আরম্ভ ত করুন।'

'বেশ।' গভীর আলস্যে কৌচের 'পরে ভেঙ্গে পড়ল লেজনিয়ভ। 'স্বীকার করছি রুডিনকে আমি পছন্দ করি না। লোকটি বড় চতুর।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

'অতি চতুর লোক সে, কিন্তু আসলে একেবারেই শূন্যগর্ভ।'

'একথা বলা খুব সহজ।'

'যদিও একেবারে ফোঁপড়া'—লেজনিয়ভ বলে চলল—'কিন্তু তাতে বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। ফোঁপড়া আমরা সবাই। সে নিষ্ঠুর অলস বা অনভিজ্ঞ বলে তার সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নেই।'

হাত দুখানি একত্রিত করে পাবলোভনা চেঁচিয়ে উঠল—'রুডিন ......রুডিন অনভিজ্ঞ ?'

'অনভিজ্ঞ'—একই স্বরে লেজনিয়ভ পুনরাবৃত্তি করল—'সে যে অন্যের খরচে বাঁচতে চায় ভাল মানুষীর ভান করে, এ সবই অতি স্বাভাবিক। কিন্তু দোষ তার এই যে তুষারের মত সে নির্জীব।'

'নির্জীব ? ওই অগ্নিময় আত্মা নির্জীব ?'

'হ্যাঁ, হিমের মত শীতল। সে জানে একথা, তাই সে তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল হবার ভান করে।' ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে লেজনিয়ভ বলতে লাগল—'খারাপ হল এই যে সে খেলছে একটা বিপজ্জনক খেলা, অবশ্য বিপদটা তার নিজের নয়। নিজের জীবনের জন্য এক টুকরো ঝুঁকিও সে ঘাড়ে নেবে না ; কিন্তু অন্যের জীবন নিয়েই ত যত বিপদ।'

'আপনি কার সম্বন্ধে কি বলছেন বুঝতে পারছি না।'

'তার দোষ হল সে প্রবঞ্চক। বুদ্ধিমান সে একশবার, নিজের কথার মূল্য তার বোঝা উচিত ; এমন ভাবে কথা বলে যেন সেগুলোর মূল্য তার কাছে অনেক। সে যে বক্তা ভাল তাতে আমি দ্বিমত নই কিন্তু তার বলার ভঙ্গী রুশীয় নয়। তা'ছাড়া, মিঠে বুলি ছেলেমানুষের পক্ষে ক্ষমার্হ, কিন্তু তার এ বয়সে নিজের কণ্ঠস্বরে আনন্দ পাওয়া এবং সেই আনন্দ প্রকাশ করা লজ্জাকর নয় কি ?'

'মনে হয়, প্রকাশ সে করুক বা নাই করুক, শ্রোতাদের পক্ষে দুই-ই সমান।'

'ক্ষমা করবে, পাবলোভনা দুই সমান নয়। কোন কোন লোকের কথা শুনলে সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হয়, আরেকজন সেই একই কথা বা তার চেয়ে মিষ্টি করে বললেও কানে লাগে না—এর কারণ কি বলতে পার ?'

'আপনার কানে হয়ত লাগে না।'

'আমারই না হয় লাগে না, যদিও আমার কান দু'টি বেশ লম্বা। কথা হচ্ছে এই যে রুডিনের কথাগুলো কেবল কথা-ই থেকে যায়, কাজে পরিণত হয় না। তা ছাড়া, শুধু কথার কচিকচি মনে কঠিন দাগ দিতে পারে এমন কি মনটা নষ্ট পর্যন্ত করে দিতে পারে।'

'আপনি কার কথা বলছেন, লেজনিয়ভ'—পাবলোভনা বলল। লেজনিয়ভ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—

'কার কথা বলছি জান ? নাতালিয়া আলেকসিভনা।'

ক্ষণিকের জন্য পাবলোভনা বিস্মিত হল, কিন্তু পর মুহূর্তেই সে হাসতে লাগল।

'সত্যি, কী সব অদ্ভুত কল্পনা আপনার মনে আসে। নাতালিয়া এখনো শিশু, তাছাড়া আপনি যা বলছেন তা যদি সত্যিই হত, তবে আপনার কি মনে হয় যে ডেরিয়া......'

'ডেরিয়া হচ্ছেন আত্ম-সুখী, নিজকে নিয়েই তিনি মশগুল। ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেবার ব্যাপারে নিজের ক্ষমতার 'পরে তার আত্ম-বিশ্বাস এত বেশী যে সে-সম্বন্ধে বিশেষ অস্বস্তি বোধ করার কথা তাঁর মাথায় আসে না। 'বাজে, কি করে তা' সম্ভব ?'—মাথাটা নেড়ে গম্ভীর দৃষ্টি নিয়ে তিনি বলবেন। ব্যস্, হয়ে গেল, আবার সকলে তার বাধ্য। মহিলাটির ধারণা এ রকমই। নিজকে তিনি মনে করেন মহাবিদুষী, ঈশ্বর জানেন আর কত কি; কিন্তু আসলে তিনি একটি বুদ্ধিহীনা সাংসারিক বৃদ্ধা ছাড়া আর কিছুই নন। কিন্তু, নাতালিয়া ত' কচি খুকিটি নয়! বিশ্বাস কর, সে চিন্তা করে, তোমার আমার চেয়ে অনেক গভীরভাবে চিন্তা করে, এবং তার অকৃত্রিম অনুরাগ-ব্যাকুল চিত্ত একজন অভিনয়-চতুর প্রেম-বিলাসীর প্রতি আকৃষ্ট হবেই। এ ত' নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার!'

'প্রেমিক! আপনি মনে করেন রুডিন প্রেম-বিলাসী ?'

'আলবাৎ! আচ্ছা, তুমিই বল ডেবিয়ার বাড়ীতে ওঁর অবস্থাটা কি রকম। পুতুলের মত নিষ্ক্রিয় জীবন, পারিবারিক ব্যাপারে তাঁর কথা যেন দৈববাণী, সংসারিক ব্যবস্থায়, গল্পে-সল্পে, ছোট-খাট বিষয়ে অযথা হস্তক্ষেপ—একি কোন মানী ব্যক্তির পক্ষে শোভন ?'

পাবলোভনা বিস্মিত দৃষ্টিতে লেজনিয়ভের পানে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ: বলল—'আপনাকে আমি জানি না, মিষ্টার লেজনিয়ভ,

আপনার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে, আপনি উত্তেজিত। আমার বিশ্বাস এর অন্তরালে কিছু লুকানো আছে।'

'ওঃ, এ রকমই হয়। তোমার বিশ্বাসজাত একটা সত্য কথা কোন মেয়েকে বল, আসল ঘটনার সঙ্গে সম্বন্ধহীন বাইরের একটা তুচ্ছ কারণ আবিষ্কার না করা পর্যন্ত সে স্বস্তি পাবে না; তুমিও দেখছি ঠিক সেভাবেই কথা বলছ।'

পাবলোভনা চটে গিয়ে বলল—'বাঃ! বাঃ! মঁসিয়ে লেজনিয়ভ, আপনিও দেখছি পিগাসভের মত নারী-বিদ্বেষী হয়ে উঠলেন। আপনি মর্মভেদী, যা ইচ্ছে তাই বলতে পারেন। আপনি সকলকেই বোঝেন, সব ব্যাপারই বোঝেন—এ কথা বিশ্বাস করতে আমি অপারগ। মনে হয় আপনি ভুল করছেন।'

'না। কথা হচ্ছে যে এই লোকটি তার সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি নিয়েও···।'

'বেশ বেশ! কি হল তারপর? কথাটা শেষ করুন···কি অবিবেচক ভয়ঙ্কর লোক আপনি!'

লেজনিয়ভ দাঁড়িয়ে উঠল।

'শোন, পাবলোভনা! অবিবেচক তুমি, আমি নই। রুডিনের তীব্র সমালোচনা করছি বলেই তুমি আমার 'পরে এত ক্রুদ্ধ হয়েছ। ওঁর সম্বন্ধে নির্মম সমালোচনা করাব অধিকার আমার আছে। এই অধিকার লাভের জন্য আমাকে হয়ত কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে। ওকে আমি ভাল করেই চিনি, বহুদিন আমরা একত্র বসবাস করেছি। তোমার মনে আছে, আমাদের মস্কোর জীবন সম্বন্ধে তোমাকে কোনদিন বলব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। স্পষ্টত তাই এখন আমি বলব। কিন্তু আমার সব কথা আদ্যোপান্ত শোনার ধৈর্য তোমার থাকা চাই।'

'বলুন, আপনি বলুন।'

'তা হলে ভালই।'

লেজনিয়ভ পরিমিত পদক্ষেপে ঘরের মধ্যে পাইচারী করতে লাগল মাথা নীচু করে, কথনো বা স্থির হয়ে রইল দাঁড়িয়ে।

'তুমি হয়ত জান, হয়ত বা জান না যে অতি ছেলেবেলায় আমি বাবা মাকে হারাই। সতেরো বছর বয়সের সময় আমার মাথার ওপরে কোন অভিভাবক ছিল না। মস্কোতে এক পিশীর বাড়ীতে থাকতাম আর যা ইচ্ছে তাই করতাম। ছেলে বয়সে আমি ছিলাম নির্বোধ ও দাম্ভিক, গর্ব করতে, আড়ম্বর দেখাতে ভালবাসতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেও আমার ছেলেমানুষী গেল না, ফলে শীগ্‌গিরই একটা হাঙ্গামায় পড়ে গেলাম। ঘটনাটা তোমাকে বলব না, বলার মত নয়। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটা বিরাট মিথ্যা বলেছিলাম, একটা লজ্জাকর মিথ্যা। সব কথা ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ল, আমিও বেজায় লজ্জিত হলাম। মাথা স্থির করতে না পেরে শিশুর মত কেঁদে ফেললাম। এটা ঘটেছিল এক বন্ধুর বাড়ীতে, একদল সহপাঠীর সামনে। সকলেই আমাকে উপহাস করতে লাগল, শুধু একজন ছাড়া—যে সকলের চেয়ে বেশী অসন্তুষ্ট হয়ে ছিল যতক্ষণ আমি জেদ করছিলাম আমার কপটতা স্বীকার করব না বলে। হয়ত আমার প্রতি তার অনুকম্পা হল; যাইহোক, আমার হাত ধরে আমাকে সে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল।'

'তিনি কি রুডিন'—পাবলোভনা জিজ্ঞাসা করল।

'না, রুডিন নয়। সে ছিল······আজ সে মৃত······সে ছিল অনন্যসাধারণ। নাম ছিল তার পোকোর্স্কি। স্বল্প কথায় তার সঠিক বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত, কিন্তু একবার তার কথা বলতে সুরু করলে অন্য কারো কথা বলা হয়ে ওঠে না। তার মত উদার পবিত্র হৃদয়, এত বুদ্ধি এ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। সে থাকত একটা অপরিসর নীচু ঘরে, একটা পুরাতন কাঠের বাড়ীর চিলেকোঠায়। সে

ছিল অতি দরিদ্র, সামান্য শিক্ষকতা করে কায়ক্লেশে দিন কাটাত। কখনো বা বন্ধুবান্ধবদের এক আধ কাপ চা দেবার সাধ্যও তার থাকত না। তার ঘরে ছিল একটিমাত্র সোফা, এমন ভাঙা যে তাতে বসলে মনে হত স্লেন জাহাজে চড়েছি। কিন্তু এত অসুবিধা সত্ত্বেও বহু লোক তার সঙ্গে দেখা করতে যেত। সকলেই তাকে আন্তরিকভাবে ভালবাসত, সকলের হৃদয় সে আকর্ষণ করত। তুমি বিশ্বাস করবে না, তার সেই দারিদ্র্য-জর্জর অপ্রশস্ত ঘরটিতে বসে কি এক অনির্বচনীয় মধুর আনন্দ যে আমরা উপভোগ করতাম! এখানেই রুডিনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। এর আগেই রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটেছিল।'

'পোকোর্স্কির মধ্যে কি ছিল যা এত অনন্যসাধারণ?'--পাবলোভনা জিজ্ঞাসা করল।

'কী করে বলব? কাব্য ও সত্য—এই দু'টোই আমাদের সকলকে তার কাছে টেনে নিয়ে যেত। সুপরিস্ফুট ও সুবিস্তৃত বুদ্ধি-প্রাথর্য থাকা সত্ত্বেও সে ছিল শিশুর মত মিষ্টি ও সরল। এখনো তার অকুণ্ঠিত হাসির উচ্ছল তরঙ্গধ্বনি আমার কানে বাজছে।'

'তিনি কথা বলতেন কেমন?' পাবলোভনা আবার জিজ্ঞাসা করল।

'আবেশে থাকলে বলত ভালই কিন্তু কিছু অসাধারণ নয়। তখনই রুডিন ওর চেয়ে বিশগুণ ভাল বক্তা ছিল।'

হাত দু'টো মুষ্টিবদ্ধ করে লেজনিয়ভ দাঁড়িয়ে উঠল।

'পোকোর্স্কির চরিত্র ছিল রুডিনের ঠিক বিপরীত। রুডিনের ছিল উচ্ছ্বাস, ছিল ঔজ্জ্বল্য, আর ছিল বাকপটুতা, হয়ত তার চেয়ে বেশী উৎসাহ। তাকে দেখে পোকোরস্কির চেয়ে বেশী গুণী বলে মনে হত। কিন্তু সত্যিকারের তুলনায় সে ছিল অকিঞ্চিৎকর। রুডিন ছিল ভাব-সমৃদ্ধিতে অভিনব, যুক্তি-চাতুর্যে অপরাজেয়; কিন্তু তার ভাবসমূহ নিজস্ব ছিল না, অন্যের কাছ থেকে ধার করা—বিশেষত পোকোর্স্কির কাছ থেকে।

পোকোরুস্কি ছিল প্রশান্ত, কোমল—শরীরেও দুর্বল; সে ছিল এত নারী-প্রিয় যে তাতে তার মাঝে মাঝে চিত্ত-বিভ্রান্তি ঘটত; সে ছিল মনোবিক্ষেপের অনুরাগী; কারো অপমান সে গায়ে মাখত না। রুডিনকে মনে হত অগ্নিময় ভাস্কর, সাহস ও জীবনের প্রতীক, কিন্তু অন্তরে সে ছিল নির্জীব ও ভীরু; তার গর্বে আঘাত না লাগা পর্যন্ত সে থামত না কিছুতেই। সর্বদা সে সকলের ওপরে উঠতে চেষ্টা করত, সাধারণ নীতিতত্ব ও ভাবরাশির দৌলতে উঠেও ছিল, এবং বাস্তবিক অনেক লোককেই সে প্রভাবান্বিত করেছিল। কিন্তু সত্যি বলতে কি, ভালবাসত না কেউ তাকে—হয়ত একমাত্র আমিই ছিলাম তার প্রতি আকৃষ্ট। তার প্রতিভাব সামনে মাথা নত করলেও সকলেই অন্তরে অন্তরে ভালবাসত পোকোরুস্কিকে। যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা বা তর্ক করতে তার আপত্তি ছিলনা। খুব বেশী পড়াশোনা সে করেনি, তবে পোকোরুস্কি বা অন্য সবার চেয়ে অনেক বেশী ত বটেই। তাছাড়া তার ছিল সুসংবদ্ধ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং বিস্ময়কর স্মরণশক্তি। তরুণ মনের 'পরে এদের কি প্রভাব! তরুণেরা চায় সকলকে সমশ্রেণীভুক্ত করতে, একটা সিদ্ধান্ত গড়তে—প্রয়োজন হলে একটা ভুল সিদ্ধান্তও চলতে পারে হয়ত, কিন্তু সিদ্ধান্ত একটা চাই-ই। সম্পূর্ণ সহৃদয় লোক নিয়ে তাদের পোষায় না। তরুণদের বলে দেখ যে নির্ভেজাল সত্য আবিষ্কার করা সম্ভব নয়, তোমার কথা তারা মানবেই না। কিন্তু এদিকে তাদের তুমি ঠকাতেও পারবে না। তোমাকে অর্ধেক বিশ্বাস করতেই হবে যে সত্যের খবর তুমি রাখ। সেজন্যই আমাদের সকলের 'পরে রুডিনের প্রভাব ছিল অসীম। এইমাত্র বললাম যে রুডিন পড়াশোনা বিশেষ করেনি, কিন্তু দার্শনিক গ্রন্থ কিছু কিছু পড়েছিল, ফলে তার ধীশক্তি তৈরী হয়েছিল এমন যে পঠিত বিষয় থেকে সাধারণ নীতিগুলি সে তৎক্ষণাৎ আহরণ করতে পারত, বস্তুর মূল শিকড় পর্যন্ত

পৌঁছে সর্বদিক থেকে একটা সিদ্ধান্ত নির্ণয় করতে পারত, আর করত গভীর সুসংবদ্ধ কতগুলি চিন্তাধারার সন্ধান, হৃদয়ের সামনে সে মেলে ধরত একটা সুপ্রসারিত দিগ্‌বলয়। আমাদের দলটা ছিল—বললে অন্যায় হবে না—ছেলেদের, অনভিজ্ঞ ছেলেদের দল। দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, এমন কি জীবন—সবই ছিল আমাদের বাক্যসর্বস্ব; হ্যাঁ, ভাবও ছিল—মনোমুগ্ধকর, জমকালো ভাবরাশি—কিন্তু বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন। এ সব ভাবের সাধারণ সম্বন্ধ, বিশ্বের সাধারণ নীতি, ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞান ছিল না, এদের সঙ্গে কোন সম্পর্কও ছিল না, যদিও অসংবদ্ধভাবে এ সম্বন্ধে আমরা আলোচন করতাম এবং নিজেদের উপযোগী একটা ধারণার সৃষ্টি করতে সচেষ্ট ছিলাম। রুডিনের কথা শুনে সেই প্রথম আমাদের মনে হল যেন অবশেষে আমরা ধরতে পেরেছি, সাধারণ সম্বন্ধটা বুঝতে পেরেছি, যেন এতদিনে চোখের সামনে থেকে একটা পরদা সরে গেল! স্বীকার করতাম যে মৌলিক কিছুই সে বলছে না, তবু তাতে কি? আমাদের জানা সব বিষয়ে যেন একটা শৃঙ্খলা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হল, সমস্ত অসংলগ্ন বিষয় যেন একটা সুসংবদ্ধ পূর্ণতা পেল; সেগুলি যেন নব রূপ ধারণ করে চোখের সামনে একটা সুরম্য সৌধের মত গড়ে উঠল···সর্বস্থানে সর্ববিষয়ে এল আলো ও প্রেরণা··· অর্থহীন বা রূপহীন বলে কিছু আর রইল না। প্রত্যেক বিষয়েই একটা সুপরিকল্পিত রূপ ও সৌন্দর্য প্রতিভাত হল, প্রত্যেক বস্তুতে একটা সুপরিস্ফুট কিন্তু অলোকগ্রাহী অর্থ প্রযুক্ত হল। জীবনের প্রতিটি ঘটনা হয়ে উঠল ছন্দোবদ্ধ, আর কী রকম এক পবিত্র ভীতি, শ্রদ্ধা ও মধুর আবেগ নিয়ে আমরা যেন নিজেদেরকে শাশ্বত সত্যের প্রাণবন্ত পরিবাহক বলে মনে করতে লাগলাম, তার সাধনযন্ত্র যেন নির্দিষ্ট হয়েছিল মহান কোন······তোমার কাছে এগুলি কেমন বিসদৃশ মনে হচ্ছে না?'

'মোটেই না'—স্মিত কণ্ঠে পাবলোভনা বলল—'তা মনে করছেন

কেন? আপনার সব কথা বুঝতে না পারলেও বিশদৃস বলে ত মনে হচ্ছে না।'

'অবশ্য তারপরে আরো অভিজ্ঞ হবার সময় আমরা পেয়েছিলাম; সে সবই এখন শিশুসুলভ পাগলামি বলে মনে হতে পারে……কিন্তু, আবার বলছি, তখন আমরা রুডিনের কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী ছিলাম। পোকোর্স্কি যে তার চেয়ে অতুলনীয়ভাবে মহত্তর ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই; সে দিয়েছিল আমাদের জীবনের উত্তাপ ও শক্তি, কিন্তু নিজে থাকত বিমর্ষ ও মৌন হয়ে। সে ছিল দুর্বল, কৃশকায়, কিন্তু পাখা যখন মেলত—হায় ভগবান—তখন সে উড়ে যেত সুনীল নভের উচ্চতম স্তর পর্যন্ত। সুপুরুষ ও মর্যাদাবান হলেও রুডিনের মধ্যে বহু নীচতা স্থান পেয়েছিল; সে নিজেই ছিল একটা আড্ডাস্থল; প্রত্যেক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে, সাজিয়ে গুছিয়ে বিশ্লেষণ করতে সে বড় আনন্দ পেত। হুজুগে কাজকর্মের অভাব তার হত না; স্বভাবটা ছিল কূটনীতিবিদের মত। তখন সে যে রকম ছিল ঠিক সেভাবেই তার বর্ণনা দিচ্ছি। দুর্ভাগ্যবশত আজও তার পরিবর্তন হয় নি, এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও তার মতবাদের কোন পরিবর্তন হয় নি। তার সম্বন্ধে অবশ্য সকলেই এ কথা বলতে পারে না।'

'বসুন'—পাবলোভনা বলল,—'ঘড়ির দোলকের মত ঘুরছেন কেন?'

'এই-ই আমার ভাল লাগে। যাক, পোকোরস্কির দলে আসার পরে, সত্যি বলছি পাবলোভনা, আমি একেবারে বদলে গেলাম; বিনয়ী এবং পড়ুয়া হয়ে উঠলাম, বিস্তর পড়াশোনা করলাম, সুখী এবং শ্রদ্ধাবান হলাম—মোটকথা, মনে হল যেন একটা পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করেছি। সত্যিই, আমাদের সেই সম্মেলনের কথা স্মরণ করলে মনে হয় তাতে অনেক কিছুই ছিল যা সুন্দর, যা হৃদয়গ্রাহী। একবার ভাব ত, পাঁচ ছ'টি ছেলে একত্র হয়েছে, একটা মোমবাতি জ্বলছে,

কি ভীষণ কড়া চা আর স্বাদহীন কেক—দারুণ বিস্বাদ। কিন্তু তুমি যদি শুধু আমাদের প্রসন্নদীপ্ত মুখগুলো দেখতে, শুনতে আমাদের আলাপ আলোচনা! আমরা যখন ঈশ্বর, সত্য, মানবের ভবিষ্যৎ, কাব্য, ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করতাম তখন আমাদের চোখগুলো হয়ে উঠত উৎসাহে উজ্জ্বল, কপোল রক্তিম আর হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে স্পন্দিত।······অনেক সময় অবশ্য আমাদের কথাবার্তা হত সামঞ্জস্যহীন, আজে বাজে কথা নিয়ে আমরা মেতে উঠতাম, কিন্তু তাতেই বা কি? আড়াআড়িভাবে পা রেখে পোকোরস্কি বসে থাকত, বিবর্ণ গাল হাতের মধ্যে রেখে, চোখ থেকে যেন ফুটে বেরোত আলোর ছটা। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথা বলত রুডিন, চমৎকার বলত—যেন মন্দ্রিত মহাসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে ডেমস্থিনিস্ বক্তৃতা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে কেউ হয়ত উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে বাহবা দিয়ে উঠত, কেউ বা গভীর মনোযোগ দিয়ে তার প্রতিটি কথা হাঁ ক'রে গিলত, আবার কারো কারো শান্ত সৌম্য মুখ থেকে মুচ্‌কি হাসির চমক রেখা ফুটে উঠত। এমনিভাবে কোথা দিয়ে যে উড়ে যেত সারা রাতটা! সভা ভাঙত, আকাশে তখন প্রথম উষার ধূসর আলো দেখা দিয়েছে—হৃদয় আমাদের বিমুগ্ধ, আনন্দে বিভোর, বাসনায় রঞ্জিত, গাম্ভীর্য মণ্ডিত—সুমিষ্ট ক্লান্তিজড়িত মন······আকাশের তারার পানে চাইতাম একটা আত্ম-প্রত্যয় নিয়ে—তারাগুলো যেন নিকটতর হয়েছে, আরো বোধগম্য হয়েছে। আঃ, কি মহিমাময় দিনগুলিই গেছে! আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না যে সেই দিনগুলি ব্যর্থ হয়েছে। না, ব্যর্থ হয় নি, কিছুতেই না—পরবর্তীকালে যাদের জীবনে নেমেছে ম্লান ছায়া, তাদের কাছেও ব্যর্থ হয় নি সেই সোনার স্বপন মাখা দিনগুলি। কত সময় পুরানো কলেজ-বন্ধুদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তাদের দেখে তোমার মনে হবে তারা যেন পশুত্বের পর্যায়ে নেমে গেছে, কিন্তু তাদের

কাছে শুধু পোকোরস্কির নাম উচ্চারণ করলেই দেখবে যে তাদের অন্তরে সুপ্ত সুমনোবৃত্তির প্রতিটি শিখা তখনি যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। একটা ধূলি-মলিণ তিমির-কৃষ্ণ ঘরে যেন একটা বিস্মৃত আতরের শিশির ছিপি খোলা হল।'

লেজনিয়ভ নীরব হল—তার বিবর্ণ আননে রক্তরাগ দেখা দিয়েছে।

"আপনার সঙ্গে রুডিনের ঝগড়ার কারণ কি?'—বিস্ময়-মাখা দৃষ্টিতে লেজনিয়ভের পানে চেয়ে পাবলোভনা জিজ্ঞাসা করল।

'তার সঙ্গে আমি ঝগড়া করি নি, কিন্তু তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম তখনই যখন বিদেশে অন্তরঙ্গভাবে তাকে জানার সুযোগ পেলাম। কিন্তু মস্কোতেই তার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে পারতাম।'

'কেন?'

'ব্যাপারটা হল এই। আমি……কি করে তোমাকে বলি? আমার চেহারার সঙ্গে এটা যে একেবারেই খাপ খায় না; তবুও বলি, আমি সহজেই প্রেমে পড়ে যেতাম।'

'আপনি?'

'হ্যাঁ, আমিই। ভারি মজার কথা, না? কিন্তু সত্যিই তাই। সে সময়ে আমি একটি অতি সুশ্রী যুবতী মেয়ের প্রেমে পড়লাম……আরে, অমন করে চেয়ে আছ কেন? আমার নিজের সম্বন্ধে তোমাকে আরো কিছু বলতে পারি যা এর চেয়েও অনেক বেশী বিস্ময়কর।'

'সে কিছুটা কি জানতে পারি কি?'

'ওঃ, ব্যাপারটা এই। সে সময়ে মস্কোতে প্রতি রাত্রে এক স্থানে মিলিত হতাম—কার সঙ্গে ভাব ত। আমার বাগানের শেষ প্রান্তে একটা কচি লাইম গাছের সঙ্গে। তার লালিত্যময় চিকণ গুঁড়িটাকে আমি আলিঙ্গন করতাম—মনে হত যেন প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করছি: হৃদয় আমার দ্রবীভূত হয়ে যেত, বিস্তারিত হত, যেন

আমার অন্তর সত্যি সত্যিই সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে বিলীন হয়ে যেত। আমি ছিলাম তখন এরকমই। তুমি বোধ হয় ভাবছ আমি তখন কবিতা লিখতাম কিনা? ম্যানফ্রেডের অনুকরণে আমি একটা সম্পূর্ণ নাটক পর্যন্ত লিখে ফেলেছিলাম। কিন্তু বলছিলাম আমার প্রেমের কথা। একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল……'

'তা হলে লাইম গাছের সঙ্গে মিলিত হওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, ছেড়ে দিয়েছিলাম। মেয়েটি ছিল ভারি মিষ্টি আর সুস্বভাবা, তার ছিল স্বচ্ছ প্রাণময় দু'টো চোখ আর অনিন্দ্য কণ্ঠস্বর।'

'সুন্দর বর্ণনা দিলেন কিন্তু মেয়েটির'—স্মিত হাস্যে বলল পাবলোভনা।

'তুমি এমন কড়া সমালোচক। যাক, এই মেয়েটি থাকত তার বৃদ্ধ বাপের সঙ্গে। সবিস্তারে সব কথা বলতে চাই না, শুধু এটুকুই বলি যে মেয়েটি ছিল এতই কোমলমনা যে আধ কাপ চা চাইলে সে এনে দিত কানায় কানায় ভরা এক কাপ চা। ওকে প্রথম দেখার দু'দিন পরে আমি পাগল হয়ে গেলাম ওর জন্যে, সাতদিনের দিন আমি আর চেপে রাখতে পারলাম না, সব কথা রুডিনকে খুলে বললাম। তখন আমি ছিলাম রুডিনের সম্পূর্ণ প্রভাবাধীনে, আর সত্যি বলতে, তার প্রভাব বহুলাংশে আমার মঙ্গলই করেছিল। একমাত্র সে-ই আমাকে ঘৃণা করে নি, বরং আঘাত দিয়ে আমাকে দৃঢ় করতে চেষ্টা করেছিল। পোকোরস্কিকে আমি ভালবাসতাম গভীরভাবে, তার আত্মিক পবিত্রতার সামনে কি রকম একটা শ্রদ্ধা অনুভব করতাম; কিন্তু রুডিনের সাথে মিশতাম অন্তরঙ্গ হয়ে। সে যখন আমার প্রেমের কাহিনী শুনল তখন একটা অবর্ণনীয় উচ্ছ্বাসে ক্ষেপে উঠল সে, আমাকে সম্বর্ধনা জানাল, বুকে চেপে আলিঙ্গন করল এবং তখনি আমার সেই নব পরিবর্তনের মাহাত্ম্য বিচার করে তার গুণাগুণ

বিশ্লেষণে লেগে গেল। তুমি ত জান কেমন চমৎকার সে বলে। তার কথাগুলি আমার মনের 'পরে একটা অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করল। তখনি আমার দৃষ্টিতে একটা বিস্ময়ের ভাব এনে ফেললাম, তার ওপরে একটা বাহ্য গাম্ভীর্যের আবরণ টেনে এনে হাসতে হাসতে চলে এলাম। স্পষ্ট মনে আছে; সে সময়ে আমি অতি সাবধানে চলাফেরা করতাম, যেন আমার মধ্যে রয়েছে একটা পবিত্র পাত্র, অমূল্য তরল পদার্থে পরিপূর্ণ, আর সেগুলি উপ্‌চে পড়ার ভয়ে আমি একান্ত ভীত। আমি সুখী হয়েছিলাম, বিশেষ করে যখন দেখতে পেলাম সে-মেয়েটির দৃষ্টিতে করুণার ছায়া। রুডিন আমার প্রণয়িনীর সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিল এবং আমি নিজেও ওকে তার কাছে নিয়ে যাবার জন্য জোর-জবরদস্তি করেছিলাম।'

'আঃ, বুঝতে পেরেছি ব্যাপারখানা কি'—পাবলোভনা বাধা দিয়ে বলল। 'আপনার মনোমোহিনী প্রিয়ার কাছ থেকে রুডিন আপনাকে হটিয়ে দিয়েছিল; তাই আজ পর্যন্ত তাকে আপনি ক্ষমা করতে পারেন নি।'

'ভুল করলে, পাবলোভনা। সে আমাকে হটায় নি, হটাতে চেষ্টাও করেনি। তবুও সে আমার সমস্ত সুখের ভাণ্ডার নিঃশেষ করে দিয়েছিল, যদিও ঠাণ্ডা মাথায় সব কথা বিচার করে এজন্য তাকে আজ আমি ধন্যবাদ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তখন আমার প্রায় মনোবিভ্রান্তি ঘটেছিল।.........

'রুডিন একটুও চায় নি আমায় দুঃখ দিতে—চেয়েছিল ঠিক বিপরীত। কিন্তু প্রজাপতিকে যেমন বাক্সের মধ্যে পিন্ দিয়ে গাঁথা হয় তেমনি প্রতিটি আবেগ—নিজের বা পরের—শুধু কথার বাঁধন দিয়ে বাঁধবার বদ্‌অভ্যাসের দরুণ সে আমাদের বোঝাতে সুরু করল আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, কি ভাবে পরস্পরের সাথে আমরা ব্যবহার

করব, ইত্যাদি, এবং আমাদের ভাব ও কল্পনার একটা হিসেব নিকেশ নেবার জন্ত আমাদেরকে বাধ্য করল অনেকটা যথেচ্ছভাবে; আমাদের সে প্রচুর প্রশংসা করল, আবার নিন্দাও করল, এমন কি এ নিয়ে আমাদের সঙ্গে চিঠিপত্র লিখতে সুরু করল। ভাব ত ব্যাপারখানা একবার! যাক, শেষকালে আমাদের মধ্যে মনোমালিন্ত সৃষ্টি করতে সে সফল হল। মেয়েটিকে আমি বিয়ে করতাম কিনা সন্দেহ (তখনো আমার ততটুকু কাণ্ডজ্ঞান ছিল), কিন্তু কয়েকটা দিন ত আমরা মহানন্দে কাটাতে পারতাম! কিন্তু এরপরে আমাদের সম্বন্ধটা হয়ে দাঁড়াল একটু প্রয়াস-সাধ্য। নানারকম মতবিরোধের কারণ এসে উপস্থিত হল। এ ঘটনার যবনিকা টানল রুডিন স্বয়ং—এক সুপ্রভাতে সে এল আমার কাছে এই বারতা নিয়ে যে সব কথা মেয়েটির বৃদ্ধ পিতাকে জানান বন্ধু হিসাবে তার একান্ত কর্তব্য; এবং তাই সে করল।'

'বলেন কি? একি সম্ভব!'—পাবলোভনা চেঁচিয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, এবং করল আমার সম্মতি নিয়ে। এটাই সব চেয়ে বিস্ময়কর! এখনো আমার মনে পড়ে আমার মাথায় তখন কি দুর্যোগ! সব কিছুই যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে; ক্যামেরার অস্পষ্ট ছবির মত সব কিছু উলটো দেখতে লাগলাম—সাদাকে কালো, কালোকে সাদা; মিথ্যা হল সত্য, খেয়াল হয়ে দাঁড়াল কর্তব্য। আঃ, এখন ও সব কথা মনে হলে লজ্জা পাই। রুডিন কিন্তু কোনদিন শ্রান্ত হয় নি—এক বিন্দুও না। সব রকম মতভেদ ও সংশয়ের মধ্যেও সে উড়ে যেত, পুকুরের ওপর দিয়ে চটক পাখী যেমন উড়ে যায়।'

'সুতরাং, মেয়েটির সঙ্গ আপনি ত্যাগ করলেন'—শান্তভাবে মাথাটা হেলিয়ে ভ্রূ-যুগল উত্তোলিত করে পাবলোভনা জিজ্ঞাসা করল।

'আমরা অবশেষে বিদায় নিলাম—সে এক নিদারুণ বিদায়ের পালা,

ভীষণ বিশ্রী আর প্রকাশ্য, সম্পূর্ণ অনাবশ্যকভাবে প্রকাশ্য……আমি নিজে কাঁদলাম, সে-ও কাঁদলো—আর কি হল আমার মনে নেই। এ যেন একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন বাঁধা হয়েছিল, একে ছিঁড়তে হবে, কিন্তু ছেঁড়াই যে বেদনাদায়ক! যাই হোক, দুনিয়াতে সবই হয় মঙ্গলের জন্য। খুব ভাল একটি ছেলেকে সে বিয়ে করেছে, বেশ সুখে শান্তিতে আছে।'

'কিন্তু স্বীকার করুন যে আজ পর্যন্ত রুডিনকে আপনি ক্ষমা করতে পারেন নি'—পাবলোভনা বলতে যাচ্ছিল।

'মোটেই না'—বাধা দিয়ে বলল লেজনিয়ভ—'কেন, রুডিন যখন বিদেশে যায় আমি তখন শিশুর মত কেঁদেছি। তখনো, সত্যি বলতে, আমার অন্তরে সেই বিষের বীজ লুকান ছিল। এর পরে যখন তার সঙ্গে আমার দেখা হয় বিদেশে…আমার তখন বয়স হয়েছে……তখনই রুডিনের প্রকৃত স্বরূপ আমার চোখে ধরা পড়ে।'

'তখন ওঁর মধ্যে কি দেখলেন?

'এতক্ষণ ধরে তোমায় যা বলছিলাম তাই। কিন্তু অনেক হয়েছে তার সম্বন্ধে। হয়ত সবই ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে শুধু এ কথাই বোঝাতে চেয়েছিলাম যে আমি যদি তার সম্পর্কে প্রতিকূল বিচার করে থাকি তবে সেটা তাকে না জানার দরুণ নয়।……নাতালিয়ার সম্বন্ধে আর কিছু আমি বলব না, তুমি তোমার ভাইকে লক্ষ্য কর।'

'আমার ভাই? কেন?'

'কেন? তার দিকে একবার চেয়ে দেখ। তোমার চোখে কি কিছুই পড়ে নি?'

পাবলোভনা দৃষ্টি নত করল।

'ঠিকই বলেছেন; সত্যি, কিছুদিন থেকে দাদা যেন আর নিজের মধ্যে নেই। কিন্তু আপনি কি সত্যিই মনে করেন……'

'চুপ! সে আসছে মনে হল'—মৃদুস্বরে লেজনিয়ভ বলল—'বিশ্বাস

কর, নাতালিয়া ছেলেমানুষটি নয়, যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে সে শিশুর মতই অনভিজ্ঞ। তুমি দেখো, এই মেয়েটি আমাদের সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দেবে।'

'কি করে?'

'ওঃ, এমনি করে—তুমি জান যে ঠিক এ ধরণের মেয়েরাই ডুবে মরে বা বিষ খায়? ওর শান্ত প্রকৃতি দেখে ভুল বুঝো না। মেয়েটি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, এবং ওর চরিত্র······ওঃ!'

'মনে হয় কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে আপনি উড়তে চান। আপনার মত ঠাণ্ডা লোকের তুলনায় আমাকেও আগ্নেয়গিরির মত মনে হয়।'

'ওঃ, না'—মৃদু হেসে লেজনিয়ভ প্রতিবাদ করল। 'আর, চরিত্র সম্পর্কে—তোমার কোন চরিত্রের বালাই নেই। ঈশ্বরকে এ জন্য ধন্যবাদ!'

'এটা কি রকম ঔদ্ধত্য?'

'এটা? বিশ্বাস কর, এটা সব চেয়ে বড় অভিনন্দন।'

সেয়ারজায় ঘরে এসে বন্ধু ও বোনের দিকে সন্দেহমিশ্রিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কতক্ষণ। সম্প্রতি সে রোগা হয়ে গেছে। এরা উভয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল, সে কিন্তু তাদের হাসি উপহাসের প্রত্যুত্তরে শুধু মৃদু মৃদু হাসতে লাগল—দৃষ্টি তার একটা বিষাদক্লিষ্ট খরগোসের মত। কিন্তু পৃথিবীতে কোন মানুষকে জীবনের কোনদিন বোধ হয় এর চেয়ে বেশী বিষণ্ণ দেখা যায় নি। সেয়ারজায়ের মনে হল নাতালিয়া যেন তার কাছ থেকে ক্রমশঃ দূরে চলে যাচ্ছে, আর সেই সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীটা যেন তার পায়ের তলা থেকে ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছে।

—সাত—

পরের দিন ছিল রবিবার। নাতলিয়া শয্যা ছেড়েছে দেরী করে। শনিবার সারাটি দিন সে ছিল মৌন, চোখের জলের জন্য গোপনে সে হয়েছিল লজ্জিত, ঘুমটা হয়েছে ভারি বিশ্রী। অর্ধ-সজ্জিত অবস্থায় পিয়ানোতে বসে সে দু'একটা সুর বাজাল—মাদামের ঘুম ভাঙবার আশঙ্কায় বাজাল অতি মৃদু সুরে, তারপরে পিয়ানোর শীতল চাবি-গুলির ওপরে কপাল রেখে বহুক্ষণ সে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল। সে ভাবছে স্বয়ং রুডিনের কথা নয়, তার উচ্চারিত কোন কোন কথা। নিজের চিন্তায় সে বিভোর; সেয়ারজায়ের কথাও দু'একবার তার মনে হল। সে জানে সেয়ারজায় ওকে ভালবাসে। কিন্তু মুহূর্তের বেশী সেয়ারজায়ের কথা কোনদিন তার মনে স্থান পায়নি······অদ্ভুত একটা বিক্ষোভ সে অনুভব করে। বেলা বাড়লে তাড়াতাড়ি সাজসজ্জা সেরে সে নিচে চলে এল, মাকে সুপ্রভাত জানিয়ে সুযোগ বুঝে একলা চলে গেল বাগানে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলেও দিনটা ছিল গরম, উজ্জ্বল ও রৌদ্রদীপ্ত। পাতলা বাষ্প-ভরা মেঘের দল নির্মল আকাশে ধীরে ধীরে ভেসে বেড়াচ্ছে, কখনো বা সূর্য-দেবকে ঢেকে ফেলছে, কখনো আবার হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি ঢেলে তখনি থেমে যাচ্ছে। হীরকের মত চক্‌চকে ঘনধারায় বৃষ্টির ফোঁটা দ্রুতবেগে ঝরে পড়ছে কি রকম নিষ্প্রাণ ধপ্‌ধপ্‌ শব্দ করে! ঝক্‌ঝকে ফোঁটাগুলির মধ্য দিয়ে সূর্যকিরণ ছড়িয়ে পড়ছে; বাতাসে আন্দোলিত ঘাসের ডগাগুলি যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে আর্দ্রতা পান করছে। বারি-সিক্ত তরুলতা অবসন্নভাবে পত্র-পল্লব দোলাচ্ছে। পাখীর কল

কূজন; তাদের সম্মিলিত কলধ্বনি বারি-প্রবাহের নব গুঞ্জন ও অপরিস্ফুট কলরোলের সাথে মিশে শোনাচ্ছে ভারি মিষ্টি। ধূলিবিকীর্ণ পথে বাষ্প উঠছে, ঘন ফোঁটাগুলির তীক্ষ্ণ আঘাতে পথগুলি হয়েছে ঈষৎ চিহ্নিত। ক্ষণপরে কেটে গেল মেঘ, মন্দ মলয় কাঁপন দিল। ঘাসের রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল পান্না ও সোণার রঙ-বাহার। সিক্ত সংবদ্ধ পত্র-সমন্বিত বৃক্ষগুলিকে আরো স্বচ্ছ দেখাচ্ছে। দিকে দিকে জেগে উঠল মেহ্বর সুবাস।

নাতালিয়া যখন বাগানে এল আকাশ তখন সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত হয়ে গেছে। সারা আকাশটা মাধুর্য ও শান্তিতে ভরে উঠেছে—চারদিকে ঘিরে আছে মনোরম স্বর্গীয় শান্তি যার মাঝে মানুষের মন একটা অবর্ণনীয় বাসনা ও গোপন আবেগের সুমিষ্ট অবসাদে আবিষ্ট হয়ে ওঠে।

পুকুরের তীরে পপ্‌লার গাছের সুদীর্ঘ রূপালি সারির ধারে ধারে নাতালিয়া বেড়াতে লাগল। সহসা, মাটি ফুঁড়ে ওঠবার মত, তার সামনে এসে দাঁড়াল রুডিন। নাতালিয়া হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তার মুখের পানে চেয়ে রুডিন বলল—'তুমি একা?'

'হ্যাঁ, একা'—নাতালিয়া বলল—'কিন্তু আমি ফিরে যাচ্ছিলাম; এ সময়ে আমি বাড়ীতেই থাকি।'

'চল তোমার সঙ্গে যাই।'

নাতালিয়ার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল সে।

'তোমাকে যেন একটু বিষণ্ণ দেখাচ্ছে'—রুডিন বলল।

'আমি···আমিই এখনি বলতে যাচ্ছিলাম যে আপনিই যেন মেজাজ হারিয়ে ফেলেছেন।'

'হয়ত তাই—এরকম আমার প্রায়ই হয়। তোমার চেয়ে আমার পক্ষে এ অপরাধ বেশী ক্ষমার্হ।'

'কেন? আপনি কি মনে করেন যে বিমর্ষ হবার মত আমার কিছুই নেই?'

'এ বয়সে তোমার জীবনে সুখ থাকা উচিত।'

নাতালিয়া কয়েক পা নীরবে এগিয়ে গেল।

'রুডিন'—

'কি?'

'মনে আছে কাল যে উপমাটা দিয়েছিলেন—মনে আছে সেই ওক গাছের কথা?'

'হ্যাঁ, মনে আছে। কেন?'

নাতালিয়া লুকিয়ে একবার রুডিনের পানে চাইল।

'কেন আপনি……ওই উপমা দিয়ে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন?'

রুডিন মাথা নত করে দূরের পানে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

'নাতালিয়া'—যে গভীর ও পরিপূর্ণ কণ্ঠস্বর তার বিশেষত্ব, যা শ্রোতাদের সর্বদা বিশ্বাস করায় যে তার মনের মণিকোঠায় যে-কথা আছে লুকানো তার এক-দশমাংশ-ও সে প্রকাশ করছে না, সেই অপরূপস্বরে রুডিন বলল—'নাতালিয়া, হয়ত লক্ষ্য করেছ যে আমার গত জীবনেব কথা খুব কম আমি ব্যক্ত করি; আমার জীবন-বীণার কয়েকটি তার আমি বাজাই না। আমার অন্তর—এতে কি হচ্ছে তা জানবার অন্যের প্রয়োজন কি? তাকে বাইরে টেনে আনাকে আমি এর অপব্যবহার বলে মনে করি। কিন্তু আমার এই গোপনতা তোমার কাছে বজায় রাখতে চাই না। তোমার 'পরে আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস……তোমার কাছে আমি একথা গোপন করতে পারি না যে আমি সব মানুষের মতই ভালবেসেছি—ভালবেসে

দুঃখও পেয়েছি। কখন, কেমন করে—তা বলা নিরর্থক; কিন্তু বহু সুখ ও বহু দুঃখের সাথে আমার হৃদয়ের পরিচয় হয়েছে।'

সে থামল ক্ষণকাল।

'কাল যা বলেছিলাম বর্তমানে সেটা আমার পক্ষে বেশ প্রযোজ্য। কিন্তু একথা বলাও নিষ্প্রয়োজন; সে জীবন এখন আমার কাছে মৃত। অবশিষ্ট যা কিছু আমার আছে তা হল বিশুষ্ক ধূলি-বিক্ষুব্ধ পথে এখান থেকে সেখানে একটানা বিরক্তিকর ক্লান্তিকর ভ্রাম্যমান জীবন। কখন থামব, থামবই কিনা কোনদিন, ভগবানই জানেন।······তার চেয়ে তোমার বিষয়ে কথা বলা যাক।'

'সে কি হতে পারে, রুডিন?' বাধা দিয়ে নাতালিয়া বলল—'আপনি কি এ জীবনে কিছুই আশা করেন না?'

'ওঃ, না—অনেক কিছুই আশা করি—তবে নিজের জন্য নয়। কার্য-কারিতা, কর্ম-সঞ্জাত সন্তোষ—এসব কখনো আমি ছাড়ব না; কিন্তু শান্তি আমি চিরদিনের জন্য ত্যাগ করেছি। আমার আশা, আমার স্বপ্ন, আমার সুখ—এদের কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক নেই। প্রেম—প্রেম আমার জন্য নয়। আমি প্রেমের যোগ্য নই। প্রেমিকা নারীর অধিকার আছে প্রিয়তমকে পরিপূর্ণভাবে পাবার, কিন্তু আমি আমাকে কখনো সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে পারব না। তা ছাড়া, প্রেমকে জয় করতে পারে শুধু যৌবন; আমি ত বৃদ্ধ। কেমন করে আমি অন্যের হৃদয় আকর্ষণ করব? ঈশ্বর করুন, নিজের ঘাড়ে যেন নিজের মাথাটা কোন মতে রাখতে পারি।'

'আমি বুঝতে পারছি'—নাতালিয়া বলল—'যিনি একটা মহান উদ্দেশ্য সাধনে লিপ্ত, নিজের কথা ভাববার সময় নেই তাঁর। কিন্তু কোন নারী কি এমন মানুষের সমাদর করতে পারে না? আমার বরং মনে হয় যে আত্মম্ভরী মানুষের 'পরেই মেয়েরা সহজে বীতশ্রদ্ধ হয়ে

পড়ে। সব যুবকেরাই—যে যুবকদের কথা আপনি বলছেন—আত্মাভিমানী, নিজেদের নিয়েই তারা ব্যস্ত, এমন কি যখন কাউকে ভালবাসে তখনও। বিশ্বাস করুন, মেয়েরা যে কেবল আত্মত্যাগের মূল্য দিতে জানে তা নয়, আত্মোৎসর্গও করতে পারে।'

বলতে বলতে নাতালিয়ার গালদু'টি ঈষৎ রক্তিম আর চোখদু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রুডিনের সঙ্গে ওর পরিচয় না হলে এতগুলি আবেগপূর্ণ কথা সে কখনো বলতে পারত না।

একটু অমায়িক হেসে রুডিন বলল—'মেয়েদের জীবনের ব্রত সম্বন্ধে আমার মতামত অনেকবার তুমি শুনেছ। তুমি ত জান, আমার মতে একমাত্র জোয়ান-অব-আর্কই ফ্রান্সকে বাঁচাতে পারত। কিন্তু শুধু ওটুকুই আসল কথা নয়। আমি বলতে চেয়েছিলাম তোমার কথা। তুমি সবে এসে দাঁড়িয়েছ জীবনের দ্বারদেশে, তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা সুখকর ত বটেই, লাভও আছে। শোন—জান, আমি তোমার বন্ধু। ঠিক ভাইয়ের স্বার্থ নিয়ে আমি তোমাকে দেখি। সুতরাং আশা করি আমার প্রশ্নটা তুমি অযৌক্তিক বলে মনে করবে না। বল, এ পর্যন্ত তোমার হৃদয় কি সম্পূর্ণ অবিচলিত হয়ে রয়েছে?'

নাতালিয়ার সর্বাঙ্গ উত্তপ্ত হয়ে উঠল; নীরব হয়ে রইল সে।

রুডিন থেমে দাঁড়াল—নাতালিয়াও।

'আমার ওপরে রাগ করনি?'

'না, তবে আশা করিনি—'

'যাক, জবাব দেবার প্রয়োজন নেই। তোমার মনের গোপন কথা আমি জানি।'

বিমূঢ় দৃষ্টিতে নাতালিয়া তার দিকে চেয়ে রইল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি তোমার হৃদয় কে জয় করেছে। এবং

আমি বলছি যে এর চেয়ে ভাল কাউকে তুমি বেছে নিতে পারতে না। চমৎকার লোক তিনি। তিনি জানেন তোমার মূল্য কতখানি; জীবনের নিষ্ঠুর কষাঘাত তাঁকে পঙ্গু করে নি, তিনি সরলপ্রাণ, পবিত্র-হৃদয়, তোমাকে তিনি সুখী করবেন।'

'কার কথা আপনি বলছেন?'

'এ কি সম্ভব যে তুমি বুঝতে পারছ না? আমি বলছি সেয়ারজায়ের কথা। কেন? এ কি ঠিক নয়?'

নাতালিয়া একটু দূরে সরে গেল—সম্পূর্ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল সে।

'তুমি কি মনে কর তিনি তোমাকে ভালবাসেন না? তোমার থেকে মুহূর্তের তরেও তিনি দৃষ্টি অপসারিত করেন না, তোমার চলাফেরার প্রতিটি ভঙ্গী তিনি অনুসরণ করেন। বাস্তবিক, প্রেম কি কখনো লুকিয়ে রাখা যায়? আর, তুমিও কি তাঁর দিকে সহৃদয় দৃষ্টিতে তাকাও না? যতদূর লক্ষ্য করেছি, তোমার মা-ও ওঁকে বেশ পছন্দ করেন। তোমার মনোনয়ন……'

'রুডিন'—নাতালিয়া ভেঙে পড়ল, আত্মবিহ্বল হয়ে একটা ঝোপের দিকে হস্ত প্রসারিত করে সে বলল—'সত্যি, বড় কঠিন আমার পক্ষে এসব কথা বলা; কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে বলছি, আপনি ভ্রান্ত।'

'আমি ভ্রান্ত'—রুডিন পুনরাবৃত্তি করল—'না, আমার তা মনে হয় না। বেশী দিন তোমায় আমি চিনি না, কিন্তু এ ক'দিনেই তোমাকে আমি ভালভাবে জেনেছি। তোমার মধ্যে যে পরিবর্তন আমার চোখে পড়েছে, তার অর্থ কি? আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। প্রথম যেদিন তোমাকে দেখি, দেড় মাস আগে, সেদিনের তুমি আর আজকের তুমি কি একই? তোমার অন্তর আজ নির্মুক্ত নয়।'

'হয়ত নয়'—নাতালিয়া বলল অস্ফুট স্বরে—'কিন্তু তবুও আপনি ভ্রান্ত।'

'কেমন করে ?'

'আমি যাই। আমাকে আর প্রশ্ন করবেন না।'

অতি দ্রুত পদক্ষেপে সে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল। যে অসীম ভাবাবেগ সম্বন্ধে সে সহসা সচেতন হয়ে উঠেছে তার জন্য ভীত হয়ে উঠল সে।

এগিয়ে গিয়ে রুডিন তাকে ধরে ফেলল।

'নাতালিয়া, এ আলোচনা এমনভাবে শেষ হতে পারে না। আমার পক্ষেও এটা বিশেষ প্রয়োজনীয়। কেমন করে তোমাকে আমি বুঝবো ?'

'আমাকে যেতে দিন'—আবার বলল নাতালিয়া।

'নাতালিয়া, দোহাই তোমার !'

হৃদয়ের উত্তেজনা প্রতিফলিত হয়েছে রুডিনের মুখের 'পরে; পাংশু হয়ে গেল সে।

'আপনি সবই বোঝেন, আমাকেও আপনি বোঝেন।'

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করে সে চলে গেল।

'শুধু একটি কথা'—রুডিন বলল চীৎকার করে।

স্থির হয়ে দাঁড়ালো নাতালিয়া, কিন্তু ফিরল না।

'জিজ্ঞেস করছিলে, কালকের উপমার অর্থ কি ? তোমাকে প্রতারিত করব না। আমি বলছিলাম আমার নিজের কথা—আমার গত জীবনের কথা……আর বলছিলাম তোমার কথা।'

'কি রকম ? আমার কথা ?'

'হ্যাঁ, তোমার কথা, আবার বলছি, তোমার সাথে প্রবঞ্চনা করব না। যে মনোভাবের কথা তোমাকে তখন বলেছিলাম, তা এখন তুমি জান। আজ পর্যন্ত মুখ ফুটে বলতে আমি সাহস করি নি।'

সহসা নাতালিয়া নিজের হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে বাড়ীর দিকে ছুটে চলে গেল।

রুডিনের সঙ্গে আলোচনার এই অপ্রত্যাশিত উপসংহার নাতালিয়াকে এতই বিচলিত করল যে সেয়ারজায়ের পাশ দিয়ে সে চলে গেল তার দিকে দৃক্‌পাত না করেই। সেয়ারজায় দাঁড়িয়ে ছিল নিশ্চলভাবে একটা গাছে হেলান দিয়ে। মিনিট পনেরো আগে সে এসেছে এ বাড়ীতে, ডেরিয়াকে ড্রয়িংরুমে দেখে দু' একটা কথা শুনে সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে এসেছিল নাতালিয়ার সন্ধানে। প্রেমিকের স্বাভাবিক প্রেরণায় সে চলে এসেছিল সোজা বাগানে, এবং যে মুহূর্তে নাতালিয়া রুডিনের হাত থেকে নিজের হাত ছিনিয়ে নিল, ঠিক সেই সময়ে তাদের দেখতে পেল সে। ওর চোখে যেন ঘনিয়ে এল বিশ্বের আঁধার। দ্রুতগামিনী নাতালিয়ার পিছনে স্থির দৃষ্টি মেলে দীর্ঘ পদসঞ্চারে সে এগিয়ে গেল দু' পা, জানে না কোথায়—কেন? কাছে এসে রুডিন ওকে দেখতে পেল। দু'জনেই তাকাল দু'জনের মুখের দিকে, অভিবাদন করল সংক্ষেপে এবং চলে গেল নীরবে—দু'জনে দু'দিকে। এর শেষ এখানেই নয়—ভাবল দু'জনেই।

সেয়ারজায় চলে গেল বাগানের শেষ প্রান্তে; অত্যন্ত দুঃখিত ও পীড়িত বোধ করছে সে। বুকের 'পরে যেন চাপান হয়েছে একটা জগদ্দল পাথর, আর ক্ষণে ক্ষণে তার শিরার শোণিত একটা সাময়িক উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠছে। আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে সুরু হল। রুডিন নিজের ঘরে চলে গেল; সে-ও বিচলিত হয়েছে, মাথায় তার চিন্তারাশি ঘুরপাক খাচ্ছে। একটি অকপট তরুণ হৃদয়ের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে যে-কোন ব্যক্তিই চঞ্চল হয়ে ওঠে।

খাবার টেবিলে সবই যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। নাতালিয়া সর্বক্ষণ হয়ে রইল বিবর্ণ বিষণ্ণ, নিজের জায়গায় কোন রকমে

বসে ছিল সে, একবারও চোখ তুলে চাইল না কোন দিকে। অন্য দিনের মত সেয়ারজায় বসে ছিল নাতালিয়ার পাশেই, এবং দ্বিধামিশ্রিত স্বরে তার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করছিল। সেদিন আবার পিগাসভ নিমন্ত্রিত হয়েছিল, টেবিলে সবলের চেয়ে সে-ই বেশী কথা বলল। সে তার মত জাহির করল যে মানুষকে কুকুরের মত দু'টো জাতে ভাগ করা যায়—লম্বা লাঙ্গুলযুক্ত ও ক্ষুদ্র লাঙ্গুলযুক্ত। দু'টো জাতের মধ্যে পার্থক্যের বিশদ বিবরণ দিয়ে পরিশেষে সে বলল—'আমি হলাম ছোট লেজওয়ালাদের দলে, আর সব চেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপার হল এই যে আমি নিজেই আমার লেজ কেটে ছোট করেছি।'

'বুঝলাম না লেজের কথা এখানে এল কি করে'—রুডিন মন্তব্য করল।

'যার যেমন ইচ্ছে'—সেয়ারজায় হঠাৎ বলে উঠল তিক্ত কণ্ঠে দীপ্ত নেত্রে—'যার যেমন ইচ্ছে নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে পারে। স্বেচ্ছাচারিতার কথা বলছেন? আমার ত মনে হয় তথাকথিত অতি বুদ্ধিমানদের স্বেচ্ছাচারিতার চেয়ে নিন্দনীয় কিছু নেই; এদেরকে চুপ করিয়ে দেওয়া দরকার।' সেয়ারজায়ের এই আকস্মিক উত্তেজনা সকলকে বিস্মিত করল, কিন্তু সকলেই এটাকে গ্রহণ করল নিঃশব্দে। রুডিন তার দিকে তাকাতে চেষ্টা করল, কিন্তু দৃষ্টি সংযত করতে না পেরে অবিকৃত ওষ্ঠে ঈষৎ হাসি খেলিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল।

আহা, তা হলে আপনিও লেজটি খুইয়েছেন?—ভাবল পিগাসভ। আর শঙ্কিতা নাতালিয়া হেসে উঠল। ডেরিয়া সেয়ারজায়ের প্রতি একটা দীর্ঘবিস্তৃত বিমূঢ় দৃষ্টিপাত করে অবশেষে নিজেই নতুন কথার অবতারণা করলেন—অমুক মন্ত্রীমহোদয়ের কী রকম একটা কুকুর আছে তার বিবরণ দিতে লাগলেন।

ভোজন-পর্ব শেষ হওয়ামাত্র সেয়ারজায় বাড়ী চলে গেল

নাতালিয়ার কাছে বিদায় নেবার সময় না বলে সে পারল না—'বিহ্বল হয়ে পড়ছ কেন, যেন কতই অপরাধ করেছ! তুমি কারো 'পরে অন্যায় করতে পার না।'

কিছুই না বুঝে নাতালিয়া শুধু তার পানে চেয়ে রইল।

চা খাবার পূর্বক্ষণে নাতিলিয়ার কাছে গিয়ে কাগজ-পত্র পরীক্ষার ভান করে টেবিলের ওপরে ঝুঁকে রুডিন বলল চুপে চুপে—'স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে, নয় কি? তোমাকে একবার নির্জনে পাওয়া আমার একান্ত প্রয়োজন—এক মিনিটের জন্য হলেও।'

মাদাম বনকোর্টের দিকে ফিরে বলল—'যে প্রবন্ধটা আপনি খুঁজছিলেন, এই নিন সেটা।' তারপর আবার নাতালিয়ার দিকে ঝুঁকে বলল অশ্রুত স্বরে—'দশটার সময় লিলাক কুঞ্জের ধারে আসতে চেষ্টা করো, আমি অপেক্ষা করব।'

সেদিনকার সান্ধ্য-ভ্রমণে পিগাসভ হল নেতা, রুডিন তাকে আসর ছেড়ে দিল। আজ পিগাসভ প্রচুর আনন্দ দিল ডেরিয়াকে। কিন্তু জমল তখনই পিগাসভ যখন উত্থাপন করল প্রেম-প্রসঙ্গ। বলল, 'যে-কোন মনের মত মেয়েকে নিজের প্রেমে পড়ানর চেয়ে সহজ কাজ আর নেই। তুমি শুধু পর পর দশ দিন মেয়েটিকে বলবে যে তার অধরে স্বর্গের সুধা, নয়নে শান্তির দীপ্তি এবং তার সামনে দুনিয়ার অন্য সব মেয়েরা ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত—ব্যস্, আর দেখতে হবেনা, ঠিক এগার দিনের দিন সে নিজেই বলবে যে সত্যিই তার অধরে স্বর্গের সুধা, নয়নে শান্তির দীপ্তি—এবং সে তোমার প্রেম-সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে।'

এ দুনিয়ায় সবই সম্ভব—হয়ত পিগাসভের কথাই ঠিক!

সাড়ে নটার সময়ই রুডিন লিলাক-কুঞ্জে গিয়ে উপস্থিত হল। সুদূর পাণ্ডুর আকাশের ঘন যবনিকায় অজস্র তারার শোভা, সূর্যাস্ত-

রেখার কোণে এখনও লোহিতাভা রয়ে গেছে, দিম্বগুলেম সে স্থানটুকু যেন বেশী উজ্জ্বল, বেশী নির্মল। মৃদু গুঞ্জরিত বার্চতরু-শ্রেণীর ঘন-কৃষ্ণ জালবুনানির ফাঁকে ফাঁকে অর্ধ-বিকশিত চন্দ্রমা স্বর্ণোজ্জ্বল কিরণে দীপ্তিমান। অন্যান্য গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে বিরাটকায় দানবের মত, তাদের কোটরগুলি দেখাচ্ছে যেন অজস্র চোখের মত, কতকগুলি মিলিয়ে আছে ঘন-তমসার কৃষ্ণ আবরণের অন্তরালে। পত্র-পল্লব অচঞ্চল, লিলাক ও দেবদারু গাছের সুউচ্চ শাখাগুলি যেন উষ্ণ আকাশের পানে আত্মপ্রসারিত করে রয়েছে—কী যেন ওরা শুনছে কান পেতে। অন্ধকারে বাড়ীখানা দেখাচ্ছে একটা পিণ্ডের মত; যেখানে দীর্ঘ বাতায়নে বাতি জ্বলছে সেখানে প্রতিভাত হচ্ছে লাল আলো। রাত্রিটি কী নরম, শান্তিময়, কিন্তু এই শান্তির মধ্যেই যেন অনুভূত হচ্ছে কামনার গোপন রুদ্ধশ্বাস।

রুডিন দাঁড়িয়ে আছে হাত দু'টি বুকের 'পরে সংবদ্ধ করে, স্থির মনোনিবেশে কান পেতে আছে সে। বুক তার ভীষণ দুরু দুরু করছে, নিশ্বাস ফেলেছে অতি কষ্টে। অবশেষে সে শুনতে পেল কার লঘু পদধ্বনি—নাতালিয়া কুঞ্জে এসে প্রবেশ করল।

রুডিন দ্রুত ছুটে গিয়ে ওর হাত ধরল। ওরা দু'জনেই বরফের মত শীতল। 'নাতালিয়া'—উত্তেজিত মৃদুস্বরে সে বলল—'তোমার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম······কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলাম না। তোমাকে বলব সে কথা যা আমি মুহূর্তের তরেও সন্দেহ করি নি, যা আজ সকালেও অনুভব করিনি। তোমাকে আমি······তোমাকে আমি ভালবেসেছি······'

ওর হাতের মধ্যে নাতালিয়ার ক্ষীণ হাতটি দুর্বলভাবে কাঁপছে।

'তোমায় ভালবেসেছি, নাতালিয়া,'—সে আবার বলল—'কেমন করে এতদিন নিজকে ঠকিয়ে এলাম? কেন এতদিন বুঝতে পারি নি

যে তোমায় আমি ভালবাসি? আর তুমি? বল, নাতালিয়া, বল আমায়।'

নিশ্বাস নিতে নাতালিয়ার যেন কষ্ট হচ্ছে; অবশেষে সে বলল— 'দেখছ ত আমি এসেছি।'

'না, তুমি বল আমাকে তুমি ভালবাস!'

'আমি······হ্যাঁ, তাই······'—নাতালিয়া বলল অস্ফুটস্বরে।

আরো উত্তপ্তভাবে রুডিন ওর হাতে চাপ দিল, ওকে নিজের কাছে টেনে নিতে চাইল। চারিদিকে শঙ্কিত দৃষ্টি দ্রুত নিক্ষেপ করে নাতালিয়া বলল—'আমাকে যেতে দাও······আমার ভয় করছে······ মনে হচ্ছে কে যেন আমাদের কথা শুনছে······দোহাই তোমার, তুমি সাবধান হও। সেয়ারজায় সন্দেহ করে।'

'তাকে ভয় করার কারণ নেই। দেখছ ত, আজ তার কথার জবাব পর্যন্ত দিই নি······আঃ, নাতালিয়া, আজ আমি কী সুখী! এখন আর কেউ আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না।'

রুডিনের চোখে চোখ রেখে নাতালিয়া বলল মৃদুকণ্ঠে—'আমি যাই, সময় হয়ে গেছে।'

'এক মুহূর্ত······'

'না, যেতে দাও, আমায় যেতে দাও।'

'মনে হয় আমাকে তুমি ভয় করছ—'

'না, কিন্তু সময় হয়ে গেছে।'

'তাহলে, আরেকবার অন্তত বল।'

'তুমি বলছ তুমি সুখী?'

'আমি? আমার চেয়ে সুখী দুনিয়ায় আর কেউ নেই। তোমার কি তাতে সন্দেহ আছে?'

নতশির উত্তোলন করল নাতালিয়া। কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওর

বিবর্ণ মহিমাময় যৌবনদীপ্ত মুখশ্রী—কামনার বহ্নিতে উদ্ভাসিত—কুঞ্জবনের রহস্যাবৃত ছায়াতে, সন্ধ্যা-আকাশ থেকে প্রতিফলিত অস্বচ্ছ আলোতে। 'তবে তোমায় বলি'—সে বলল—'আমি হবো তোমারই।'

'ওঃ, ঈশ্বর!'—রুডিন প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

কিন্তু ইত্যবসরে নাতালিয়া চলে গেছে।

রুডিন কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ধীর পদক্ষেপে কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এল। চাঁদের আলো পড়েছে তার মুখে, অধরে তার মৃদু হাসি।

'আমি সুখী'—অর্ধ-শ্রুতস্বরে সে বলল—'হ্যাঁ, আমি সুখী'—আবার বলল, যেন নিজেকে সে বিশ্বাস করাচ্ছে কথাটা।

দীর্ঘ দেহটি ঋজু করে, চুলের গোছা পিছনে ঠেলে দিয়ে, দ্রুত পায়ে সে চলে গেল বাগানে, হাত দিয়ে একটা অসীম আনন্দের ভঙ্গী করে।

ইতিমধ্যে লিলাক কুঞ্জের ঝোপ সরিয়ে বেরিয়ে এল কোন্‌স্তান্‌তিন সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে, মাথা নেড়ে মুখ কুঁচকে সে বলল—

'তা হলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই। কথাটা ডেরিয়াকে জানাতে হবে।'

অন্ধকারে সে মিলিয়ে গেল।

—আট—

বাড়ীতে ফিরে সেয়ারজায় অত্যন্ত মলিন ও বিষণ্ণ হয়ে পড়ল, বোনের কথার উত্তর দিল একান্ত নির্বিকারভাবে এবং অতি তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল; ব্যাপার দেখে পাবলোভনা লেজনিয়ভকে একটা খবর পাঠাতে মনস্থ করল। বিপদে পড়লে তাকেই সে সর্বদা স্মরণ করে। খবর পেয়ে লেজনিয়ভ জানাল যে সে আসবে পরের দিন।

সমস্ত সকালটা সেয়ারজায়ের প্রাণে কোন স্ফূর্তি ছিল না। চা-পানের পরে জমিদারী তদারক করতে বেরোবে ভাবছিল, কিন্তু বাড়ীতেই সে বসে রইল, সোফায় শুয়ে পড়ল একখানা বই হাতে নিয়ে—যা সে করে খুবই কদাচিত। সাহিত্যে তার আদৌ রুচি নেই, আর কবিতার নামে সে ত রীতিমত-ভয় পায়। মনে একটা অস্বস্তি নিয়ে পাবলোভনা ভাইকে লক্ষ্য করছিল, কিন্তু প্রশ্ন করে তাকে উত্যক্ত করল না। দরজায় একটা গাড়ী এসে থামল।

পাবলোভনা ভাবল—লেজনিয়ভ এল বুঝি।

ভৃত্য এসে জানাল যে রুডিন এসেছে।

মেঝেতে বইখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাথা তুলে সেয়ারজায় বলল—'কে এসেছে?'

'মিষ্টার ডিমিট্রি নিকোলাই রুডিন'—ভৃত্য জানাল।

উঠে বসল সেয়ারজায়, বলল—'ওঁকে ভিতরে নিয়ে এস।' তারপরে পাবলোভনার দিকে ফিরে বলল—'বোন, তুমি আমাকে একটু নির্জনে থাকতে দাও।'

'কিন্তু কেন ?'

'যথেষ্ট কারণ আছে, বোন'—সে বলল ব্যাকুলভাবে—'দয়া করে তুমি যাও।'

রুডিন ভিতরে এল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেয়ারজায় একটা আন্তরিকতাহীন অভিবাদন জানাল, কিন্তু হাত বাড়িয়ে দিল না।

'আপনি নিশ্চয়ই আমার আগমন আশা করেন নি'—জানালার ধারে টুপি রেখে রুডিন বলল, তার অধরোষ্ঠ ঈষৎ কুঞ্চিত, সহজ হতে পারছে না সে, কিন্তু মানসিক অস্বস্তি গোপন করতে চেষ্টা করছে।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই'—সেয়ারজায় জবাব দিল—'কালকের ঘটনার পর আপনাকে আমি আশা করি নি। অন্য কেউ আপনার কোন বিশেষ বার্তা নিয়ে আসবে, বরঞ্চ তাই আমার আশা করা উচিত ছিল।'

'আপনি কি বলতে চান বুঝেছি'—আসন গ্রহণ করে রুডিন বলল—'আপনার সরলতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি নিজেই এসেছি আপনার কাছে, একজন মাননীয় ভদ্রলোকের কাছে।'

'এ সব অভিনন্দনের পালা শেষ করলে হয় না ?'—সেয়ারজায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

'আপনাকে বলতে চাই কেন আমি এসেছি।'

'আমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত ; কেন আপনি আসবেন না ? তা ছাড়া, এ বাড়ীতে পদধূলি দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করার দৃষ্টান্ত ত এই প্রথম নয়।'

'একজন সম্মানিত ব্যক্তি আরেকজন সম্মানিতের কাছে যে-ভাবে আসে, আমি ঠিক সে-ভাবেই এখানে এসেছি'—রুডিন পুনরায় বলল—'এবং আপনার বিচার-বুদ্ধির কাছে অবেদন জানাচ্ছি······আপনার 'পরে আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে।'

'ব্যাপারখানা কি ?' সেয়ারজায় বলল। এতক্ষণ সে একই জায়গায়

দাঁড়িয়ে আছে, রুডিনের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টি দিয়ে মাঝে মাঝে গোঁপের প্রান্তে তা দিচ্ছে।

'আপনি যদি দয়া করে......সত্যি, আমি এসেছিলাম কৈফিয়ৎ দিতে, কিন্তু এখনি তা ত করা চলে না।'

'কেন চলে না?'

'এ ব্যাপারে তৃতীয় ব্যক্তি লিপ্ত।'

'তৃতীয় ব্যক্তিটি কে?'

'সেয়ারজায়, আপনি আমাকে বুঝতে পারছেন?'

'রুডিন, আপনাকে আমি মোটেই বুঝতে পারছি না।'

'আপনি চান......'

'আমি চাই আপনি সোজাসুজি কথা বলুন......'সেয়ারজায় যেন ভেঙে পড়ল।

সত্যিই সে রেগে উঠেছে; রুডিন ভ্রু-কুঞ্চিত করল।

'অনুমতি দিন......এখানে আমরা একা......আপনাকে নিশ্চয়ই বলব—যদিও আপনি ইতিপূর্বেই বিষয়টি অবগত আছেন (সেয়ারজায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠল)......নিশ্চয়ই বলব......নাতালিয়াকে আমি ভালবাসি এবং এ-কথা বিশ্বাস করার অধিকার আমার আছে যে সে-ও আমাকে ভালবাসে।'

সেয়ারজায়ের মুখখানা সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু কোন জবাব দিল না সে। জানালার ধারে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চলভাবে।

'বুঝতে পারছেন, সেয়ারজায়'—রুডিন বলল—'আমার যদি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকত......'

'সত্যি বলছি'—বাধা দিয়ে বলল সেয়ারজায়—'এক একবিন্দুও আমি অবিশ্বাস করছি না........বেশ, তাই হোক! আপনার মঙ্গল কামনা করি। অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে কিসের জন্য আপনি এ সংবাদ

নিয়ে আমার কাছে এসেছেন!……আমার কী করবার আছে? আপনি কাকে ভালবাসেন বা আপনাকে কে ভালবাসে তাতে আমার কি যায় আসে? এ আমার বোধশক্তির বাইরে!"

সেয়ারজায় জানলার বাইরে চেয়ে রইল, তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এসেছে।

রুডিন এবার দাঁড়িয়ে উঠল।

'বলছি, সেয়ারজায়, কেন আমি আপনার কাছে আসতে মনস্থ করেছিলাম। আমাদের পারস্পরিক মনোভাব আপনার কাছে গোপন করার অধিকার আছে কিনা তা পর্যন্ত আমি ভাবিনি। আপনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে, তাই আমি এসেছিলাম। এ আমি চাই নি—আপনার সামনে কোন ভূমিকায় অভিনয় করতে আমরা দু'জনেই চাই নি। নাতালিয়ার প্রতি আপনার মনোভাব কি তা আমি জানতাম……বিশ্বাস করুন আমার নিজের সম্বন্ধে কোন অলীক ধারণা নেই; আমি জানি নাতালিয়ার হৃদয়-আসনে আপনার স্থান দখল করবার যোগ্যতা আমার কত অল্প। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই যদি ভাগ্যে ছিল তবে ছল, ভণ্ডামি ও প্রতারণা করে বিশেষ কিছু ভাল হবে কি? কি হবে নিজেদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার প্রশ্রয় দিয়ে বা গতকালের ভোজনকালীন বিসদৃশ দৃশ্যের মধ্যে নিজেদের প্রকাশ করে? সেয়ারজায়, বলুন কি হবে?'

বুকে হাত চেপে ধরল সেয়ারজায়—যেন নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করছে।

'সেয়ারজায়,'—রুডিন বলে চলল—'আমি অনুভব করছি যে আপনাকে প্রচুর দুঃখ দিয়েছি, কিন্তু আমাদের অবস্থাটা বুঝে দেখুন, ভেবে দেখুন, আপনার প্রতি আমাদের যে সীমাহীন শ্রদ্ধা, আপনার সম্মান ও সাধুতার যথাযোগ্য মূল্য দিতে আমরা যে জানি, তা প্রমাণ

করবার অন্য কোন পন্থা আমাদের নেই। অন্য কারো কাছে এ-রকম সম্পূর্ণ অকপট ব্যবহার করলে ভুল হত, কিন্তু আপনার কাছে এটা আমাদের কর্তব্য। তবে আমরা সুখী যে আপনার হাতেই রয়েছে আমাদের গোপন কথাটি।'

সেয়ারজায় জোর করে হেসে উঠল। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল—'আমার 'পরে অটল বিশ্বাসের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, যদিও আপনার গোপন কথা জানবার বা আমার গোপন কথা আপনাকে বলবার বিন্দুমাত্র স্পৃহা আমার নেই। কিন্তু, ক্ষমা করবেন, যদিও আপনি একে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করছেন, বোধ হচ্ছে আপনি দু'জনের হয়েই বলছেন। আমি কি ধরে নেব যে এখানে আপনার আসার কথা এবং আসার উদ্দেশ্য নাতালিয়া জানে?'

রুডিন একটু বিস্মিত হল।

'না, আমার এ সংকল্পের কথা নাতালিয়া জানে না, কিন্তু আমি জানি যে আমার মতে সে সায় দেবে।'

'তবে ত চমৎকার!'—সেয়ারজায় বলল ক্ষণকাল থেমে, জানালার কাঁচে আঙুল দিয়ে শব্দ করতে করতে—'আমি অবশ্য স্বীকার করব যে আমার প্রতি আপনার শ্রদ্ধার বহর যদি আরেকটু কম হত তবেই যেন ছিল ভাল। সত্যি বলতে কি, আপনার শ্রদ্ধার জন্য আমি মোটেই লালায়িত নই, কিন্তু এখন আপনি আমার কাছে কী চান?'

'কিছুই চাই না—না, শুধু একটি ভিক্ষা চাই, আপনি আমাকে ভণ্ড বা প্রতারক বলে মনে করবেন না, আমাকে বুঝুন······আশা করি, আমার আন্তরিকতায় এখন আপনার আর সন্দেহ নেই। আমি চাই, সেয়ারজায়, বন্ধুভাবে বিদায় নিতে······আমাকে আপনার করমর্দন করতে দিন, আরেকবার যেমন দিয়েছিলেন।'

রুডিন সেয়ারজায়ের কাছে এগিয়ে গেল।

'ক্ষমা করবেন,'—কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সেয়ারজায় বলল—'আপনার সদুদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ সুবিচার করতে আমি প্রস্তুত—তা মন্দ নয়। স্বীকার করছি, আপনি অতি মহৎ, অতি সদাশয়; কিন্তু, মশাই, আমরা হলাম সাদাসিদে মানুষ, আদার বিস্কুটের ওপরে সোনার জলের গিল্‌টি করি না। আপনার মত অসাধারণ হৃদয়ের গতি অনুধাবন করা আমাদের সাধ্যাতীত······। আপনার কাছে যা আন্তরিকতা, আমাদের কাছে সেটা হচ্ছে ঔদ্ধত্য, শঠতা, অযৌক্তিকতা। আপনার কাছে যা স্পষ্ট ও সরল, আমাদের কাছে তা অস্বচ্ছ ও জটিল······ আমরা যা গোপন করি, আপনি তা নিয়ে গৌরব করেন; আপনার মহিমা আমরা বুঝব কেমন করে? ক্ষমা করবেন, বন্ধু হিসাবে আপনাকে গ্রহণ করতে আমি অক্ষম, আপনার হাতে হাত মিলাতেও আমি নারাজ······এটা হয়ত নীচতার পরিচায়ক, কিন্তু কি করব, আমি লোকটাই যে ভারী নীচ।'

জানালার ধার থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে রুডিন বলল ক্ষুব্ধস্বরে—

'সেয়ারজায়, বিদায়! এতখানি আশা করাই আমার ভুল হয়েছিল। বাস্তবিক, এখানে আমার আগমনটা অদ্ভুত, কিন্তু আশা করেছিলাম যে আপনি······(সেয়ারজায় অসহিষ্ণু হবার ভাব দেখাল)···ক্ষমা করবেন, এ সম্বন্ধে আর কিছু বলব না। সব কথা বিবেচনা করে দেখলাম আপনিই ঠিক, অন্য রকম ব্যবহার করতে পারতেন না আপনি। বিদায় নিচ্ছি—অন্তত আরেকবার, শেষবারের মত, আমার উদ্দেশ্যের পবিত্রতা সম্বন্ধে আপনাকে নিঃসন্দেহ করতে অনুমতি দিন; আপনার বিবেচনার 'পরে এখনো আমার অবিচল আস্থা আছে।'

'এ নিতান্তই বাড়াবাড়ি'—রাগে কেঁপে সেয়ারজায় চেঁচিয়ে উঠল—'আপনার বিশ্বাস আমি ভিক্ষা চাইনি, সুতরাং আমার বিবেচনার 'পরে নির্ভর করার কোন অধিকার আপনার নেই।'

রুডিন কিছু যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু শুধু হাত নেড়ে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেল। আর সেয়ারজায় ভেঙে পড়ল সোফার ওপরে, দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।'

'ভিতরে আসতে পারি?'—দরজার বাইরে পাবলোভনার গলা শোনা গেল।

সেয়ারজায় তখনি জবাব দিল না, সঙ্গোপনে মুখের ওপরে একবার হাত বুলিয়ে নিল। ঈষৎ পরিবর্তিত স্বরে বলল—'না, পাবলোভনা, আর একটু অপেক্ষা কর।'

আধ ঘণ্টা পরে পাবলোভনা আবার দরজায় এসে দাঁড়াল। বলল—'মিষ্টার লেজনিয়ভ এখানে আছেন, তুমি কি দেখা করবে?'

'হ্যাঁ, তাকে এখানে নিয়ে এস।'

লেজনিয়ভ ঘরে এল। সোফার কাছে একটা চেয়ারে বসে জিজ্ঞাসা করল—'ব্যাপার কি? শরীর ভাল নেই?'

সেয়ারজায় উঠে বসল এবং কনুইয়ের 'পরে ভর দিয়ে সুদীর্ঘকাল বন্ধুর মুখের পানে চেয়ে রইল। তারপরে রুডিনের সঙ্গে তার কথা-বার্তার আদ্যোপান্ত অক্ষরে অক্ষরে বিবৃত করল। এর আগে নাতালিয়ার প্রতি তার আসক্তির আভাস লেজনিয়ভকে সে দেয়নি, যদিও অনুমান করেছিল যে কথাটা তার কাছে অবিদিত নেই।

'বেশ, ভাই, তুমি আমায় অবাক করলে'—সেয়ারজায়ের কাহিনী শেষ হওয়া মাত্র সে বলল—'ওর কাছ থেকে আরো বেশী বিস্ময়কর ব্যাপার আশা করেছিলাম—তবু যাহোক, এর মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।'

'সত্যি বলছি'—গভীর উত্তেজনায় সেয়ারজায় চেঁচিয়ে উঠল—'এ নিছক ঔদ্ধত্য! ওকে আমি জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলতাম। আমার কাছে সে গরব করতে এসেছিল, না ভয় পেয়েছে? এর উদ্দেশ্য কি? আমার কাছে আসবে বলে সে স্থির করল কেমন করে?'

হাত দিয়ে মাথা টিপে ধরল সেয়ারজ্জায়—নিঃশব্দে।

'না ভাই, ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়'—লেজনিয়ুভ বলল শান্তভাবে—'আমার কথা হয়ত বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সত্যিই ও এসেছিল ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে। বাস্তবিক তাই; দেখছ ত ব্যাপারটা কত উদার এবং সত্যি বেশ সরলতার পরিচায়ক। এতে লম্বা চওড়া বক্তৃতা দেবার, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবার কেমন চমৎকার সুযোগ পাওয়া গেল। তাই ত সে চায়, এ ছাড়া সে যে বাঁচতে পারে না। সত্যি, ওর রসনাই ওর শত্রু, যদিও ভৃত্য হিসাবেও ওকে কাজ দেয় ভাল।'

'তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কী রকম গাম্ভীর্য নিয়ে সে এল আর কথা বলল।'

'আরে, ও ছাড়া সে যে কিছুই করতে পাবে না। ওর বিশাল কোটের বোতাম লাগায় সে এমনভাবে যেন কত বড় একটা পবিত্র কর্তব্য সাধন করছে। ইচ্ছে হয়, ওকে একটা মরুভূমিতে ছেড়ে দিয়ে দেখতাম কি করে। আর উনি কিনা সারল্য সম্বন্ধে বক্তিমে দেন!'

'কিন্তু বলত এটা কি দর্শন না আর কিছু?'

'কী করে বলি বল। এক হিসেবে সত্যিই এটা দর্শন, অন্য হিসেবে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। প্রত্যেকটি বোকামিকে দর্শন বলে চালালে চলবে কেন?'

সেয়ারজ্জায় বন্ধুর দিকে তাকাল।

'তোমার কি মনে হয় সে মিথ্যা বলে নি?'

'না হে, বৎস, সে মিথ্যা বলে নি। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা অনেক কথা বললাম; এখন এস, পাইপ ধরিয়ে পাবলোভনাকে এখানে ডাকি। সে যখন কাছে থাকে তখন কথা বলা সহজ, নীরব থাকাও সহজ। সে একটু চা-ও খাওয়াতে পারবে।'

'বেশ'—সেয়ারজ্জায় বলল—'পাবলোভনা, ভেতরে এস।'

পাবলোভ্না এল; তার হাত ধরে লেজনিয়ভ নিজের ওষ্ঠে উষ্ণভাবে চাপ দিল।

* * * *

রুডিন ফিরে এল একটা কৌতূহলোদ্দীপক বিচিত্র মনোভাব নিয়ে। নিজের 'পরে সে চটে গেছে। নিজের অক্ষমনীয় হঠকারিতা ও শিশুসুলভ ভাবপ্রবণতার জন্য আপনাকে সে তিরস্কার করল। কে যেন ঠিকই বলেছে—এই মাত্র মূর্খের মত কিছু করলাম, এই আত্ম-অনুভূতির চেয়ে মর্মান্তিক পীড়াদায়ক আর কিছু নেই।

অনুশোচনায় সে মরমে মরে গেল। দাঁতে দাঁত ঘষে বিড় বিড় করতে লাগল—কোন্ সয়তানের প্ররোচনায় যে ওই লোকটার কাছে গিয়েছিলাম! কী অদ্ভুত খেয়াল এটা? নিজকে উদ্ধত বলে প্রকাশ করা!

এদিকে ডেরিয়ার বাড়ীতে অসাধারণ কিছু একটা ঘটেছে। সমস্ত সকালটা ভদ্রমহিলার দেখা পাওয়া যায় নি—মধ্যাহ্ন ভোজনেও তিনি এলেন না। একমাত্র কোন্স্তান্তিন তাঁর ঘরে প্রবেশের অনুমতি পেল, সে জানাল যে গৃহকর্ত্রীর অত্যন্ত মাথা ধরেছে। রুডিন নাতালিয়ারও দর্শন পেল না মুহূর্তের জন্য, সে বসে ছিল নিজের ঘরে মাদামের সঙ্গে। ভোজনকক্ষে যখন সে এল তখন রুডিনের পানে তাকাল এমন করুণ দৃষ্টিতে যে রুডিনের অন্তরাত্মা কেঁদে উঠল। ওর মুখশ্রী এতই বদলে গেছে যে মনে হচ্ছে যেন একদিনেই ওর মাথার 'পরে দুঃখের এক বিরাট বোঝা নেমে এসেছে। একটা অনিশ্চিত বিপদের অস্পষ্ট শঙ্কায় অধীর হয়ে উঠল রুডিন। কোনক্রমে মনটাকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য সে বাসিস্টফকে নিয়ে বসল, বহু কথাবার্তা বলে দেখল যে ছেলেটি ভারী উৎসাহী, উচ্ছল নিষ্কলঙ্ক আশায় টইটম্বুর।

সন্ধ্যার সময় ডেরিয়া ঘণ্টা দু'একের জন্য ড্রয়িং রুমে উপস্থিত হলেন। রুডিনের সঙ্গে তিনি বিনীত ব্যবহারই করলেন, কিন্তু তাকে একটু দূরে রেখে; মৃদু হাসলেন, ভ্রূকুঞ্চিত করলেন, নাকি সুরে কথা বললেন এবং বেশীর ভাগ কথা বললেন আভাসে ইঙ্গিতে। তাঁর সকল কাজ-কর্মই যেন এক সম্ভ্রান্ত সামাজিক মহিলার মত। ইদানিং তিনি রুডিনের প্রতি একটু উদাসীন হয়েছেন। ডেরিয়ার অভিমানোদ্ধত মস্তকে একটা তির্যক দৃষ্টি দিয়ে রুডিন ভাবল—এর অর্থ কি?

যাইহোক, রহস্য ভেদ করবার জন্য বেশীক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হল না। রাত্রি বারোটার সময় সে যখন অন্ধকার বারান্দা দিয়ে নিজের ঘরে যাচ্ছিল, হঠাৎ তখন কে তার হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিল। ঘরের মধ্যে এসে ভৃত্যকে বিদায় দিয়ে চিঠিখানা সে খুলে পড়ল। নাতালিয়া লিখেছে:

কাল সকাল সাতটায়—তার পরে নয়—ওক জঙ্গলের পিছনে আবদ্ধহীন পুকুরের ধারে এসো। অন্য কোন সময়ে অসম্ভব হবে। এটা হবে আমাদের শেষ দেখা, সব শেষ হয়ে যাবে যদি না···। এসো তুমি। আমাদের সংকল্প স্থির করতেই হবে।

পুনশ্চ:—আমি যদি না আসি তবে বুঝবে যে আমাদের আর দেখা হবে না; তারপর তোমাকে জানাব।

চিঠিখানা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে রুডিন অনেকক্ষণ চিন্তা করল; তারপরে চিঠিটা বালিশের তলায় রেখে, বেশ পরিবর্ত্তন করে শুয়ে পড়ল। বহুক্ষণ তার চোখে ঘুম এল না, শেষের দিকে একটু তন্দ্রার মত পাতলা ঘুম হল এবং ভোর পাঁচটার আগেই শয্যা ছেড়ে সে উঠে পড়ল।

—নয়—

আবদ্ধহিন পুকুর—বহুদিন থেকেই আর পুকুর বলে গণ্য হয় না। প্রায় তিরিশ বছর আগে এর কিনারাগুলো ভেঙে চুরে যায় এবং তখন থেকেই একে পরিত্যাগ করা হয়েছে। শুধু আঠাল কাদায় ঢাকা গর্তটার মসৃণ চ্যাপটা জমি আর অবলুপ্ত তীরের চিহ্ন দেখে অনুমান করা যায় যে এককালে এটা ছিল একটা পুকুর। কাছেই ছিল একটা গোলাবাড়ী, বহুকাল পূর্বে সেটা ভেঙে গেছে। দু'টি বিশাল দেবদারু গাছ তার স্মৃতিটুকু এখনো জাগিয়ে রেখেছে, তাদের সু-উচ্চ শীর্ণ হরিৎ আগডালে প্রতিদিন মলয়-সমীরণ এসে গুঞ্জরণ করে, একটা বিষাদ মর্মরিত সুর ছড়ায়। এ গাছ দু'টির নীচে কবে কি এক ভীষণ পাপ-কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সে রহস্যময় কাহিনী আজও ঘোরে লোকের মুখে মুখে। লোকে আরো বলে যে কারো মৃত্যু না ঘটিয়ে ও দু'টোর একটা গাছও পড়বে না; এককালে নাকি আরেকটা গাছ ছিল, কোন ঝড়ের রাতে উপ্‌ড়ে গিয়ে সেটা নাকি একটি মেয়ের মৃত্যু ঘটিয়েছিল। এই প্রাচীন পুকুরের চার ধারে নাকি ভূত প্রেতের দল আনাগোনা করে। জায়গাটা ঊষর জঙ্গলে ভরা, রৌদ্রজ্বল দিনেও ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। নিকটস্থ প্রাণহীন বিশুষ্ক ওক গাছের বহু পুরাতন বনভূমি থেকে এ স্থানটিকে দেখায় যেন অধিকতর ঘন তমসায় আবৃত। কতকগুলি বিরাট মহীরুহ নাতিদীর্ঘ লতাগুল্মের ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে ধূসর মাথাগুলি শূন্যে তুলে ধরেছে পরিশ্রান্ত দানবের মত। দৃশ্যটা কী অশুভ, কী বীভৎস! মনে হয় যেন কুচক্রী বৃদ্ধের দল একত্রিত

হয়েছে কুচক্রান্ত করবার জন্য। প্রায়-বিলীয়মান একটা সংকীর্ণ পথ চলে গেছে এর পিছন দিক দিয়ে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আবহুহিল পুকুরের দিকে কেউ বড় একটা যায় না। ইচ্ছে করেই নাতালিয়া এই স্থানটিকে বেছে নিয়েছে—জায়গাটা ওদের বাড়ী থেকে আধ মাইলের বেশী হবে না।

রুডিন যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছল, সূর্যদেব তখন আকাশ পথে অনেকটা অগ্রসর, কিন্তু প্রভাতটা তেমন উজ্জ্বল নয়; দুধের মত সাদা মেঘের দল আকাশটাকে ঢেকে রেখে মর্মরিত বায়ু-হিল্লোলে এদিক ওদিক উড়ে বেড়াচ্ছে। ঝুলে পড়া চোরকাঁটা আর কালো আলকুশী গাছে ভরা পুকুরের ধারে রুডিন পাইচারী করতে লাগল। মনটা তার অস্থির। এই মিলন, এই সব নূতন আবেগ তার কাছে রোমাঞ্চকর হলেও এতে সে যেন অস্বস্তি বোধ করছে—বিশেষত কাল রাত্রের চিঠির পরে। মনে হচ্ছে এ-সবের পরিসমাপ্তি নিকটপ্রায়; হৃদয় তার গোপন বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন, যদিও যে রকম নিবিষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে সে হাত দু'টি বুকের 'পরে রেখে চারদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করছে তাতে তার সঠিক মনোভাব অনুমান করা দুঃসাধ্য। পিগাসভ একবার ঠিকই বলেছিল যে রুডিনের মাথাটা চীনে পুতুলের মত সর্বদাই ভারসাম্য নষ্ট করে। কিন্তু শত দৃঢ় হলেও শুধু মাথাটি দেখে কারো মনের অবস্থা জানা যায় না। রুডিন—বুদ্ধিমান তীক্ষ্ণদৃষ্টি রুডিন নিশ্চিতভাবে বলতে পারছে না নাতালিয়াকে সে ভালবাসে কিনা, জানে না সে নিজে এখন কোন মানসিক যন্ত্রনা ভোগ করছে কিনা, বুঝতে পারছে না নাতালিয়াকে ছেড়ে দূরে গেলে তার কষ্ট হবে কিনা। প্রেম নিয়ে খেলা করবার মত মনোবৃত্তি যে তার নেই সকলেই তা স্বীকার করবে—তবে কেন বেচারী মেয়েটির মাথা সে ঘুরিয়ে দিল? তবে কেন সে গোপনে স্পন্দিত হৃদয়ে ওরই জন্য অপেক্ষা করছে?

এঁর একমাত্র জবাব এই যে বাসনাশূন্য লোকদের মত এত সহজে আর কেউ বিচলিত হয় না।

পুকুরের ধারে সে বেড়াতে লাগল: এমন সময় দেখা গেল গ্রামের মধ্য দিয়ে ভিজা ঘাসের ওপর দিয়ে নাতালিয়া আসছে দ্রুত গতিতে সোজা তার দিকে।

'নাতালিয়া, তোমার পা ভিজে যাবে'—পরিচারিকা মাশা বলল, ওর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে কিছুতেই সে চলতে পারছে না।

নাতালিয়া শুনতেই পেল না, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ছুটে চলল।

'আঃ, ভাব ত, ওরা কেউ যদি আমাদের দেখে ফেলে থাকে?'— মাশা বলল। 'বাস্তবিক আশ্চর্য, কেমন করে আমরা বাড়ী থেকে বেরোলাম……গিন্নীমা হয়ত এতক্ষণে উঠে থাকবেন। ভাগ্যিস অত দূরে নয়……ওঃ ভদ্রলোক দেখছি আগে থেকেই অপেক্ষা করছেন'— বাঁধের ওপরে রুডিনের সমোন্নত দেহ চিত্রপটের মত দণ্ডায়মান দেখে মাশা বলল—'কিন্তু, বাঁধের ওপরে দাঁড়িয়ে উনি কচ্ছেন কি? নীচে গর্তের মধ্যে দাঁড়ান উচিত ছিল।'

নাতালিয়া থেমে দাঁড়াল।

'দেবদারু গাছের পাশে তুমি অপেক্ষা কর, মাশা'—এই বলে নাতালিয়া চলে গেল পুকুরের ধারে।

রুডিন কাছে এগিয়ে যেতে যেতে মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়ল নির্বাক বিস্ময়ে। ইতিপূর্বে কখনো এমন বিস্ময়কর জ্যোতি নাতালিয়ার মুখে সে দেখে নি। ওর ভ্রূযুগল সঙ্কুচিত, অধর-ওষ্ঠ সন্নিবদ্ধ, দৃঢ়তাব্যঞ্জক নয়নদু'টি একটা স্থির সংকল্পে প্রজ্জ্বলিত।

'রুডিন'—নাতালিয়া বলল—'আমাদের একটুও সময় নেই। মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য আমি এসেছি। আমার মা সবই জেনে

গেছেন। পরশুদিন কোনস্তানতিন আমাদের দেখেছিল, যাকে সে বলেছে আমাদের দেখা-সাক্ষাতের কথা। সে ত মায়ের চর। মা কাল আমাকে ডেকেছিলেন।'

'হায় ভগবান'—রুডিন চেঁচিয়ে উঠল—'কী ভয়ানক কথা! তোমার মা কি বললেন?'

'আমার 'পরে তিনি রাগ করেননি, শুধু আমার বিবেচনাশক্তির অভাবের জন্য তিরস্কার করলেন।'

'এই পর্যন্তই?'

'হ্যাঁ, আর···আর বললেন যে আমাকে তোমার স্ত্রী হিসেবে দেখার চাইতে আমার মরা মুখ দেখাই তাঁর পক্ষে মঙ্গল।'

'সত্যিই একথা তিনি বললেন?'

'হ্যাঁ, আরো বললেন যে, তুমি নিজে নাকি আমাকে বিয়ে করতে চাও নি মোটেই, তুমি আমার সঙ্গে শুধু প্রেমের অভিনয় করেছ, কারণ এ-সব ব্যাপারে তুমি একেবারে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে গেছ। তোমার কাছে তিনি এটা আশা করেন নি, তিনি নিজেই এর জন্য দায়ী যেহেতু তিনি আমাকে তোমার সাথে এত ঘনিষ্টভাবে মিশতে দিয়েছিলেন··· তিনি নাকি আমার সদ্‌বুদ্ধির 'পরে নির্ভর করেছিলেন, তাঁকে নাকি আমি বিস্মিত করেছি······আর কি কি বললেন আমার মনে নেই।'

সব ক'টি কথা নাতালিয়া বলল অবিচলিতভাবে, ভাবলেশশূন্য কণ্ঠে।

'আর তুমি, নাতালিয়া, কি উত্তর দিলে?'

'কি উত্তর দিলাম?'—নাতালিয়া পুনরাবৃত্তি করল ···তুমি এখন কি করতে চাও?'

'হায় ঈশ্বর, হায় ভগবান! কী নিষ্ঠুর ব্যাপার! এত শীগ্‌গির, এত সহসা এই আঘাত? তোমার মা কি এখনো চটে আছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনি তোমার কোন কথাতেই কান দেবেন না।'

'কী ভয়ানক কথা! তুমি কি মনে কর কোন আশা নেই?

'না।'

"তুমি এত অসুখী হচ্ছ কেন, নাতালিয়া? ব্যাটা বদমাইশ কোন্‌স্তান্‌তিন! তুমি জিজ্ঞেস করছ, নাতালিয়া, আমি এখন কি করতে চাই? আমার মাথা ঘুরছে, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। কেবল দুঃখ ছাড়া আর কিছুই আমি অনুভব করতে পারছি না। তোমার আত্ম-সংযম দেখে আমি অবাক হয়েছি।'

'ভাবছ, আমার পক্ষে এটা খুব সহজ?'

রুডিন পাইচারী করতে লাগল—আব নাতালিয়া স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল।

'তোমার মা তোমাকে প্রশ্ন করেন নি?'—অবশেষে সে বলল।

'তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমায় আমি ভালবাসি কিনা।'

'বেশ···আর তুমি কি বললে?'

ক্ষণিকের জন্য নাতালিয়া নীরব হয়ে রইল।

'আমি সত্যি কথাই বললাম।'

রুডিন নাতালিয়ার একখানি হাত ধরে বলল—'সব সময়ে, সব ব্যাপারেই তুমি এত উদার, এত মহৎ! ওঃ, নারীর হৃদয়—যেন কাঁচা সোনা! কিন্তু, আমাদের বিয়ে যে অসম্ভব সে-সম্বন্ধে তোমার মা কি সত্যিই এত নিশ্চিতভাবে মত প্রকাশ করেছেন?'

'হ্যাঁ, এত নিশ্চিতভাবেই। তোমাকে ত আগেই বলেছি, তাঁর স্থির বিশ্বাস যে তুমি নিজেই আমাকে বিয়ে করতে চাও না।'

'তা হলে তিনি আমাকে প্রতারক বলে মনে করেন। কিন্তু, কেন—আমি কী করেছি?'

হাত দিয়ে মাথা টিপে ধরল রুডিন।

'রুডিন'—নাতালিয়া চঞ্চল হয়ে উঠল—'আমরা বৃথা সময় নষ্ট করছি। মনে রেখো, এই শেষবারের মত তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। এখানে আমি কেবল কাঁদতে আর শোক করতে আসি নি—দেখছ ত আমার চোখে এক বিন্দু জল নেই। আমি তোমার কাছে এসেছি পরামর্শের জন্য।'

'আমি তোমাকে কি পরামর্শ দিতে পারি, নাতালিয়া ?'

'কি পরামর্শ ? তুমি পুরুষ মানুষ ; তোমাকে বিশ্বাস করতে আমি অভ্যস্ত, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমাকে আমি বিশ্বাস করব। বল, কি তোমার সংকল্প।'

'আমার সংকল্প ?...তোমার মা নিশ্চয়ই আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন।'

'হয়ত দেবেন। কাল আমাকে তিনি বলেছেন যে তোমার সঙ্গে আমাদেব পরিচয়ের সকল চিহ্ন মুছে ফেলবেন। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব ত দিলে না।'

'কি প্রশ্ন ?'

'এখন আমাদের কী করা কর্তব্য ?'

'কী করা কর্তব্য ? আত্ম সমর্পণ ছাড়া আর উপায় কি ?'

'আ ত্ম-স-ম-র্প-ণ ?'—ধীবে ধীবে শব্দটি উচ্চাবণ করল নাতালিয়া, ওর ঠোঁট দু'টি সাদা হয়ে গেল।

'অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ'—রুডিন বলল—'কী আর করা যায় ? খুব ভালভাবেই জানি এটা কত তিক্ত, বেদনাদায়ক, কত অসহনীয়। কিন্তু, নাতালিয়া, তুমি নিজেই একবাব ভেবে দেখ : আমি দরিদ্র, অবশ্য কাজ আমি করতে পারতাম...আর, আমি যদি ধনীও হতাম, তুমি কি তোমার আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ, তোমার মায়ের ক্রোধ—এসব সইতে পারতে ? না, নাতালিয়া, এ কথা ভাবা নিরর্থক :

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে অদৃষ্টে আমাদের মিলন নেই, যে সুখ-স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম, তা আমার জন্যে নয়।'

আচম্বিতে হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে নাতালিয়া কেঁদে উঠল। রুডিন ওর কাছে এগিয়ে গেল। বলল উত্তেজিতভাবে—'নাতালিয়া, কেঁদো না, ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে যন্ত্রনা দিও না, শান্ত হও।'

নাতালিয়া মুখ তুলল।

'তুমি আমাকে শান্ত হতে বলছ?'—সে বলল,—চোখের জলের মধ্য দিয়ে ওর চোখের তারা দু'টী জ্বলছে—'তুমি যা ভাবছ সেজন্যে আমি কাঁদছিনা—সেজন্যে আমি মোটেই দুঃখিত নই; আমি দুঃখিত এ-জন্যে যে তোমাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম ...এরকম অবস্থায় আমি তোমার পরামর্শ চাইতে এলাম, আর তোমার প্রথম কথাই হল আত্ম-সমর্পণ? আত্ম-সমর্পণ—এভাবেই তুমি স্বাধীনতা, ত্যাগ ইত্যাদি বড় বড় কথা কাজে পরিণত করো?' কণ্ঠস্বর তার ভেঙ্গে পড়ল।

'কিন্তু নাতালিয়া'—বিহ্বল রুডিন বলতে চেষ্টা করল—'মনে রেখো, আমার কথাগুলি আমি অস্বীকার করছি না......শুধু......'

'তুমি জিজ্ঞেস করলে'—নতুন তেজে নাতালিয়া বলতে লাগল—'কী উত্তর আমি দিয়েছিলাম যখন মা বললেন যে তোমার সঙ্গে বিয়ে করার চেয়ে আমার মৃত্যুই তিনি শ্রেয়ঃ মনে করেন। আমি তখন বলেছিলাম যে অন্য কারো গলায় মালা দেবার আগে মৃত্যুকেই আমি বরণ করব। আর তুমি কিনা বলছ আত্ম-সমর্পণ? মনে হচ্ছে, মা-ই ঠিক বুঝেছেন; এত কাল নিষ্কর্মা থেকে, ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে আমার সঙ্গে তুমি খেলাই করেছ।'

'আমি শপথ করে বলছি, নাতালিয়া, আমি নিশ্চয় করে বলছি—'

কিন্তু নাতালিয়া আজ কোন কথাই শুনতে চায় না।

'তুমি আমাকে বারণ করলে না কেন? কেন তুমি নিজেই—কেন

তোমার বাধা বিপত্তির কথা আগে বিবেচনা করলে না? এসব কথা বলতে আমার লজ্জা করছে—কিন্তু দেখছি সব আমার শেষ হয়ে গেল।'

'তুমি একটু স্থির হও, নাতালিয়া; আমাদের ভাবা দরকার কী উপায়ে—'

'কতদিন তুমি আমাকে কত আত্মত্যাগের কাহিনী শুনিয়েছ···' উদ্‌গত অশ্রুর বন্যায় নাতালিয়া ভেঙে পড়ল—'কিন্তু জেনে রাখো, তুমি যদি আজ এখনি বলতে: তোমায় আমি ভালবাসি, কিন্তু তোমাকে বিয়ে করতে পারি না, ভবিষ্যতের জন্য আমি কৈফিয়ৎ দেব না। আমার হাতে হাত দিয়ে আমার সাথে চলে এস—আমি এখনি তোমার সঙ্গে পথে বেরিয়ে আসতাম; জানো, সব কিছুই আমি তোমার জন্য ত্যাগ করতাম। কিন্তু এখানেই তোমার কথা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য। এখন তুমি ভীত, ঠিক যেমন সেদিন যাবার সময় সেযারগুায়কে দেখে ভয় পেয়েছিলে।'

রুডিনের মুখের ওপরে এক ঝলক রক্ত খেলে গেল। নাতালিয়ার এই অপ্রত্যাশিত তেজ তাকে বিস্মিত করেছে, কিন্তু ওর শেষ কথাগুলি তার আত্মসম্মানে ঘা দিল।

'তুমি এখন অত্যন্ত চটে আছ, নাতালিয়া, বুঝতে পারছ না কত কঠিন আঘাত তুমি আমাকে দিলে। আশা করি সময় হলে তুমি আমার 'পরে সুবিচার করবে। বুঝবে কত মূল্য আমাকে দিতে হয়েছে সেই সুখ বিসর্জন দিতে যে সুখের জন্য তুমি নিজেই বলেছ আমাকে কোন হীনতা স্বীকার করতে হত না। এ জগতে তোমার শান্তির চেয়ে প্রিয়তর কিছু নেই আমার। যদি সেই সুবিধাটুকু গ্রহণ করতাম তবে আমি হতাম মানুষ নামের অযোগ্য······'

'হয়ত, হয়ত'—নাতালিয়া বাধা দিয়ে বলল—'হয়ত তুমিই ঠিক। জানি না আমি কি বলছি। কিন্তু এ পর্যন্ত তোমাকেই আমি বিশ্বাস

কষ্টে এসেছি, তোমার প্রতিটি অক্ষর বিশ্বাস করেছি। দোহাই তোমার, ভবিষ্যতে নিজের কথার ওপরে একটু দৃষ্টি রেখো, যেখানে সেখানে যেমন তেমনভাবে কথার অপব্যবহার করো না। তোমাকে যখন বলেছিলাম—তোমায় ভালবাসি, তখন আমি জানতাম সে-কথার অর্থ কি। সব কিছুর জন্যই আমি তৈরী ছিলাম। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, সেজন্যে শুধু তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া আর বিদায় নেওয়া আমার বাকী আছে।'

'থাম, নাতালিয়া, মিনতি করছি, থাম। শপথ করে বলছি, তোমার ঘৃণার যোগ্য কিছুই আমি করি নি। আমার অবস্থায় নিজেকে বসাও। তোমার ও আমার জন্য আমিই দায়ী। যদি আন্তরিকভাবে তোমাকে ভাল না বাসতাম তবে এখনি আমার সাথে পালিয়ে যাবার জন্য তোমার কাছে প্রস্তাব করতাম···আজ বা কাল তোমার মা আমাদের ক্ষমা করতেন এবং তারপর······কিন্তু আমার নিজের সুখের কথা ভাববার আগে······'

থেমে গেল সে, তার দিকে স্থিরভাবে ন্যস্ত নাতালিয়ার দৃষ্টি তাকে বিমূঢ় করে তুলল।

'আমার কাছে তুমি প্রমাণ করতে চেষ্টা করছ যে তুমি একজন অতি সচ্চরিত্র যুবক; সে-বিষয়ে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই। হিসেব করে কাজ করবার মুরোদ তোমার নেই। কিন্তু ও-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতেই কি আমি চেয়েছিলাম? সেজন্যই কি আমি এখানে এসেছি?'

'আমি আশা করি নি, নাতালিয়া,···'

'আঃ, শেষকালে একথা তুমি বললে? হ্যাঁ, তুমি এসব আশা করো নি, আমাকে তুমি চিনতে পার নি। বিব্রত হয়ো না······তুমি আমাকে ভালবাসতে পার নি, আর আমিও কারো 'পরে জোর খাটাতে চাই না।'

'আমি তোমায় ভালবাসি, নাতালিয়া'—রুডিন চেঁচিয়ে উঠল। নাতালিয়া সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'হয়ত; কিন্তু কেমন করে তুমি আমায় ভালবাস? তোমার কথাগুলো স্মরণ কর, রুডিন। তুমি বলেছিলে: পরিপূর্ণ সমতা না হলে প্রেম হয় না। তুমি আমার পক্ষে বড় বেশী মহান, আমি তোমার উপযুক্ত নই, আমি আমার যোগ্য শাস্তি পেয়েছি। তোমার উপযুক্ত আরো অনেক কাজ তোমার সামনে পড়ে আছে।···আজকের কথা এ জীবনে ভুলব না রুডিন। বিদায়।'

'নাতালিয়া, সত্যিই কি তুমি চললে? এভাবে বিচ্ছেদ ঘটান কি আমাদের পক্ষে সম্ভব?'

নাতালিয়ার দিকে সে হাতদু'টি বাড়িয়ে দিল; নাতালিয়া দাঁড়াল, রুডিনের মিনতিমাখা কণ্ঠস্বর তাকে যেন বিচলিত করেছে।

ক্ষণকাল পরে সে বলল—'না, আমি অনুভব করছি আমার সঞ্চয়ের কী যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে······এখানে এসে তোমার সঙ্গে কথা বলেছি যেন প্রলাপের মত; দাঁড়াও, স্মরণ করি। না-না, এ হতেই পারে না, তুমি নিজেই বলেছ—এ হবে না। হায় ভগবান, এখানে আসার আগে আমি মনে মনে সকলের কাছে, আমার অতীত দিনের কাছে বিদায় নিয়েছিলাম, তাতে হল কি? কার সাথে আমার দেখা হল?—একটা কাপুরুষ! কী করে তুমি জানলে যে আমার পরিজনের বিরহ-ব্যথা আমি সইতে পারব না? 'তোমার মা মত দেবেন না—এ বড় ভয়ানক কথা!'—এই শুধু এতক্ষণ শুনলাম তোমার কাছে···তুমি, তুমি রুডিন! না-না, বিদায়······তুমি যদি সত্যিই আমায় ভালবাসতে, তবে এই মুহূর্তেই আমি তা অনুভব করতাম·········না-না, বিদায়, বিদায়!'

দ্রুতবেগে নাতালিয়া মাশার কাছে চলে গেল।

'ভয় পেয়েছ তুমি, আমি নয়।—পিছনে চেঁচিয়ে বলল রুডিন।

নাতালিয়া সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে মাঠের মধ্য দিয়ে বাড়ীর দিকে চলে গেল। কোনরকমে শোবার ঘরে গিয়ে পৌঁছল, কিন্তু চৌকাঠ পার না হতেই তার সমস্ত শক্তি কোথায় যে অন্তর্হিত হল—মূর্ছিত হয়ে সে মাশার গায়ে ঢলে পড়ল।

*

কিন্তু রুডিন বহুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল বাঁধের ধারে। হঠাৎ সে কেঁপে উঠল, শেষে মন্থর গতিতে সংকীর্ণ পথটি ধরে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। নিদারুণ লজ্জিত হয়েছে সে, ব্যথিতও হয়েছে। কী মেয়ে—এই সতেরো বছর বয়সে! না, ওকে আমি চিনতে পারি নি। অদ্ভুত মেয়ে! মনের কী শক্তি! ও-ই ঠিক; নাতালিয়া আমার এ প্রেমের চেয়ে বৃহত্তর প্রেমের যোগ্য। আমি কি ওর জন্য তেমনভাবে অনুভব করেছি? একি সম্ভব যে আমি আর ওকে ভালবাসি না? শেষে কিনা এভাবেই সব সমাপ্ত হল? হায়রে, মেয়েটির পাশে আমাকে কী অপদার্থ হতভাগাই না মনে হচ্ছিল!

একটা চার চাকার গাড়ীর শব্দে সে মুখ তুলে দেখল। সেই পুরানো টাট্টুতে চড়ে লেজনিয়ভ আসছিল তার সঙ্গে দেখা করতে। রুডিন নীরবে অভিবাদন করল, তারপরে সহসা যেন কোন্ এক চিন্তায় চমকে উঠে রাস্তা ছেড়ে সোজা ডেরিয়ার বাড়ীর দিকে চলতে লাগল।

তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে লেজনিয়ভ তার পিছনে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল, পরে এক মুহূর্ত কি চিন্তা করে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে রওনা হল সেয়াঁরজায়ের বাড়ীর দিকে। ওখানে সে রাত কাটিয়েছে। সেয়ারজায় তখনো ঘুমিয়ে আছে শুনে জাগাতে বারণ করে সে বারান্দায় গিয়ে বসল এবং চায়ের আশায় একটা পাইপ ধরাল।

—দশ—

সেয়ারজায় ঘুম থেকে উঠল বেলা দশটায়। লেজনিয়ভ বারান্দায় বসে আছে শুনে ভারি অবাক হল সে, তাকে ঘরে ডেকে আনতে বলল।

'ব্যাপার কি? ভেবেছিলাম তুমি বাড়ী গেছ।'

'হ্যাঁ, সে-ইচ্ছেই ত ছিল, কিন্তু পথে দেখলাম রুডিনকে, কী রকম অন্যমনস্ক হয়ে গ্রামের পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজেই তখনি আমি ফিরে এলাম।'

'রুডিনকে দেখলে বলেই ফিরে এলে?'

'অর্থাৎ, সত্যি বলতে কি, কেন যে ফিরে এলাম নিজেই তা জানি না; বোধ হয় তোমার কথা মনে হল, তোমার কাছে আসার ইচ্ছেও ছিল, বাড়ীতে যাবার এখনো আমার অনেক সময় আছে।'

একটা তিক্ত হাসি হাসল সেয়ারজায়।

'হ্যাঁ, আমার কথা না ভেবে এখন আর রুডিনের কথা ভাবতে পার না, কেমন?'

সেয়ারজায় তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে বলল—'চা নিয়ে এস।'

বন্ধুদ্বয় চা-পানে রত হল। লেজনিয়ভ চাষবাসের কথা বলতে সুরু করল।

সেয়ারজায় হঠাৎ লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে এত জোরে টেবিলে একটা চাপড় মারল যে কাপ পেয়ালাগুলি ঝন্ ঝন্ করে উঠল। বলল —'নাঃ! এ আর সহ্য করতে পারি না। ওই চালাক লোকটাকে ডেকে এনে বলব আমাকে গুলি করতে; অন্তত ওর বিদ্যায় ভরপুর মাথাটার মধ্যে আমি একটা গুলি চালাবই।'

'কী তুমি বকছ? এরকম চেঁচাচ্ছ কেন? আমার পাইপটা ত পড়েই গেল, তোমার হয়েছে কি?'

'কথা হচ্ছে এই যে ওর নাম শুনলে আমি চুপ করে থাকতে পারি না; ওর নাম শুনলে আমার সমস্ত রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ওঠে।'

'চুপ কর, ভাই, চুপ কর। লজ্জা করছে না তোমার?'—পাইপটা তুলতে তুলতে লেজনিয়ভ বলল—'যেতে দাও, ছেড়ে দাও ওকে।'

'সে আমাকে অপমান করেছে—' ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে সেয়ারজায় বলল—'হ্যাঁ, অপমান করেছে। তুমি নিজেই তা স্বীকার করবে। প্রথমে অতটা আমি বুঝতে পারি নি, সে আমাকে হকচকিয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া, কেই বা এতটা আশা করতে পারে? কিন্তু ওকে আমি দেখাব যে আমাকে সে বোকা বানাতে পারে না…… ওকে, ওই হতচ্ছাড়া দার্শনিকটাকে আমি তিতির পাখীর মত গুলি করে মারব।'

'বাস্তবিক, তাতে তোমার প্রচুর লাভ হবে! তোমার বোনের কথা এখন বলব না, তুমি এখন যে রকম ক্ষেপে আছ তাতে বোনের কথা ভাববে কী করে? কিন্তু আরেক জনের কথা ত ভাবতে পার। ওই দার্শনিককে মেরে তোমার নিজের কিছু সুবিধা করতে পারবে কি?'

সেয়ারজায় একটা চেয়ারের ওপরে ধপ্ করে বসে পড়ল।

'তবে আমি অন্য কোথাও চলে যাব। এখানে আমার মনটা দুঃখের চাপে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, শুধু যাবার কোন জায়গা পাচ্ছি না।'

'কোথাও যেতে চাও, সে-কথা আলাদা। সে-বিষয়ে একমত হতে আমি রাজী আছি। জানো, আমি কি প্রস্তাব করব? চল আমরা এক সঙ্গে চলে যাই—ককেসাসে বা লিট্‌ল্ রাশিয়াতে। বড় মজার মতলব, ভাই।'

'হ্যাঁ, কিন্তু বোনটিকে কার কাছে রেখে যাব ?'

'কেন, পাবলোভনা আমাদের সঙ্গে যেতে পারে না ? সত্যি বলছি, এ বড় চমৎকার হবে। তাকে দেখাশোনার ভাবনা নেই, আমি সে-ভার নিলাম! কোন কিছুর অভাব হবে না; সে যদি চায় তবে প্রতি রাত্রে তার বাতায়নের নীচে নৈশ্য-সঙ্গীতের আয়োজন করব; গাড়ীর সহিসের গায়ে ছড়িয়ে দেব ও ডি-কোলন আর পথে ছড়াব ফুল। আর আমরা সবাই হয়ে যাব নতুন মানুষ। আমরা এত আমোদ করব, এত মোটা হয়ে ফিরব যে প্রেমের শর আমাদের গায়ে আর বিঁধবে না।'

'তুমি সব সময়ই তামাশা কর।'

'মোটেই না। তোমার ওই মতলবটা সত্যিই বড় সুন্দর।'

'না, যত সব বাজে।' সেয়ারজায় আবার চেঁচিয়ে উঠল—'ওর সঙ্গে আমি লড়তে চাই, লড়তে চাই।'

'আবার ? উঃ কী ভয়ানক চটেছ তুমি।'

এমন সময় ভৃত্য এল একটি চিঠি নিয়ে।

'কার কাছ থেকে ?'—লেজনিয়ভ জিজ্ঞাসা করল।

'মিষ্টার রুডিনের কাছ থেকে, মিসেস্ ডেরিয়ার চাকর নিয়ে এসেছে।'

'রুডিনের চিঠি ?'—সেয়ারজায় জিজ্ঞাসা করল—'কার কাছে ?'

'আপনার কাছে।'

'আমার কাছে ? দাও ত।'

চিঠিখানা তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে সেয়ারজায় পড়তে সুরু করল—আর লেজনিয়ভ গভীর মনোযোগে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। পড়তে পড়তে তার মুখে চোখে ফুটে উঠল একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দময়

বিস্ময়ের আলোক। হাত দু'টি সে দু'পাশে এলিয়ে দিল অলস আবেশে।

'কি হল?'

'পড়'—মৃদুস্বরে সেয়ারজায় বলল, চিঠিখানা এগিয়ে দিয়ে।

লেজনিয়ভ পড়তে লাগল: রুডিন লিখেছে—

মহাশয়,

আমি আজ মিসেস্ ডেরিয়ার বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি, চিরদিনের জন্যই যাচ্ছি। এতে আপনি নিশ্চয়ই খুব বিস্মিত হবেন, বিশেষত কালকের ঘটনার পরে। আপনাকে ঠিকমত বোঝাতে পারব না কেন এ কাজ করতে আমি বাধ্য হচ্ছি; কিন্তু কোন কারণে মনে হচ্ছে যে আমার চলে যাবার কথা আপনাকে জানান উচিত। জানি, আপনি আমাকে পছন্দ করেন না, এমন কি অসৎ লোক বলে মনে করেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করার ইচ্ছা আমার নেই, সময় আমাকে সমর্থন করবে। আমার মতে, একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী কোন লোকের কাছে তার ভুল ধারণা প্রসূত অবিচার সপ্রমাণ করার প্রচেষ্টা যে-কোন মানুষের পক্ষে অপমানকর এবং সম্পূর্ণ নিরর্থক। যে আমাকে অনুধাবন করতে ইচ্ছুক সে আমার 'পরে দোষারোপ করবে না, আর যে তা করতে চায় না বা পারে না তার নিন্দা আমাকে স্পর্শ করে না। আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। আমার দৃষ্টিতে আপনি এখনো মহৎ ও সম্মানিত হয়েই আছেন; কিন্তু ভেবেছিলাম, যে-পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে আপনি প্রতিপালিত, আপনি তার প্রভাবের অনেক ঊর্ধ্বে। এখানেই আমি ভুল করেছিলাম, কিন্তু তাতে কী বা আসে যায়? এই আমার প্রথম নয় এবং আশা করি শেষও নয়। আবার বলছি, আমি চলে যাচ্ছি। আপনার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ

কামনা করি। আমার এই শুভ কামনা যে সম্পূর্ণ স্বার্থহীন, বোধ করি তা স্বীকার করবেন। আশা করি এখন আপনি সুখী হবেন। হয়ত কোন দিন আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা পরিবর্তন করবেন। আবার আমাদের দেখা হবে কিনা জানি না, কিন্তু সর্বদাই আমি থাকব আপনার আন্তরিক শুভার্থী,

ডি. রুডিন।

পুনশ্চ :—যে দু'শ রুব্‌ল্‌ আপনার কাছে আমার ঋণ আছে স্বস্থানে পৌঁছেই তা আমি পাঠিয়ে দেব এবং অনুরোধ করছি মিসেস্‌ ডেরিয়াকে এ চিঠির কথা জানাবেন না।

পুঃ পুনশ্চ :—শেষ কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় আরেকটি অনুরোধ : আমি চলে যাচ্ছি বলে, আশা করি, আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা নাতালিয়ার কাছে কখনো উল্লেখ করবেন না।

'আচ্ছা, এ বিষয়ে তোমার কি বক্তব্য ?'—লেজনিয়ভ চিঠিখানা শেষ করামাত্র সেয়ারজায় জিজ্ঞাসা করল।

'কি আর বলব ? ঈশ্বর, ঈশ্বর বলে চেঁচাও আর অসীম বিস্ময়ে বদন বিস্ফারিত করে বসে থাক—তা ছাড়া আর কি করবে বল ?······বাবাঃ, বাঁচা গেল। কিন্তু ভারি অবাক লাগছে। দেখছ ত, উনি ভাবছেন যে তোমার কাছে এ চিঠিখানা লেখা ওঁর কর্তব্য, আর ওই কর্তব্যের ঠেলাতেই ত তিনি এসেছিলেন তোমার সাথে দেখা করতে······এসব ভদ্রলোকেরা প্রতি পদে এক একটা কর্তব্য খুঁজে পায়, এদের পিছনে কোন কর্তব্য বা কোন ঋণ যেন লেগেই আছে'—মৃদু হেসে চিঠির পুনশ্চের দিকে ইঙ্গিত করে লেজনিয়ভ বলল।

'আর, কী সব ভাষার খেলা'—সেয়ারজায় চেঁচিয়ে উঠল—'তিনি আমাকে ভুল বুঝেছেন, তিনি আশা করেছিলেন আমি আমার

পরিবেশের ওপরে উঠে যাবো। কী সব বাজে কথা। ইস্ এ যেন কবিতার-ও অধম।'

লেজনিয়ভ কোন উত্তর দিল না, চোখে তার হাসি খেলছে।

দাঁড়িয়ে উঠে সেয়ারজায় বলল—'আমি এখন যাব মিসেস্ ডেরিয়ার কাছে ; এ সবের অর্থ কি আমি জানতে চাই।'

'সবুর, সবুর কর, বাছা। তাকে চলে যাবার সময়টুকু দাও, আবার ওর পিছনে ছুটে লাভ কি ? ও এখন উবে যাবে মনে হচ্চে। আর কী তুমি চাও ? তার চেয়ে শুয়ে পড়, একটু ঘুমিয়ে নাও। বোধ করি সারা রাত ছটফট্ করেছ। কিন্তু তোমার সবই ঠিক হয়ে যাবে।'

'কি দেখে তুমি এ সিদ্ধান্তে এলে ?'

'আমার তাই মনে হচ্ছে। যাওহে বাপু, একটু গড়িয়ে নাও। আমি গিয়ে তোমার বোনের সঙ্গে দেখা করছি, আমি বরং তার কাছেই থাকি।'

'আমি একটুও ঘুমোতে চাইনা। বিছানায় গিয়ে কী হবে ? তার চেয়ে মাঠে যাই।'

সেয়ারজায় বাইরে যাবার কোট গায়ে দিল।

'বেশ, সে-ও ভাল। যাও, ক্ষেত দেখ গিয়ে।'

লেজনিয়ভ পাবলোভনার ঘরের দিকে গেল। তাকে পাওয়া গেল বৈঠকখানায়। পাবলোভনা তাকে উচ্ছ্বসিত সম্বর্ধনা জানাল। সে এলেই পাবলোভনাকে বেশ হাসি-খুসি দেখায়। কিন্তু আজ ওর মুখে তখনো যেন খানিকটা ম্লানিমা মাখা ছিল, পূর্বদিনে রুডিন এখানে আসার দরুণ সে উতলা হয়ে ছিল।

'দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে ? আজ সে কেমন আছে ?'

'বেশ ভালই, সে গেছে ক্ষেতে।'

কয়েক মুহূর্ত পাবলোভনা নীরব হয়ে রইল। পরে হাতের

রুমালের প্রান্তে একটা ভাবালু দৃষ্টি রেখে বলল—'দয়া করে বলুন, আপনি কি জানেন না কেন······'

'রুডিন এখানে এসেছিল? জানি, সে এসেছিল বিদায় নিতে।'

পাবলোভনা মাথা তুলে বলল—'কি? বিদায় নিতে?'

'হ্যাঁ, তুমি শোন নি? ডেরিয়ার বাড়ী ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে।'

'তিনি চলে যাচ্ছেন?'

'চিরদিনের জন্য, অন্ততঃ তাই ত সে বলছে।'

'কিন্তু এর মানে কি?······এত কাণ্ডের পরে?'

'ওঃ, সে কথা আলাদা। এর মানে বের করা অসম্ভব; কিন্তু ঘটনা তাই। ওদের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। দড়িটা সে টেনেছে অতি আঁট করে, কাজেই সেটা ছিঁড়ল ফস্ করে।'

'মিষ্টার লেজনিয়ভ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না; মনে হয় আপনি আমাকে উপহাস করছেন।'

'মোটেই না। সত্যি বলছি, সে চলে যাচ্ছে এবং এ-কথা সে তার বন্ধুবান্ধবদের জানিয়েছে চিঠি দিয়ে। এক হিসেবে এ হল ভালই। কিন্তু যে বিস্ময়কর কাজটির কথা তোমার দাদাকে বলছিলাম সেটা তার চলে যাবার দরুণ হতে পারল না।'

'কি বলছেন আপনি? কি কাজ?'

'তোমার দাদার কাছে দেশ-ভ্রমণে যাবার প্রস্তাব করেছিলাম। তাকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে আমাদের সঙ্গে তোমাকেও নিতাম। তোমাকে দেখাশোনা করার ভার আমিই বিশেষভাবে নিয়েছিলাম।'

'সে ত চমৎকার কথা! বেশ বুঝতে পারছি আপনি আমার কেমন যত্ন নিতেন, আমাকে আপনি না খাইয়ে মারতেন।'

'তুমি এ কথা বলছ, পাবলোভনা, যেহেতু আমাকে তুমি চেন না। মনে কর আমি একটা আস্ত গণ্ডমূর্খ, একটা কুঁদো। কিন্তু জান কি

যে আমি চিনির মত গলে যেতে পারি, সারাদিন হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে পারি ?'

'সে অবস্থাটা আমার দেখতে ইচ্ছে করে, সত্যি।'

লেজনিয়ভ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, বলল—'বেশ, আমাকে বিয়ে কর, পাবলোভনা, তা হলে তুমি সবই দেখতে পাবে।'

পাবলোভনার আকর্ণমূল রক্তিম হয়ে উঠল।

'কি বললেন আপনি'—অভিভূত হয়ে সে বলল মৃদু স্বরে।

'সহস্রবার বলবার জন্য যে কথাটা এতদিন ছিল আমার জিহ্বার আগায়, তাই বললাম। অবশেষে আজ তা প্রকাশ করলাম। তুমি যা ভাল বিবেচনা কর তাই করো। কিন্তু এখন আমি চলে যাবো তোমার চিন্তার পথ পরিষ্কার করে দেবার জন্য। তুমি যদি আমার জীবনসাথী হও……আমি বাইরে চলে যাচ্ছি……আমার এ কল্পনা যদি তোমার অপছন্দ না হয় তবে আমাকে ভিতরে ডেকো, আমি বুঝতে পারব।'

পাবলোভনা তাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করল, কিন্তু সে রইল না; টুপি না নিয়ে বাগানে গিয়ে একটা ছোট দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল।

'মিষ্টার লেজনিয়ভ'—পরিচারিকার গলা শোনা গেল পিছনে—'দিদিমণি আপনাকে ভিতরে ডাকছেন, তিনি আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন।'

লেজনিয়ভ ঘুরে দাঁড়াল; দু'হাতে মেয়েটির মাথা চেপে ধরে, তাকে অবাক করে দিয়ে তার কপালে একটা চুমু খেল; তারপরে সে ছুটে গেল পাবলোভনার ঘরে।

—এগারো—

লেজনিয়ভের সঙ্গে দেখা হবার পর রুডিন সোজা বাড়ী ফিরে এল এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে দু'খানা চিঠি লিখল; একখানা সেয়ারজায়ের কাছে (পাঠক তা অবগত আছেন), অন্যখানা নাতালিয়ার কাছে। দ্বিতীয় খানা লিখল বহুক্ষণ ধরে, কাটাকুটি ও অনেক অদল-বদল করে; তারপরে একটা পাতলা মসৃন কাগজে সযত্নে সুন্দর করে লিখে যতখানি সম্ভব ছোট করে ভাঁজ করে নিজের পকেটে রেখে দিল। মুখে তার একটা অব্যক্ত যন্ত্রনার আভাস, ঘরময় সে পাইচারী করল কিছুক্ষণ। তার পরে জানলার সামনে একটা চেয়ার পেতে হাতের ওপর ভর দিয়ে বসল। ধীরে ধীরে তার চোখের পাতা এল ভিজে। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল কাপড় চোপড় ঠিক করে চাকরকে ডেকে বলল জেনে আসতে যে মিসেস্ ডেরিয়ার সঙ্গে সে একবার দেখা করতে পারবে কিনা।

চাকর শীগ্‌গিরই ফিরে এসে জানাল যে তিনি একবার দেখা করলে গৃহকর্ত্রী সুখী হবেন। রুডিন গেল ডেরিয়ার কাছে—তিনি দেখা করলেন তাঁর পড়ার ঘরে যেখানে দু'মাস আগে প্রথমে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। কিন্তু এখন তিনি একা নন, সঙ্গে আছে কোন্‌স্তান্‌তিন —চিরদিনের মতই অমায়িক, উদ্দীপ্ত, পরিচ্ছন্ন ও আনন্দময়।

রুডিনকে ডেরিয়া সম্বর্ধনা করলেন অতি সৌজন্যের সঙ্গে, সে-ও যথারীতি শিষ্টাচারে তাঁকে অভিবাদন জানাল। কিন্তু উভয়ের মৃদু-হাস্যময় মুখমণ্ডল দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই যে কোন স্বল্পাভিজ্ঞ দর্শক বুঝতে পারবে যে দু'জনের মধ্যে অশান্তিকর কিছু একটা ঘটেছে, যদিও সেটা

ছিল অপ্রকাশিত। রুডিন জানে ডেরিয়া তার ওপরে অপ্রসন্ন হয়ে আছেন এবং ডেরিয়া সন্দেহ করছেন যে রুডিন সমুদয় ঘটনা অবগত আছে।

কোন্‌স্তান্‌তিনের আবিষ্কার তাঁকে বড়ই বিচলিত করেছে, এতে তাঁর সামাজিক অভিজাত্যে আঘাত লেগেছে। রুডিন—চালচুলোহীন এক দরিদ্র, এপর্যন্ত সমাজে যার কোন সম্মান ছিল না—সে কিনা গোপনে গোপনে প্রেম করেছে তাঁর মেয়ের সঙ্গে—মিসেস্ ডেরিয়া মিহেইলোভনার কন্যার সঙ্গে!

'স্বীকার করি লোকটা বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান, কিন্তু তাতে কী আসে যায়? তবে ত এর পরে যে-কোন লোকই আমার জামাই হবার আশা করতে পারে, এঁ্যা?'

'বহুক্ষণ নিজের চোখ দু'টোকে বিশ্বাস করতে পারি নি'—কোন্‌স্তান্‌তিন্ বলল—'নিজের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি এত অবুঝ দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।'

রুডিনকে তিনি বসতে বললেন। সে বসল বটে, কিন্তু সেই আগেকার রুডিন—প্রায় বাড়ীর কর্তা রুডিনের মত নয়—এমন কি একজন পুরাতন বন্ধুর মতও নয়। একজন অতিথির মত—কিন্তু বিশেষ অন্তরঙ্গ অতিথির মতও নয়। এ সব ঘটল এক মুহূর্তে······তরল জল যেন হঠাৎ ঘন বরফে পরিণত হল।

'আমি এলাম, মিসেস্ ডেরিয়া,'—রুডিন বলল—'আপনার সহৃদয় আতিথ্যের জন্য ধন্যবাদ জানাতে। আমার যৎসামান্য জমিদারী থেকে আজ একটা খবর পেলাম, আজই সেখানে যাওয়া আমার একান্ত প্রয়োজন।'

মনোযোগ সহকারে তার পানে চেয়ে ডেরিয়া ভাবলেন—আমাকে উনি বুঝতে পেরেছেন; নিশ্চয়ই ওঁর মনে সন্দেহ হয়েছে; অপ্রিয়

কৈফিয়ৎ দেবার দায় থেকে উনি লোককে বেশ বাঁচাতে পারেন দেখছি। ভালই হল। লোকটা কিন্তু বরাবরই বেশ চালাক।

প্রকাশ্যে বললেন—'সত্যি? ওঃ, কী দুঃখের কথা! তা মনে হচ্ছে আর কোন উপায়ই নেই। আশা করি এ বছর শীতকালে আপনার সঙ্গে মস্কোতে দেখা হবে। আমরা শীগ্‌গিরই এখান থেকে চলে যাব।'

'জানিনা মস্কোতে যেতে পারব কিনা, কিন্তু যদি কখনো যাই তবে আপনার সঙ্গে দেখা করা আমার একটা কর্তব্য বলে গণ্য করব।'

এবার কোন্‌স্তান্‌তিনের পালা—মনে মনে সে বলল : আহা, বাপু, বেশীদিন ত হয় নি এখানে তুমি কর্তাটি সেজে বসেছিলে, আর এখন কিনা তোমাকে এভাবে কথা বলতে হচ্ছে? স্বভাব-সুলভ সাবলীল সৌজন্যের সঙ্গে প্রকাশ্যে বলল—'তবে বোধ করি আপনার জমিদারী থেকে কোন দুঃসংবাদ এসেছে।'

'হ্যাঁ'—শুষ্ক কণ্ঠে রুডিন জবাব দিল।

'শস্যহানি নাকি?'

'না, অন্য কিছু। বিশ্বাস করুন, মিসেস্ ডেরিয়া, আপনার গৃহে যে মহানন্দে এই দিন ক'টি কাটালাম তা আমি জীবনে ভুলব না।'

'এবং আমি ও, মিষ্টার রুডিন, পরম আনন্দে আপনার সাথে আমার পরিচয়ের কথা স্মরণ করব। আপনি কখন রওনা হবেন?'

'আজ, খাওয়ার পরে।'

'এত শীগ্‌গির? তা বেশ, আপনার যাত্রা শুভ হোক। কিন্তু নিজের কাজকর্ম নিয়ে যদি আটকে না পড়েন তবে হয়ত আবার আপনি এখানে এসে দেখা করবেন।'

'সময় খুবই কম পাবো'—দাঁড়িয়ে উঠে রুডিন বলল। 'ক্ষমা করবেন, আপনার ঋণ এখনি শোধ করতে পারছিনা, দেশে পৌঁছেই...'

'ছিঃ, মিষ্টার রুডিন'—ডেরিয়া তাকে থামিয়ে দিলেন—'এ কথা

বলতে আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন না দেখে অবাক হলাম।……এখন কটা বেজেছে?'

ওয়েষ্টকোটের পকেট থেকে একটা সোনা ও এনামেলের তৈরী ঘড়ি বার করে কোন্‌স্তান্‌তিন তার কড়কড়ে সাদা কলারের 'পরে নিজের রক্তিম গালটি রেখে অতি সাবধানে সময় দেখে বলল যে দু'টো বেজে বত্রিশ মিনিট হয়েছে।

'তাহলে কাপড় চোপড় পরার সময় হয়ে গেছে'—ডেরিয়া বললেন। 'এখনকার মত বিদায়, মিষ্টার রুডিন।'

এদের এই আলাপের একটা বিশিষ্ট ধরণ ছিল। ঠিক এভাবেই অভিনেতারা তাদের ভূমিকা আবৃত্তি করেন, কুটনৈতিক নেতারা সাবধানে রচিত কথাবার্তার আদান প্রদান করেন।

রুডিন চলে গেল। অভিজ্ঞতার দৌলতে সে এখন বুঝতে পেরেছে যে এ দুনিয়ায় যার প্রয়োজন ফুরিয়েছে তার সঙ্গে মানুষ পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটায় না, তাকে শুধু পরিত্যাগ করে—বলনাচের পরে দস্তানার মত, মিষ্টান্ন জড়াবার কাগজের মত, ব্যর্থ লটারীর টিকিটের মত।

তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিয়ে রুডিন বিদায়-মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল অসহিষ্ণু চিত্তে। তার চলে যাবার খবর শুনে বাড়ীর প্রত্যেকেই অত্যন্ত বিস্মিত হল, ভৃত্যেরা পর্যন্ত বিমূঢ়ভাবে তার দিকে চাইতে লাগল। বাসিস্টফ তার মনের দুঃখ চেপে রাখতে পারল না। নাতালিয়া স্পষ্টতঃ তাকে এড়িয়ে চলছে, চেষ্টা করছে তার চোখে যেন চোখ না পড়ে। তবুও রুডিন সেই চিঠিখানা ওর হাতে চালান করে দিতে পারল। খাবার পরে ডেরিয়া আরেকবার জানালেন যে মস্কোতে যাবার আগে পুনরায় তার সঙ্গে দেখা হবার আশা তিনি রাখেন; এবার রুডিন নিরুত্তর রইল। অন্য সকলের চেয়ে কোন্‌স্তান্‌তিন যেন আজ বেশী কথা বলছে তার সঙ্গে। অনেকবার

রুডিনের ইচ্ছা হচ্ছিল ওর ঘাড়ের ওপরে লাফিয়ে পড়ে চড়িয়ে ওর। গোলাপী লাল মুখখানা তুবড়ে দেয়। মাদাম বনকোর্ট অদ্ভুত একটা চোরা চাহনিতে বারবার রুডিনকে লক্ষ্য করছিল: বুড়ো শিকারী কুকুরের চোখে কখনো কখনো এ জাতীয় দৃষ্টি দেখা যায়। সে যেন বলছে—আহা! তুমি বাছা এতদিনে ফাঁদে পড়েছ।

অবশেষে ছ'টা বাজল। রুডিনের গাড়ী দরজায় এসে দাঁড়াল। তাড়াতাড়ি সকলের কাছে বিদায় নিতে সুরু করল সে। মনের মধ্যে কী রকম একটা বমির ভাব ঠেলে ঠেলে উঠছে—এভাবে এ বাড়ী ছাড়তে ত সে চায় নি! এ যেন মনে হচ্ছে সকলে মিলে ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। কী ভাবে এ-সব করা হচ্ছে, এত তাড়াহুড়ো করার কী দরকার? তবু যাহোক, এই অনেক ভাল—এই সে ভাবছিল যখন জোর করে মুখে হাসি এনে সকলকে সে অভিনন্দন জানাচ্ছিল। শেষ বারের মত সে চাইল নাতালিয়ার দিকে, বুক তার ধপ্ ধপ্ করছে; বিষাদাচ্ছন্ন লজ্জামলিন বিদায়-দৃষ্টি নিয়ে ক্ষণকাল সে চেয়ে রইল নাতালিয়ার পানে, তারপরে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে গেল নীচে এবং লাফ দিয়ে গাড়ীতে উঠল। পরের স্টেসন পর্যন্ত সঙ্গে যাবার জন্য বাসিস্টফও তার পাশে এসে বসল।

দেবদারু শোভিত প্রশস্ত পথে গাড়ী আসামাত্র রুডিন বলতে লাগল: 'ডিউক-পত্নীর দরবার ছেড়ে চলে আসার সময় ডন্ কুইক্সোট্ কি বলেছিল মনে আছে তোমার? বলেছিল—স্বাধীনতা মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ; সে-ই সুখী যাকে ভগবান দিয়েছেন এক টুকরো রুটী এবং কারো কাছে ঋণী হবার প্রয়োজন যার নেই। ডন্ কুইক্সোট্ তখন যা অনুভব করেছিল, আমি এখন তাই অনুভব করছি। ভগবান করুন, বাসিস্টফ, তুমিও যেন একদিন এই পরম শান্তির আস্বাদ পাও।'

বাসিস্টফ রুডিনের একটি হাত চেপে ধরল। এই সরল ছেলেটির বুক

ভাবাবেগের প্রাবল্যে অত্যন্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। স্টেসনে পৌছান পর্যন্ত রুডিন বলে গেল অনেক কথা : মানুষের সম্মান, প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ ইত্যাদি বিষয়ে আন্তরিকভাবে বলল বহু মহান সত্য কথা। বিদায় মুহূর্তে বাসিস্টফ তার কাঁধে লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রুডিনেরও চোখে এল জল—কিন্তু বাসিস্টফের কাছে বিদায় নিচ্ছে বলে সে কাঁদছে না—তার চোখে এল ব্যথিত অভিমানের উদ্‌গত অশ্রু।

নিজের ঘরে গিয়ে নাতালিয়া রুডিনের চিঠি খুলে পড়তে বসল। সে লিখছে—

প্রিয় নাতালিয়া আলেক্‌সিভনা,

স্থির করেছি চলে যাবো। এ ছাড়া আর কোন পথ আমার নেই। চলে যাবার জন্য স্পষ্ট আদেশ পাবার পূর্বেই চলে যেতে মনস্থ করেছি। আমার বিদায়ের পরমুহূর্তে সমস্ত ঝঞ্চাট মিটে যাবে, তখন আমার জন্যে দুঃখ অনুভব করবার কেউই থাকবে না। এ ছাড়া আর কী বা আমি আশা করতে পারি বল? চিরকাল এ রকমটিই হয়। কিন্তু তোমাকে এই চিঠিখানা লিখছি কেন জান?

সম্ভবত চিরদিনের জন্য তোমার কাছে বিদায় নিচ্ছি; কিন্তু যে-স্মৃতিটুকুর আমি যোগ্য তার চেয়ে নিকৃষ্ট স্মৃতি তোমার কাছে রেখে যাওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হবে। তাই লিখছি এ চিঠি। নিজেকে সমর্থন করতে চাই না বা আমাকে ছাড়া আর কাউকে দোষ দিতেও চাই না। আমাকে আমি যত দূর সম্ভব স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে চাই···গত কয়েকদিনের ঘটনাবলী এত অপ্রত্যাশিত, এত অভাবনীয়·········

আমাদের আজকের গোপন মিলনটি আমার কাছে একটা স্মরণীয়

শিক্ষার বিষয় হয়ে থাকবে। সত্যি, তুমিই ঠিক, তোমাকে আমি চিনতাম না, কিন্তু ভাবতাম তোমাকে চিনি। জীবনের চলার পথে বহু ধরনের মানুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে, অনেক মেয়ে ও স্ত্রীলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, কিন্তু তোমার মধ্যেই এই প্রথম আমি একটি পূর্ণ সত্যময় তেজস্বী আত্মার সন্ধান পেলাম। এ জিনিসে আমি অভ্যস্ত ছিলাম না; তোমার যথাযোগ্য আদর আমি জানতাম না। পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই আমি তোমার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছি। তুমি হয়ত তা লক্ষ্য করেছ। প্রহরের পর প্রহর তোমার সঙ্গে কাটিয়েছি, তবু তোমাকে চিনতে পারি নি; তোমাকে চিনবার চেষ্টাও আমি করি নি—আর কল্পনা করতাম যে তোমাকে ভালবাসি! এই পাপের জন্যই আমার এই শাস্তি।

আরেকবার একটি মেয়েকে আমি ভালবেসেছিলাম, সে-ও আমাকে ভালবাসত। তার প্রতি আমার মনোভাব ছিল অসরল এবং আমার প্রতি তারও মনোভাব ছিল অনুরূপ। কিন্তু সে নিজে সরল ছিল না বলে এতে তার ভালই হল। সত্য কথাটি আমাকে কখনো বলা হয় নি, যখন বলা হল তখনও তাকে আমি চিনতে পারলাম না। অবশেষে তাকে চিনতে পারলাম যখন খুবই দেরী হয়ে গেছে .....। আমাদেব দু'জনের জীবন একই গ্রন্থিতে বাঁধা হতে পারত, কিন্তু এখন আর কোনদিন তা হবে না। কী করে তোমায় বোঝাব যে অকৃত্রিম প্রেম নিয়েই তোমাকে ভালবাসতে পারতাম—অন্তরের প্রেম, সখের প্রেম নয়—যখন নিজেই জানি না এমন প্রেমের আমি যোগ্য কিনা?

প্রকৃতি আমাকে যথেষ্টই দিয়েছিল। তা আমি জানি, মিথ্যা বিনয়ের খাতিরে তোমার কাছে তা লুকাবো না, বিশেষত আমার পক্ষে এ রকম তিক্ত অপমানজনক মুহূর্তে। হ্যাঁ, প্রকৃতি আমাকে দিয়েছে প্রচুর, কিন্তু আমার শক্তির উপযুক্ত কিছু না করেই, পিছনে

আমার কোন চিহ্ন না রেখেই এ পৃথিবী থেকে আমি চিরবিদায় নেবো। আমার সকল সম্পদ বৃথা নষ্ট হয়েছে, আমার উপ্ত বীজ-সম্ভূত এক কণা শস্যও আমি দেখতে পাই না; আমার মধ্যে কিসের যেন একটা অভাব আছে। বলতে পারি না ঠিক কিসের অভাব……নিশ্চয়ই এমন একটা কিছুর অভাব যা না থাকলে পুরুষের হৃদয় টলান যায় না, নারীর মন সম্পূর্ণ ভোলান যায় না; শুধু পুরুষের হৃদয়ের 'পরে প্রভাব বিস্তার করা অনিশ্চিত; একটা সাম্রাজ্য সর্বদাই লাভশূন্য। আমার অদৃষ্টটা অদ্ভুত, প্রায় হাস্যকর আন্তরিকভাবে, পরিপূর্ণভাবে আপনাকে আমি কোন উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করতে চাই, কিন্তু পারি না আপনাকে সমর্পণ করতে। একটা কোন নির্বোধ কাজ, যাতে আমার কোন বিশ্বাস থাকবে না—হয়ত তারই জন্যে আমি জীবন উৎসর্গ করব।……হায়, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও নতুন কিছুর জন্য প্রস্তুতি……!

এর আগে আর কারো কাছে নিজকে এত বেশী প্রকাশ করি নি—এ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি।

যাক, নিজের কথা অনেক বললাম। তোমার সম্বন্ধে কিছু এবার বলতে চাই, তোমাকে কিছু উপদেশ দিতে চাই; তোমার আর কোন কাজে ত আমি আসব না……। তুমি এখনো কাঁচা, কিন্তু যত দিন বাঁচবে সর্বদা অন্তরের প্রেরণা অনুসরণ করে চলো, নিজের বা অন্যের অধীনে একে টেনে নিয়ে যেও না। বিশ্বাস কর, যত সরল ও সংক্ষিপ্ত গণ্ডীর মধ্যে জীবন অতিবাহিত করবে ততই মঙ্গল। নূতন দিক উন্মোচন করাই বড় কাজ নয়, জীবনের প্রতিটি অঙ্গের যথা সময়ে পূর্ণ সৌষ্ঠব পাওয়া উচিত। যৌবনে যে তরুণ সেই ধন্য—কিন্তু দেখছি যে এই উপদেশ তোমার চেয়ে আমার পক্ষেই খাটে বেশী।

স্বীকার করছি, নাতালিয়া, আমি অত্যন্ত অসুখী। যে ভাবটি আমি তোমার মায়ের প্রাণে জাগিয়েছি তার স্বরূপ সম্বন্ধে নিজকে প্রবঞ্চিত

করি নি। কিন্তু আশা করেছিলাম যে একটা অন্তত সাময়িক আশ্রয় আমি পেয়েছি।—আবার আমাকে বরণ করে নিতে হবে এই স্রাট জগতের পোড়া অদৃষ্ট। তোমার কথা, তোমার সান্নিধ্য, তোমার অভিনিবিষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত আননখানি—এ সবের স্থান পূরণ করবে কিসে? আমি নিজেই এর জন্য দোষী। কিন্তু তোমাকে মানতে হবে যে আমার অদৃষ্ট মতলব করেছে আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। মাত্র এক সপ্তাহ আগে আমি লেশমাত্র সন্দেহ করি নি যে তোমায় আমি ভালবাসি। পরশুদিন, বাগানে সেই সন্ধ্যায় প্রথম আমি শুনলাম তোমার মুখে···কিন্তু তোমার কথা আজ তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে লাভ কি? আজ এখন আমি চলে যাচ্ছি—যাচ্ছি লজ্জিত হয়ে, তোমাকে একটা নির্মম কৈফিয়ত দিয়ে, সঙ্গে চলেছে কেবল নিরাশা··· এখনো তুমি জান না তোমার কাছে আমি কতখানি অপরাধী···। এমন নির্বোধের মত আমার গাম্ভীর্যের অভাব, সব কিছু বিশ্বাস করার এমন দুর্বল অভ্যাস! কিন্তু আর কেন এ সব কথা বলা? তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি চিরজনমের মত, নাতালিয়া।

[এখানে সেয়ারজায়ের কাছে তার যাবার কথা রুডিন উল্লেখ করেছিল, কিন্তু দ্বিতীয়বার ভেবে সবটুকু কেটে সেয়ারজায়ের চিঠিতে দ্বিতীয় পুনশ্চটি যোগ করেছিল]

আজ প্রাতে তীব্র শ্লেষের সঙ্গে তুমি যা বলেছিলে—সত্যি, এ দুনিয়ায় আমি একাই রইলাম আমার উপযুক্ত নানা কাজে আত্মনিয়োগ করতে। হায়, বাস্তবিক যদি এ সকল কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারতাম, যদি আমার জড়ত্বকে শেষাবধি জয় করতে পারতাম! কিন্তু না। আমি যা আছি চিরদিনই সেই অসম্পূর্ণ জীব হয়ে থাকব শেষ পর্যন্ত। প্রথম বাধা-ই আমাকে নিঃশেষে ধ্বংস করবে, তোমার ও আমার মধ্যে যা ঘটল তা দেখেই আমি শিখেছি। যদি আমার এই

প্রেম ভবিষ্যত কর্মের জন্য, আমার উপজীবিকার জন্য বিসর্জন দিতে 'পারতাম ; কিন্তু যে মহা দায়িত্ব আমার ওপর এসে পড়েছিল, তাকেই আমি ভয় করছিলাম ; কাজেই আমি যথার্থই তোমার অনুপযুক্ত। তোমার পরিবেশ ও আবেষ্টনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তুমি চলে আসবে শুধু আমারই জন্যে—তোমার এত বড় ত্যাগের উপযুক্ত আমি নই। হয়ত এ সবই হল পরম কল্যাণের জন্য। এই অভিজ্ঞতার ফলে আমি হয়ত আরো পবিত্র হতে পারব।

তোমার সর্বাঙ্গীণ সুখ-শান্তি কামনা করি। বিদায়, নাতালিয়া! মাঝে মাঝে আমাকে স্মরণে এনো। আশা করি ভবিষ্যতে আমার কথা তুমি আরো শুনতে পাবে।

—রুডিন।

চিঠিখানা কোলের 'পরে ছেড়ে দিয়ে নাতালিয়া বহুক্ষণ নিশ্চল নির্জীব হয়ে বসে রইল, দৃষ্টি তার ভূমিতে নিবদ্ধ। সমস্ত সম্ভাব্য যুক্তির চেয়ে বেশী স্পষ্টভাবে সে প্রমাণ পেল এই চিঠি থেকে যে সেদিন প্রভাতে রুডিনের কাছ থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে নিতান্ত অনিচ্ছায় সে যখন চিৎকার করে বলেছিল যে রুডিন তাকে ভালবাসে না, তখন সে ঠিকই বলেছিল। কিন্তু তাতেই বা তার স্বস্তি কোথায়? একেবারে নিথর হয়ে বসে রইল সে ; তার মনে হচ্ছে, বিন্দুমাত্র আলোক-রশ্মি-হীন গভীর ঘন আঁধারের উত্তাল তরঙ্গমালা তার আপাদমস্তক ঢেকে ফেলছে, আর সে যেন মূক ও নির্জীব হয়ে অতল তলে ডুবে যাচ্ছে। মোহমুক্তির প্রথম আঘাত সকলের পক্ষেই বেদনাদায়ক ; কিন্তু হৃদয়টি যার আন্তরিকতাপূর্ণ, আত্ম-প্রতারণা যার স্বভাব-বিরুদ্ধ, লঘুতা বা আতিশয্য থেকে যে নির্মুক্ত, তার পক্ষে এ আঘাত কতখানি অসহনীয়! নাতালিয়ার মনে এল ওর শৈশবের কথা যখন গোধূলি-লগ্নে বেড়াতে

বেড়াতে সে চলে যেতে চেষ্টা করত অস্তগামী সূর্যের দিকে—দিগন্তে যখন জেগে থাকত লুপ্তপ্রায় রবিরশ্মির আলোকচ্ছটা, চাইত সে যেতে আঁধার কালিমা-মাখা আধখানা আকাশের পানে। ওর সম্মুখ-প্রসারিত জীবন এখন আঁধারের গ্রাসে, চিরদিনের জন্য আলোকের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে সে।

নাতালিয়ার চোখে এল অশ্রুর বন্যা। চোখের জলে সব সময় শান্তি পাওয়া যায় না। চোখের জল সুখকর ও কল্যাণকর তখনই যখন বহুকাল অন্তরে চাপা থাকার পরে অশ্রুর স্রোত বাইরে প্রবাহিত হয়—প্রথমে প্রবল বেগে, তারপরে সহজভাবে, কোমলভাবে; দুঃখের মূক বেদনা ওই অশ্রুর মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।···আর আছে শীতল অশ্রু, যে অশ্রু ঝরে ধীরে ধীরে, অনড় জগদ্দল পাথরের মত চাপা বেদনা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নিঙড়ে বার করে বিন্দু বিন্দু অশ্রু; সে অশ্রু সুখকর নয়, আরামদায়কও নয়। একমাত্র দারিদ্র্যই পারে এ অশ্রু বহাতে। যার চোখে এ অশ্রু ঝরে নি সে এখনো অসুখী হয় নি। নাতালিয়া আজ এর প্রথম আস্বাদ পেল।

দু'টি ঘণ্টা কেটে গেল। নিজের দেহটাকে কোনক্রমে গুছিয়ে টেনে তুলে চোখের জল মুছে ফেলল নাতালিয়া, তারপরে মোমবাতি জ্বেলে তার শিখায় চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলে ছাইটুকু জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। তারপরে সে বসল পুশ্‌কিন্ নিয়ে, পড়ল যে লাইন সামনে পেল।

কিছুক্ষণ পরে বই বন্ধ করে নাতালিয়া হাসল একটা প্রাণহীন শীতল হাসি, তারপরে দর্পণে নিজের মুখখানা দেখে একটু মাথা দুলিয়ে চলে গেল বৈঠকখানায়।

তাকে দেখেই ডেরিয়া ডাক দিলেন তাঁর পাঠকক্ষ থেকে, পাশে বসিয়ে ওর চিবুক ধরে আদর করতে লাগলেন। ইত্যবসরে তিনি

অখণ্ড মনোযোগে ও গভীর কৌতূহলে চেয়ে ছিলেন ওর চোখের পানে ; মনে মনে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন, এই প্রথম যেন তিনি অনুভব করলেন যে নিজের মেয়েকে তিনি সত্যিই বুঝতে পারেন নি। রুডিনের সঙ্গে ওর সাক্ষাতের কথা কোন্‌স্তান্‌তিনের কাছে শুনে তিনি ততখানি অসন্তুষ্ট হন নি যতখানি বিস্মিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে তাঁর এমন বুদ্ধিমতী কন্যাটি এরকম একটা কাণ্ড করবে বলে মনস্থ করল কেমন করে। কিন্তু কন্যাকে ডেকে তিনি যখন তিরস্কার করতে সুরু করলেন—সমগ্র ইয়োরোপ-খ্যাতা মহিয়সীর মত নয়, উচ্চ কণ্ঠে ইতর ভাষায় রীতিমত গালি গালাজ—তখন নাতালিয়ার সবল উত্তর এবং তার দৃষ্টি ও ব্যবহারেব সতেজ দৃঢ়তায় তিনি শুধু বিস্মিত হলেন না, অনেকখানি দমে গেলেন।

রুড়িনের নিতান্ত আকস্মিক ও সম্পূর্ণ অবোধ্য প্রস্থানে তাঁর মন থেকে একটা বিরাট বোঝা নেমে গেছে বটে, কিন্তু নাতালিয়ার কাছে তিনি আশা করেছিলেন অশ্রুর বন্যা, মূর্ছা ইত্যাদি······নাতালিয়ার এই বাহ্যিক স্থৈর্য তাঁর সমস্ত হিসাব গোলমাল করে দিল।

'নাতালিয়া, আজ কেমন আছ ?'

নাতালিয়া মায়ের মুখের পানে চেয়ে রইল।

'সে ত চলে গেল দেখলে—তোমার ওই বীরপুঙ্গব। জান, কেন এত সাত্ তাড়াতাড়ি চলে গেল সে ?'

'না', মৃদু কণ্ঠে নাতালিয়া বলল—'আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তাঁর নাম তুমি যদি উচ্চারণ না কর তবে আমার মুখ থেকে কখনো তাঁর নাম তুমি শুনবে না।'

'তাহলে স্বীকার করছ যে আমার সঙ্গে তুমি খুবই ভুল ব্যবহার করেছ ?'

মাথা নিচু করে নাতালিয়া আবার বলল—'আমার কাছে তাঁর নাম কথনো শুনবে না।'

'বেশ, বেশ'—মৃদু হেসে ডেরিয়া বললেন—'আমি বিশ্বাস করছি। কিন্তু পরশুদিন, মনে পড়ে······যাক, সে নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাই না। সব আপদ চুকে গেছে, ভুলে গেছি সব, তাই না? আবার আমি তোমাকে বুঝতে পারছি; কিন্তু তখন আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। যাক, এখন বুদ্ধিমতী মেয়ের মত আমাকে চুমু খাও।'

নাতালিয়া মায়ের হাত তুলে অধর স্পর্শ করল এবং ডেরিয়া মাথা নিচু করে তাকে চুম্বন করলেন।

'সর্বদা আমার উপদেশ শুনবে। কথনো ভুলো না কোন্ পরিবারের এবং কার মেয়ে তুমি। তাহালেই তুমি সুখী হবে। এখন তুমি যেতে পার।'

নীরবে সে বেরিয়ে গেল। ওর পিছনে চেয়ে ডেরিয়া ভাবলেন—মেয়েটা ঠিক আমার মত: ও দেখছি নিজের ভাবাবেগে নিজেই ভেসে যাবে।·········ডেরিয়া ডুবে গেলেন অতীতের স্মৃতি-গহ্বরে—সুদূর অতীতের অন্তরালে।

তারপরে তিনি মাদামকে ডেকে বহুক্ষণ তাঁর সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করলেন। তাঁকে বিদায় দিয়ে ডেকে পাঠালেন কোন্স্তান্তিনকে। রুডিনের প্রস্থানের প্রকৃত কারণটি জানবার জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে ছিলেন, কোন্স্তান্তিন তাঁকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্তোষ দিল—এজন্যই ত সে এখানে রয়েছে।

পরদিন সেয়ারজায় বোনকে সঙ্গে নিয়ে এ বাড়ীতে নিমন্ত্রণে এল। ডেরিয়া বরাবরই তার প্রতি শিষ্টাচারী ছিলেন, কিন্তু আজ তিনি বিশেষভাবে তাকে সম্বর্ধনা করলেন। নাতালিয়ার মনোকষ্ট আজ অসহনীয় হয়ে উঠেছে; কিন্তু সেয়ারজায় এত সম্মান ও এত সঙ্কোচের

সঙ্গে ওর সাথে কথাবার্তা বলল যে মনে মনে নাতালিয়া তাকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারল না। দিনটা কাটল প্রায় নিঃশব্দে, অনেকটা এক ঘেঁয়ে ভাবে, কিন্তু যাবার সময় সকলেই অনুভব করল যে আবার তারা সেই পুরাতন দিনে ফিরে গেছে ; এর অর্থ অনেক, অনেক।

হ্যাঁ, সকলেই সেই পুরাতন আবহাওয়ায় ফিরে গেছে, সকলেই—একমাত্র নাতালিয়া ছাড়া। শেষকালে যখন একটু একা হবার অবসর পেল তখন সে অতি কষ্টে কোন রকমে দেহটাকে বিছানায় টেনে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। জীবনটা তার হয়ে গেছে এত নির্মম, এত ঘৃণ্য, এত জঘন্য! নিজের জন্য, তার প্রেমের জন্য, তার দুঃখের জন্য এতই সে আজ লজ্জিত যে এই মুহূর্তে মরতে পারলেই যেন সে খুসি হত। এখনো অনেক বেদনাবিধুর দিবস, নিদ্রাবিহীন নিশীথ এবং যাতনাদায়ক আবেগ আছে জমা ওর অদৃষ্টের কোটরে ; কিন্তু ও ত এখনো নবীন, জীবন ওর সবেমাত্র সুরু হয়েছে, আজ বা কাল জীবন তার দেনা-পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেবে। 'জীবনে যে আঘাত-ই আসুক না কেন, মানুষ যেন—(ভাষার কঠোরতা মার্জনীয়) সেদিন বা অন্তত পরদিন নিজের আহার্য গ্রহণ করে—সান্ত্বনার ওই ত প্রথম সোপান।)

নাতালিয়া ব্যথা পেয়েছে নিদারুণ, এই ওর প্রথম দুঃখ······কিন্তু প্রথম দুঃখ—প্রথম প্রেমের মতই—দ্বিতীয়বার আসে না ঃ এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

—বারো—

প্রায় দু'টি বছর কেটে গেছে। মে মাস সুরু হয়েছে। আলেক-জান্দ্রা পাবলোভনা—এখন মিসেস লেজনিয়ভ—বারান্দায় বসে ছিল; বছর খানেকের ওপর হল লেজনিয়ভের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। এখনো সে চিরদিনের মতই রূপবতী, শুধু সম্প্রতি একটু স্বাস্থ্যবতী হয়েছে। বারান্দার সামনে যেখান থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে বাগানে সেখানে এক ধাত্রী একটি রাঙা-কপোল শিশুকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—শিশুর গায়ে সাদা জামা, মাথায় সাদা টুপি। পাবলোভনার দৃষ্টি অবিচলভাবে শিশুটির প্রতি নিবদ্ধ। শিশুটি কাঁদছে না, শুধু গম্ভীর-ভাবে বুড়ো আঙুলটি চুষতে চুষতে চারদিকে তাকাচ্ছে। ইতিমধ্যেই নিজেকে সে লেজনিয়ভের পুত্র বলে প্রতিপন্ন করেছে।

বারান্দায় পাবলোভনার কাছে আমাদের পুরাতন বন্ধু পিগাসভ বসে আছে। তাকে আমাদের শেষ দেখার পরে সে আরো বুড়ো হয়ে গেছে, শরীর তার নুয়ে পড়েছে, কৃশ হয়ে গেছে, কথা বলে সে আধ আধ স্বরে। সামনের একটা দাঁত পড়ে গেছে, ফলে আধ আধ বুলিতে তার কথাগুলো হয়েছে আরো বেশী কর্কশ। বয়োবৃদ্ধি হলেও তার বিদ্বেষের ভাব একটুও কমে নি, কিন্তু তার রসিকতায় ঘটেছে রসের একান্ত অভাব; বড় বেশী এক কথার পুনরাবৃত্তি করে সে। লেজনিয়ভ বাড়ীতে নেই, তারা আশা করছে চায়ের আসরে তাকে পাওয়া যাবে। সূর্যদেব ইতিমধ্যে অস্ত গেছেন; যেখানে সূর্য ডুবেছে সেখানে বিবর্ণ সোনালি ও কমলা রঙের একটা দীর্ঘ রেখা দূর দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। লঘু মেঘদল ঊর্ধ্বাকাশে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। সব

কিছু যেন আগামী বহুকালের জন্য একটা মনোরম আবহাওয়ার সূচনা করছে।

'দাই'—পাবলোভনা ডাকল—'মিসাকে শোওয়াবার সময় হয়েছে, ওকে আমার কাছে দাও।' ছেলেকে নিয়ে পাবলোভনা ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আর পিগাসভ বিড় বিড় করতে করতে বারান্দার অপর প্রান্তে চলে গেল।

হঠাৎ দেখা গেল বাগানের পাশের রাস্তা দিয়ে লেজনিয়ভ আসছে সেই পুরানো চার চাকার গাড়ীটি হাঁকিয়ে। বাড়ীর কুকুর দু'টো ঘোড়ার আগে আগে ছুটছে। কুকুর দু'টো এত ঝগড়া করে! একটা বুড়ো কুকুর দরজার বাইরে ছুটে গেল ওদের দলে যোগ দিতে, চেঁচাবার জন্য কুকুরটা মুখ হাঁ করেছিল, কিন্তু শুধু একটা হাই তুলে বন্ধুভাবে লেজ নাড়তে নাড়তে ফিরে এল।

'দেখ, পাবলোভনা, দেখ'—লেজনিয়ভ চেঁচিয়ে বলল দূর থেকে—'কাকে ধরে নিয়ে এসেছি।'

স্বামীর পিছনে যিনি বসে আছেন তাকে পাবলোভনা তখনি চিনতে পারল না। শেষে সে চেঁচিয়ে উঠল—'ওঃ, মিষ্টার বাসিস্টফ?'

'হ্যাঁ, তিনিই'—লেজনিয়ভ বলল—'চমৎকার খবর আছে ওঁর কাছে। একটু অপেক্ষা কর, সব জানতে পারবে।'

তারা বাড়ীর ভিতরে ঢুকল। কয়েক মিনিট পরে বাসিস্টফকে নিয়ে লেজনিয়ভ বারান্দায় এল।

'হুররা'—স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে সে বলল—'সেয়ারজায়ের বিয়ে হচ্ছে।'

'কার সঙ্গে?'—অস্থিরভাবে পাবলোভনা জিজ্ঞাসা করল।

'নাতালিয়ার সঙ্গে, আবার কি? আমাদের বন্ধু মস্কো থেকে এই খবর এনেছেন, আর তোমার নামে একখানা চিঠি আছে।'

'শুনছ, মিসা'—ছেলেকে কোলে টেনে নিয়ে সে বলল—'তোমার মামার বিয়ে। ইঃ, কী ভীষণ ঔদাসীন্য! এঁ্যা, ও শুধু চোখ মিটমিট্ করছে যে?'

'ও ঘুমুচ্ছে।' নার্স বলল।

পাবলোভনার কাছে গিয়ে বাসিস্টফ বলল—'মিসেস ডেরিয়ার কাজে আজ আমি মস্কো থেকে এলাম। এই নিন আপনার চিঠি।'

পাবলোভনা তাড়াতাড়ি দাদার চিঠি খুলে পড়ল—কয়েক লাইন-মাত্র লেখা। আনন্দের প্রথম আতিশয্যে বোনকে সে জানিয়েছে যে নাতালিয়ার কাছে প্রস্তাব করে মা ও মেয়ে উভয়ের সম্মতি সে পেয়েছে। পরের চিঠিতে বিশদভাবে লিখবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সকলকে সে চুম্বন ও আলিঙ্গন জানিয়েছে। স্পষ্টই বোঝা গেল যে সে লিখেছে একটা প্রলাপের ঝোঁকে।

বাসিস্টফ বসল, চা দেওয়া হল; প্রশ্নবাণে তাকে জর্জরিত করা হল। তার আনীত সংবাদে সকলেই, এমন কি পিগাসভ পর্যন্ত, ভারি খুসি হয়েছে।

'মাইরি বল'—লেজনিয়ভ বলল—'কোন্ এক করচাগিনের গুজব কাণে এসেছিল—মনে হয় ও সব একেবারে বাজে কথা।'

এই করচাগিন হচ্ছে একটি সুশ্রী যুবক, সমাজের একটি চাঁই বিশেষ, অতিমাত্রায় দাম্ভিক ও আত্মম্ভরী। অস্বাভাবিক মান-সম্মান নিয়ে লোকের সঙ্গে সে ব্যবহার করে, ঠিক জীবিত মানুষ যেন সে নয়, জনসাধারণের চাঁদায় গড়া এক প্রতিমূর্তি।

'তা, না, একেবারে বাজে নয়'—একটু হেসে বাসিস্টফ বলল। 'ডেরিয়া তার 'পরে ভাবি প্রসন্ন ছিলেন, কিন্তু নাতালিয়া তার নাম পর্যন্ত শুনতে পারত না।'

'ওকে আমি চিনি'—পিগাসভ বলল। 'ও একটা ডবল নাড়ু

গোপাল। সব মানুষই যদি ও রকমটি হত, তাহলে বেঁচে থাকতে কাউকে রাজী করতে বহু পয়সা খরচের দরকার হত।'

'সত্যিই তাই'—বাসিস্টফ বলল—'কিন্তু সমাজে তিনি ত একজন কেউকেটা।'

'যাক গে যাক, ওর কথা ছেড়ে দিন', পাবলোভনা বলল—'বেচারার শান্তি হোক। আঃ দাদার জন্য আমি কী খুসি! আর নাতালিয়াও বেশ হাসিখুসি ও সুখী ত?'

'হ্যাঁ, যেমন সর্বদা থাকে সে-রকমই শান্ত। আপনি ত ওকে জানেন, তবে সে সন্তুষ্ট বলেই ত মনে হয়।'

সন্ধ্যাটা বেশ গল্প গুজবে কেটে গেল, সবাই বসল নৈশ আহারে।

'ওঃ তাইত।' লেজনিয়ভ বাসিস্টফকে জিজ্ঞেস করল—'রুডিন কোথায় জানেন?'

'এখন ঠিক জানি না। গত শীতকালে কয়েক দিনের জন্য তিনি মস্কোতে এসেছিলেন, কোন্ এক পরিবারের সঙ্গে সিম্‌বারস্কে গিয়েছিলেন। কিছুদিন আমি চিঠিপত্র লিখেছিলাম, তাঁর শেষ চিঠিতে জেনেছিলাম যে তিনি সিম্‌বারস্ক্ ত্যাগ করছেন—কোথায় যাচ্ছেন তা লেখেন নি। তারপর থেকে তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু আমি জানি না।'

'তিনি ঠিকই আছেন'—পিগাসভ বলল—'দেখুন গিয়ে কোথাও তিনি উপদেশামৃত বর্ষণ করছেন। ভদ্রলোক সর্বদা সর্বস্থানে দু'চার জন অনুরাগী ভক্ত পাবেনই যারা হাঁ করে ওঁর কথা গিলবে আর ওঁকে টাকা ধার দেবে। আপনারা দেখবেন তিনি কোন অজ্ঞাত দেশে পরচুলাপরা কোন এক বৃদ্ধা মহিলার হাতে মাথা রেখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবেন —আর মহিলাটি বিশ্বাস করবেন যে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানীর মৃত্যু হল তাঁরই হাতে।'

'ওঁর সম্বন্ধে আপনি ভারি কড়া কথা বলেন'—বিক্ষুব্ধ মৃদুস্বরে বাসিস্টফ বলল।

'মোটেই কড়া নয়, বরং নিছক সত্যি কথা। আমার মতে তিনি হচ্ছেন স্রেফ একটি পরোপজীবী। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম'—লেজনিয়ভের দিকে ফিরে পিগাসভ বলল—'যে ভদ্রলোকের সঙ্গে রুডিন বিদেশ ভ্রমণ করেছিল তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, রুডিনের সম্বন্ধে তিনি যা বললেন, আপনি তা ভাবতেই পারবেন না—একেবারে বীভৎস ব্যাপার! অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে রুডিনের সব বন্ধু-বান্ধব ও অনুরাগীরা পরে তার শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।'

'অনুরোধ করছি এ সব বন্ধুদের দলে আমাকে ফেলবেন না'—গরম হয়ে বলল বাসিস্টফ।

'ও আপনি? সে কথা আলাদা। আপনার কথা আমি বলছি না।'

'আচ্ছা, সেই ভদ্রলোক কি বললেন আপনাকে?'—পাবলোভনা জিজ্ঞাসা করল।

'তিনি বললেন অনেক কথা। সব কথা আমার মনে নেই। তবে সব চেয়ে চমৎকার হল তার সম্বন্ধে একটা মজাদার গল্প। রুডিন যখন আত্মোন্নতি নিয়ে ব্যস্ত ছিল (এ সব ভদ্রলোকেরা সর্বদাই আত্মোন্নতির চেষ্টায় ব্যস্ত; সাধারণ লোকেরা খায় দায় আর ঘুমায়, এরা কিন্তু আত্মোন্নতির ফাঁকে ফাঁকে আহার নিদ্রা সেরে নেন; কী বলেন মিষ্টার বাসিস্টভ?—বাসিস্টফ জবাব দিল না), এভাবে রুডিন যখন আত্মোন্নতি করে চলেছে তখন সে দার্শনিক তত্ত্বের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে তার উচিত একটা প্রেমে পড়া। এ রকম বিস্ময়কর সিদ্ধান্তের উপযোগী একটি প্রেমিকার সন্ধান তিনি করতে লাগলেন। তাঁর পরিচয় হল এক অতি সুন্দরী ফরাসী সূচী-শিল্পীর সঙ্গে। ব্যাপারটা ঘটেছিল রাইন নদীর ধারে এক জার্মাণ সহরে। তিনি মেয়েটির কাছে

যাতায়াত সুরু করলেন, তাকে নানা ধরণের বই টই দিলেন, তার কাছে প্রকৃতি ও হেগেল সম্বন্ধে বুকনি ঝাড়লেন অনেক। বেচারীর অবস্থাটা একবার কল্পনা করতে পারেন? রুডিনকে সে মনে করল জ্যোতিষী। যাক, জানেন ত ভদ্রলোক দেখতে শুনতে মন্দ নয়, তার ওপরে বিদেশী রাশিয়ান, কাজেই তাঁকে মেয়েটির মনে ধরল। শেষকালে রুডিন তাকে এক প্রমোদ-সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করলেন—বেশ কাব্যিক মিলনী, নদীতে একটি নৌকায়। মেয়েটি রাজী হল, তার সব চেয়ে ভাল সাজে সজ্জিতা হয়ে সে ত গেল নৌকা-বিলাসে। দু'টি ঘণ্টা তারা কাটাল নৌকায়—এতখানি সময় রুডিন কেমন করে কাটাল বলতে পারেন? মেয়েটির সে মাথা চাপড়াল, চিন্তান্বিত হয়ে আকাশের পানে চেয়ে রইল, আর বার বার তাকে জানাল যে তার জন্যে সে অনুভব করছে পিতৃস্নেহ। অত্যন্ত চটে মেয়েটী বাড়ীতে ফিরে এল! সে নিজেই এই গল্প বলেছে সেই ভদ্রলোকের কাছে। মানুষটার ধরণই এই!' গল্প শেষ করেই পিগাসভ ভীষণ জোরে হেসে উঠল।

'আপনার স্বভাবটি ত ভারি কুটিল'—রাগত স্বরে পাবলোভনা বলল —'ক্রমেই আমার দৃঢ় ধারণা হচ্ছে যে যারা রুডিনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে তাদেরও কোন ক্ষতি তিনি করেন নি।'

'ক্ষতি করেন নি? চিরটা কাল অন্যের খরচে জীবন কাটান, অন্যের কাছে টাকা ধার করা……লেজনিয়ভ, আপনার কাছেও তিনি কিছু ধারেন নিশ্চয়ই, নয় কি?'

'শুনুন, মিষ্টার পিগাসভ'—লেজনিয়ভ বলল, তার মুখমণ্ডল গাম্ভীর্য-পূর্ণ—'আপনি জানেন এবং আমার স্ত্রীও জানেন যে গতবারে তাঁকে যখন দেখি তখন তাঁর প্রতি বিশেষ প্রীতির ভাব আমার ছিল না, এমন কি অনেক সময় তাঁর নিন্দাও আমি করেছি। সে সবের জন্যে (গ্লাসে স্যাম্পেন ঢেলে) এখন আমি এই প্রস্তাব করছি, এইমাত্র আমরা

আমাদের প্রিয় ভ্রাতা ও তার ভাবী পত্নীর স্বাস্থ্যপান করলাম; আমি বলি আপনি এখন রুডিনের শুভ-স্বাস্থ্য পান করুন।'

পাবলোভনা ও পিগাসভ বিস্মিত চোখে তার দিকে চেয়ে রইল, কিন্তু বাসিস্টফ বিস্ফারিত নেত্রে আনন্দে কেঁপে লাল হয়ে উঠল।

'তাকে আমি খুব ভালভাবে চিনি'—লেজনিয়ভ বলল—'তার দোষ-ত্রুটি আমার জানা আছে। সে সাধারণ স্তরের মানুষ নয় বলেই ওগুলো এত স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে।'

'রুডিনের চরিত্র আছে—তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ'—বাসিস্টফ চেঁচিয়ে উঠল।

'ক্ষণজন্মা, সম্ভবতঃ তাই'—লেজনিয়ভ বলল—'কিন্তু চরিত্র বিষয়ে··· তার বড়ই দুর্ভাগ্য যে চরিত্র বলে কিছু তার নেই······কিন্তু কথাটা তা নয়; তার মধ্যে কী ভাল, কী অনন্যসাধারণ তাই আমি বলতে চাই। তার আছে উৎসাহ এবং বিশ্বাস করুন আমাকে—যে আমি এত কুঁড়ে—এই উৎসাহই আজকের দিনে একটি অমূল্য গুণ। আমরা সকলেই আজকাল অসহ্যভাবে বিবেচনাশীল, উদাসীন ও শ্রমবিমুখ। আমরা ঘুমন্ত, আমার নিষ্প্রাণ। ধন্যবাদ দি তাঁকেই যিনি আমাদের জাগাবেন, আমাদের মনে এনে দেবেন উষ্ণতা। সময় উৎরে গেছে। মনে পড়ে, পাবলোভনা, একদিন ওর সম্বন্ধে বলতে বলতে ওকে প্রাণহীন বলে দোষারোপ করেছিলাম? তখন আমি ঠিকই বলেছিলাম, আবার ভুলও বলেছিলাম। শৈত্য তার শোণিতধারায়—সেটা তার দোষ নয়—কিন্তু তার মস্তিষ্কে শীতলতা নেই। সে অভিনেতা নয়—যেমন আমি বলে-ছিলাম—প্রতারক নয়, দুশ্চরিত্রও নয়; হ্যাঁ, পরের ঘাড়ে বসে সে দিনাতিপাত করে বটে, তবে জোচ্চোরের মত নয়, শিশুর মত······হ্যাঁ, শিশুরই মত। নিশ্চয়ই সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবে দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে, কিন্তু সেজন্যে আমরা কি তার গায়ে ঢিল ছুঁড়বো? সে

যাতায়াত সুরু করলেন, তাকে নানা ধরণের বই টই দিলেন, তার কাছে প্রকৃতি ও হেগেল সম্বন্ধে বুকনি ঝাড়লেন অনেক। বেচারীর অবস্থাটা একবার কল্পনা করতে পারেন? রুডিনকে সে মনে করল জ্যোতিষী। যাক, জানেন ত ভদ্রলোক দেখতে শুনতে মন্দ নয়, তার ওপরে বিদেশী রাশিয়ান, কাজেই তাঁকে মেয়েটির মনে ধরল। শেষকালে রুডিন তাকে এক প্রমোদ-সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করলেন—বেশ কাব্যিক মিলনী, নদীতে একটি নৌকায়। মেয়েটি রাজী হল, তার সব চেয়ে ভাল সাজে সজ্জিতা হয়ে সে ত গেল নৌকা-বিলাসে। দু'টি ঘণ্টা তারা কাটাল নৌকায়—এতখানি সময় রুডিন কেমন করে কাটাল বলতে পারেন? মেয়েটির সে মাথা চাপড়াল, চিন্তান্বিত হয়ে আকাশের পানে চেয়ে রইল, আর বার বার তাকে জানাল যে তার জন্যে সে অনুভব করছে পিতৃস্নেহ। অত্যন্ত চটে মেয়েটা বাড়ীতে ফিরে এল! সে নিজেই এই গল্প বলেছে সেই ভদ্রলোকের কাছে। মানুষটার ধরণই এই!' গল্প শেষ করেই পিগাসভ ভীষণ জোরে হেসে উঠল।

'আপনার স্বভাবটি ত ভারি কুটিল'—রাগত স্বরে পাবলোভনা বলল —'ক্রমেই আমার দৃঢ় ধারণা হচ্ছে যে যারা রুডিনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে তাদেরও কোন ক্ষতি তিনি করেন নি।'

'ক্ষতি করেন নি? চিরটা কাল অন্যের খরচে জীবন কাটান, অন্যের কাছে টাকা ধার করা······লেজনিয়ভ, আপনার কাছেও তিনি কিছু ধারেন নিশ্চয়ই, নয় কি?'

'শুনুন, মিষ্টার পিগাসভ'—লেজনিয়ভ বলল, তার মুখমণ্ডল গাম্ভীর্য-পূর্ণ—'আপনি জানেন এবং আমার স্ত্রীও জানেন যে গতবারে তাঁকে যখন দেখি তখন তাঁর প্রতি বিশেষ প্রীতির ভাব আমার ছিল না, এমন কি অনেক সময় তাঁর নিন্দাও আমি করেছি। সে সবের জন্যে (গ্লাসে স্যাম্পেন ঢেলে) এখন আমি এই প্রস্তাব করছি, এইমাত্র আমরা

আমাদের প্রিয় ভ্রাতা ও তার ভাবী পত্নীর স্বাস্থ্যপান করলাম ; আমি বলি আপনি এখন রুডিনের শুভ-স্বাস্থ্য পান করুন।'

পাবলোভনা ও পিগাসভ বিস্মিত চোখে তার দিকে চেয়ে রইল, কিন্তু বাসিস্টফ বিস্ফারিত নেত্রে আনন্দে কেঁপে লাল হয়ে উঠল।

'তাকে আমি খুব ভালভাবে চিনি'—লেজনিয়ভ বলল—'তার দোষ-ত্রুটি আমার জানা আছে। সে সাধারণ স্তরের মানুষ নয় বলেই ওগুলো এত স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে।'

'রুডিনের চরিত্র আছে—তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ'—বাসিস্টফ চেঁচিয়ে উঠল।

'ক্ষণজন্মা, সম্ভবতঃ তাই'—লেজনিয়ভ বলল—'কিন্তু চরিত্র বিষয়ে··· তার বড়ই দুর্ভাগ্য যে চরিত্র বলে কিছু তার নেই······কিন্তু কথাটা তা নয় ; তার মধ্যে কী ভাল, কী অনন্যসাধারণ তাই আমি বলতে চাই। তার আছে উৎসাহ এবং বিশ্বাস করুন আমাকে—যে আমি এত কুঁড়ে —এই উৎসাহই আজকের দিনে একটি অমূল্য গুণ। আমরা সকলেই আজকাল অসহ্যভাবে বিবেচনাশীল, উদাসীন ও শ্রমবিমুখ। আমরা ঘুমন্ত, আমার নিষ্প্রাণ। ধন্যবাদ দি তাঁকেই যিনি আমাদের জাগাবেন, আমাদের মনে এনে দেবেন উষ্ণতা। সময় উৎরে গেছে। মনে পড়ে, পাবলোভনা, একদিন ওর সম্বন্ধে বলতে বলতে ওকে প্রাণহীন বলে দোষারোপ করেছিলাম ? তখন আমি ঠিকই বলেছিলাম, আবার ভুলও বলেছিলাম। শৈত্য তার শোণিতধারায়—সেটা তার দোষ নয়—কিন্তু তার মস্তিষ্কে শীতলতা নেই। সে অভিনেতা নয়—যেমন আমি বলেছিলাম—প্রতারক নয়, দুশ্চরিত্রও নয় ; হ্যাঁ, পরের ঘাড়ে বসে সে দিনাতিপাত করে বটে, তবে জোচ্চোরের মত নয়, শিশুর মত······হ্যাঁ, শিশুরই মত। নিশ্চয়ই সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবে দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে, কিন্তু সেজন্যে আমরা কি তার গায়ে ঢিল ছুঁড়বো ? সে

নিজে কখনো কোন কাজ সঠিকভাবে করে না, তার নেই কোন জীবনী-শক্তি, নেই রক্তপ্রবাহ; কিন্তু তাকে অপদার্থ বলে অভিহিত করার অধিকার আছে কার? কে বলে যে তার বাণী সেই সব তরুণ প্রাণে মঙ্গল-বীজ বপন করে নি প্রকৃতি যাদের দিয়েছেন তারই মত কর্মশক্তি, দিয়েছেন স্বকীয় কল্পনা কাজে পরিণত করার দক্ষতা? বাস্তবিক, আমি নিজেই ত পেয়েছি এ সব তার কাছ থেকে......। পাবলোভনা জানে আমার যৌবনে রুডিন আমার জন্য কি করেছে। মনে পড়ে, আমারও ধারণা ছিল যে রুডিনের কথা কারো 'পরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, কিন্তু তখন বলেছিলাম আমার বর্তমান বয়সী লোকদের কথা—যাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে, যাদের জীবন গেছে ভেঙে চুরে। বক্তার বক্তৃতায় যদি কণামাত্র মিথ্যা থাকে তবে আমাদের কাছে সে বক্তৃতার সমগ্র ধ্বনিমোহ টুটে যায়, কিন্তু ভাগ্য এই যে তরুণদের শ্রবণশক্তি তত সূক্ষ্ম নয়, তত সুশিক্ষিত নয়। তারা যা শোনে তার সারাংশও যদি তাদের কাণে মধুর লাগে তবে স্বর-কম্পনে কী যায় আসে? স্বর-কম্পন তারা নিজেরাই যুগিয়ে নেবে।'

'বলিহারি!'—বাসিস্টফ চেঁচিয়ে উঠল—'ঠিক বলেছেন আপনি। রুডিনের প্রভাব সম্বন্ধে এ টুকু আমি শপথ করে বলতে পারি যে কেমন করে আপনাকে মুগ্ধ করতে হবে তাই শুধু তিনি জানেন তা নয়, আপনাকে তিনি ওপরে টেনে তুলবেন, আপনাকে চুপ করে দাঁড়াতে দেবেন না. আপনার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত আলোড়িত আবর্তিত করে আপনার প্রাণে আগুন জ্বালিয়ে দেবেন।'

'আপনি শুনছেন?'—লেজনিয়ভ বলল পিগাসভের দিকে ফিরে—'আর কী প্রমাণ আপনি চান? দর্শনকে আপনি আক্রমণ করেন, সে বিষয়ে মনের মত কটু কথা খুঁজে পান না। আমি নিজে দর্শনের তত অনুরাগী নই, তাছাড়া এ বিষয়ে আমার জ্ঞানও যৎসামান্য; কিন্তু

জানবেন যে আমাদের প্রকৃত দুর্ভাগ্য দর্শন থেকে আসে না। দর্শনের চুলচেরা বিচার ও কচকচির রোগে রুশীয়গণ কোনদিন সংক্রামিত হবে না; সে তুলনায় তাদের সাধারণ জ্ঞান অনেক বেশী। কিন্তু সত্য ও জ্ঞানের জন্য প্রতিটি আন্তরিক প্রচেষ্টাকে দর্শনের নামে আক্রমণ করলে চলবে কেন? রুডিনের একান্ত দুর্ভাগ্য যে রাশিয়াকে সে চেনে না—সত্যি, এ বড়ই দুর্ভাগ্য। রাশিয়া আমাদের সকলকে ছেড়ে থাকতে পারে, কিন্তু আমরা রাশিয়াকে ছেড়ে থাকতে পারি না। যে ভাবে যে সে পারে তার কপালে দুঃখ আছে, আর যে সত্যি সত্যিই পারে তার কপালে আছে দ্বিগুণ দুঃখ। বিশ্বমৈত্রী নিছক বাতুলতা, বিশ্বমৈত্রীওয়ালারা নিতান্ত নগণ্য—নগণ্যেরও অধম; জাতি-বৈশিষ্ট্য ব্যতীত শিল্প নেই, সত্য নেই, জীবন নেই, কিছুই নেই। স্বাতন্ত্র্য-ভূষিত ভঙ্গিমা ছাড়া আদর্শ মুখশ্রী খুঁজে পাবেন না, বিকৃত মুখেই থাকে স্বাতন্ত্র্যের অভাব। কিন্তু আবার বলছি, সেটা রুডিনের দোষ নয়, সেটা তার অদৃষ্ট—নিষ্ঠুর নিরানন্দ অদৃষ্ট—সেজন্য তাকে দোষী করা যায় না। আমাদের মধ্যে রুডিনেরা জন্মগ্রহণ করে কেন তার কারণ খুঁজতে হলে আমাদের যেতে হবে বহু দূরে। কিন্তু তার মধ্যে যা সৎ, যা কল্যাণকর তারই জন্য তার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তার প্রতি অবিচার করার চেয়ে এতেই আনন্দ বেশী; সত্যিই তার প্রতি আমরা অবিচার করেছি। তাকে শাস্তি দেওয়া আমাদের কাজ নয়, তার প্রয়োজনও নেই; তার প্রাপ্যের অধিক নির্মম শাস্তি সে নিজেই দিয়েছে নিজেকে। ভগবান করুন যেন দুঃখ তার যাবতীয় দোষ-ত্রুটি নির্মূল করে শুধু তার গুণাবলী বাঁচিয়ে রাখে। আমি রুডিনের শুভস্বাস্থ্য পান করছি—পান করছি আমার শ্রেষ্ঠ দিনগুলির প্রিয়-বন্ধুর স্বাস্থ্য, তার যৌবনের, তার আশা আকাঙ্খার, তার শুভ প্রচেষ্টার, তার বিশ্বাসের, তার সততার এবং বিশ বছর বয়সে যার জন্য আমাদের হৃদয়

উদ্বেলিত হয়ে ওঠে সে সকলেরই শুভ আমরা কামনা করছি; জীবনে এর চেয়ে শ্রেয় আর আমরা জানি না, জানব না·········সেই সোনার দিনগুলির মঙ্গল—রুডিনের কল্যাণ কামনা করি।')

লেজনিয়ভের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সুরাপাত্র মুখে ঠেকাল। উৎসাহের আধিক্যে বাসিস্টফ পাত্রটি প্রায় ভেঙে ফেলেছিল আর কি; এক চুমুকে পাত্রটি সে উজাড় করে দিল। পাবলোভর্না লেজনিয়ভের হাতে একটু চাপ দিল।

'আরে লেজনিয়ভ'—পিগাসভ বলল—'আমি ত ভুলেও ভাবি নি যে আপনি এমন বক্তা। আপনি দেখছি রুডিনেরই সমতুল্য; আমি ত প্রায় মুগ্ধ হয়ে গেছি।'

'বক্তা আমি মোটেই নই'—লেজনিয়ভ উত্তর দিল: একটু রাগ যে হয় নি তা নয়—'তবে মনে হয় আপনাকে ভোলান শক্ত। যাক, রুডিনকে নিয়ে যথেষ্ট হয়েছে, এখন অন্য কথা বলা যাক। তার কি খবর—কী জানি নামটা—কোন্‌স্তান্‌তিন? তিনি কি এখনো ডেরিয়ার কাছেই আছেন?'—বাসিস্টফের দিকে ফিরে সে জিজ্ঞাসা করল।

'ওঃ, নিশ্চয়ই; তিনি এখনো সেখানেই। ডেরিয়া তার জন্যে একটা লাভের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।'

লেজনিয়ভ হাসল। 'ওই একটি লোক যে কোনদিন অভাবে পড়বে না, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত।'

আহার শেষ হল—অতিথিগণ বিদায় নিলেন। স্বামীকে একলা পেয়ে পাবলোভনা তার মুখের পানে তাকাল একটু হেসে।

'আজ সন্ধ্যায় তুমি কী চমৎকার ছিলে'—স্বামীর কপালে একটা টোকা মেরে সে বলল—'কী বুদ্ধি ও মহত্ত্ব দেখিয়ে তুমি বললে। কিন্তু স্বীকার করবে যে রুডিনের প্রশংসায় একটু বাড়াবাড়ি করেছ, আগেকার দিনে তার নিন্দার বেলায় যেমন করতে।'

'এদেরকে আমি একজন ভূপাতিত ব্যক্তিকে আঘাত করতে দিতে পারি না। আর, আগেকার দিনে আমার আশঙ্কা ছিল রুডিন তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে।'

-'না'—সরলভাবে বলল পাবলোভনা—'সর্বদাই মনে হত যে আমার পক্ষে তিনি অত্যধিক বিদ্বান। তাঁকে আমি ভয় করতাম, তাঁর সামনে কী যে বলব ভেবে পেতাম না। আচ্ছা, আজ তাঁকে অপদস্থ করতে গিয়ে পিগাসভ অত্যন্ত বিসদৃশ হয়ে পড়েছিল, না?'

'পিগাসভ? আজ আমি এত উত্তেজিত হয়ে রুডিনের পক্ষ নিয়েছিলাম কেন জান? শুধু পিগাসভ ছিল বলে। আশ্চর্য, লোকটা কিনা রুডিনকে পরোপজীবী বলতে সাহস করে। আমার ত মনে হয় সে যা ব্যবহার করে—মানে পিগাসভ—সেটা শতগুণ খারাপ। তার নিজের স্বাধীন বিষয়-কড়ি আছে, তাই সবারই প্রতি তার নাসিকা-কুঞ্চন। কিন্তু দেখ পয়সাওয়ালা বা সম্ভ্রান্ত লোকের পদলেহনে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। তুমি জান—যে-লোকটা প্রত্যেক জিনিসকে প্রত্যেক লোককে এত ঘৃণাভরে গালি দেয়, দর্শন ও নারীজাতিকে এত আক্রমণ করে, সে-লোকটাই যখন চাকরী করত তখন ঘুষ-টুষ কত কি নিত। লোকটা এ রকমই।'

'এ কি সম্ভব? এ ত কখনো আশা করি নি।' একটু থেমে পাবলোভনা বলল—'তোমাকে জিজ্ঞেস করি·········'

'কি?'

'তোমার কি মনে হয়? দাদা নাতালিয়াকে পেলে সুখী হবে?'

'কি করে বলি বল? হওয়ারই ত কথা। নাতালিয়াই ভার নেবে······আমাদের মধ্যে ত কিছু লুকোচুরি নেই···সে তোমার দাদার চেয়ে চালাক; কিন্তু দাদা বড় চমৎকার মানুষ, নাতালিয়াকে সে মন-

প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। আর কী চাও? দেখ, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, আমরা সুখী……সুখী নই?'

মৃদু হেসে পাবলোভনা তার হাতে একটু চাপ দিল।

* * *

পাবলোভনার গৃহে যেদিন এ ঘটনা ঘটছিল, সেদিন রাশিয়ার এক সুদূর গ্রামে তিনটি গেঁয়ো ঘোড়ায় টানা একটা ভাঙাচোরা ছোট্ট চাকা গরুর গাড়ী ঢিমে তালে চলছিল সদর সড়ক দিয়ে গুমোট গরমের মধ্যে। সামনে বসে আছে ছেঁড়া ময়লা পোশাক পরা একজন পাংশুটে চাষা, পা দু'টো আড়াআড়ি ভাবে একটা লাঠির 'পরে ঝুলিয়ে—দড়ির লাগামটাকে চটাৎ চটাৎ শব্দ করতে করতে চাবুকের মত ঘোরাচ্ছে। গাড়ীর মধ্যে একটা ভাঙা বাক্সের ওপর বসে আছে একজন দীর্ঘকায় মানুষ—তার মাথায় টুপি, গায়ে পুরানো ময়লা পোষাক। লোকটি রুডিন। মাথা নিচু করে সে বসে আছে, টুপির প্রান্তভাগ তার চোখের ওপরে ঝুলে পড়েছে। গাড়ীর দোলায় এদিকে ওদিকে সে ঢুলছে। কিন্তু মনে হচ্ছে সে যেন একেবারে অচেতন, প্রায় ঘুমন্ত। অবশেষে সে বসল সোজা হয়ে।

'স্টেসনে কখন পৌছব?'—সে জিজ্ঞাসা করল চাষাকে।

'এই পাহাড়টার ওপরেই, দাদা'—আরো জোরে লাগাম দুলিয়ে সে বলল—'আর মাইল দেড়েক যেতে হবে—বেশী নয়; আসুন, চার দিক দেখুন'—ডানদিকের ঘোড়াটাকে চাবুক মারতে গিয়ে সে বলল কর্কশ স্বরে—'আসুন, আপনাকে শিখিয়ে দি।'

'তুমি ভারি বিশ্রী চালাও দেখছি'—রুডিন বলল—'সেই ভোর থেকে চলেছি গড়িয়ে গড়িয়ে, এখন পর্যন্ত পৌছতেই পারলাম না। তোমার উচিত ছিল একটা গান ধরা—'

'আচ্ছা, কী চাও ইয়ার? দেখতেই ত পাচ্ছ ঘোড়াগুলো এলিয়ে

পড়েছে……তার ওপরে এই ভ্যাপসা গরম……গাইতে টাইতে আমি পারি না বাপু। হেইও ছাগল !'—আলখাল্লা আর জুতো পরা একটি লোকের দিকে হঠাৎ ফিরে সে চেঁচিয়ে উঠল—'রাস্তা ছেড়ে দে।'

'বেড়ে গাড়োয়ান বাবা'—পিছন থেকে বলে লোকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—'হতভাগাটা'—ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে গালি দিয়ে মাথা নেড়ে সে সরে পড়ল।

অবশেষে বেতো ঘোড়াগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে পৌঁছল একটা গাড়ীর আড্ডায়। রুডিন গাড়ী থেকে বেরিয়ে চাষাকে পয়সা দিয়ে বাক্সটা নিজেই বয়ে নিয়ে গেল আড্ডার মধ্যে। চাষাটা কিন্তু তাকে নমস্কার জানাল না, বহুক্ষণ ধরে পয়সাগুলি হাতের তালুতে রেখে নাড়াচাড়া করল…মদের পয়সা বিশেষ নেই বলেই মনে হল।

রুডিনের ডাকে সদ্য ভাঙা ঘুম থেকে উঠে এল কর্তা, রুডিনের প্রশ্নের অপেক্ষা না করেই নিদ্রাতুর কণ্ঠে জানাল যে ঘোড়া নেই।

'ঘোড়া নেই একথা বলছেন কি করে যখন আপনি জানেনই না যে আমি যাব কোথায়? গ্রামের ঘোড়া নিয়ে আমি এখানে এসেছি।'

'কোথাও যাবার ঘোড়া আমাদের নেই'—মালিক বলল—'আপনি যাবেন কোথায়?'

'স্কো—'

'ঘোড়া টোড়া নেই মশাই'—বলেই মালিক চলে গেল।

বিরক্ত হয়ে রুডিন ঘরের জানালার ধারে গিয়ে টেবিলের ওপরে টুপি রাখল। বিশেষ কিছু পরিবর্তন তার হয় নি, তবে এই দু'বছরে সে যেন খানিকটা হলদেটে হয়ে গেছে; তার কুঞ্চিত কেশের এখানে ওখানে রূপালি আভা দেখা দিয়েছে; চোখ দু'টি সে রকমই তেজোময়—একটু নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে; তিক্ত ও অশান্ত ভাবাবেগের চিহ্ন স্বরূপ কতগুলো সূক্ষ্ম রেখা তার ওষ্ঠে ও কপালে অঙ্কিত রয়েছে। তার

বেশবাস মলিন ও জীর্ণ, কোথাও একটা অন্তর্বাস নেই। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে তার সুদিনের মেয়াদ গত হয়েছে।

দেয়ালের লেখাগুলি সে পড়তে লাগল—পরিশ্রান্ত পথিকের সাধারণ খোরাক। দরজাটা হঠাৎ ক্যাঁক করে খুলে গেল, ভিতরে এল মালিক।

'আপনার গন্তব্য স্থানে যাবার ঘোড়া নেই—অনেকক্ষণ পাবেন না; তবে ভি—গ্রামে যাবার কয়েকটা ঘোড়া তৈরী আছে।'

'ভি—গ্রামে? সেটা ত আমার পথেই পড়ে না। আমি যাচ্ছি পেন্‌জায়, আর ভি—মনে হয় ট্যাম্‌বফের দিকে।'

'তাতে কি? আপনি ট্যাম্‌বফ এবং ভি—থেকেও সেখানে যেতে পারেন, আপনার রাস্তা থেকে বেশী দূরে গিয়ে পড়বেন না।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে রুডিন বলল—

'আচ্ছা বেশ, ঘোড়া লাগাতে বলুন। আমার কাছে সবই সমান। আমি ট্যাম্‌বফেই যাব!'

ঘোড়াগুলি শীগ্‌গিরই প্রস্তুত হল। বাক্সটা কাঁধে নিয়ে রুডিন আবার গাড়ীতে উঠল। আবার তার মাথাটা ঝুলে পড়ল। ওর অবনত দেহের সর্বত্র একটা অসহায় করুণ দীনতার ছাপ সুপরিস্ফুট…

ধীর পদক্ষেপে ঘোড়া তিনটে চলতে লাগল।

উপসংহার

তারপরে কয়েক বছর কেটে গেছে।

শীতের ঠাণ্ডা দিন। সরকারী সহর সি—র সর্বশ্রেষ্ঠ হোটেলের দরজায় একটা ভ্রমণ-শকট এসে থামল; হাই তুলতে তুলতে গায়ের আড় ভেঙে একটি লোক গাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। বয়স তার বেশী নয়, তবে যে শারীরিক পূর্ণতা মনে জাগায় সম্ভ্রমের ভাব সেটুকু পূর্ণতা সঞ্চয় করবার মত যথেষ্ট বয়স তার হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠে সে এসে দাঁড়াল সুবিস্তৃত বারান্দার প্রবেশ দ্বারে। কাউকে কাছে না দেখে চেঁচিয়ে ডাকল একখানা কামরার জন্য; কোথায় যেন দরজা খোলার শব্দ হল, নিচু একটা পরদার পিছন থেকে একজন দীর্ঘাকৃতি পরিচারক লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে দ্রুত তির্যক ভঙ্গীতে সামনে এগিয়ে এল—আধ অন্ধকার বারান্দায় একটা ভৌতিক মূর্তির মত। আগন্তুক ঘরে ঢুকেই তার বহিরাবরণ ও গায়ের উড়নী ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা সোফায় বসে পড়ল, তারপরে হাঁটুতে ভর দিয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল—তখনো তার ঘুম যেন ভাঙে নি; তারপরে তার নিজের চাকরকে পাঠিয়ে দিতে আদেশ দিল। অভিবাদন জানিয়ে পরিচারক চলে গেল। এই আগন্তুকটি আর কেউ নয়—আমাদের লেজনিয়ভ, গ্রাম থেকে এখানে এসেছে সৈন্য-সংগ্রহের কি একটা কাজে।

লেজনিয়ভের ভৃত্য ঘরে ঢুকল।

'দেখছিস ব্যাটা'—লেজনিয়ভ বলল—'আমরা এসে গেছি। আর তুই কিনা ভয় পাচ্ছিলি একটা চাকাই বুঝি বা খসে যাবে।'

'এলাম ত, তবে চাকা কেন খসে যায় নি তার কারণ হল……'

'এখানে কি কেউ নেই?'—বারান্দায় কার গলা শোনা গেল। চমকে

উঠে লেজনিয়ভ শুনতে লাগল। 'ওখানে কে?'—আবার শোনা গেল।

লেজনিয়ভ উঠে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। সামনে এসে দাঁড়াল একটি লম্বা লোক, শরীরটি তার কুঁজো আর মাথার চুল প্রায় সম্পূর্ণ সাদা, গায়ে ব্রোঞ্জের বোতাম আঁটা পুরানো পশমী কোট। 'রুডিন!'—উত্তেজিত স্বরে লেজনিয়ভ চেঁচিয়ে উঠল।

রুডিন ফিরে দাঁড়াল। আলোর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল বলে লেজনিয়ভকে সে চিনতে পারল না, বিহ্বল দৃষ্টিতে শুধু তার মুখের পানে চেয়ে রইল।

'আমাকে তুমি চিনতে পারছ না?' লেজনিয়ভ বলল।

'লেজনিয়ভ!'—চেঁচিয়ে উঠে রুডিন হাত দু'টি বাড়িয়ে দিল, কিন্তু তখনি আবার টেনে আনল একটা যেন বিহ্বলতার ঘোরে। লেজনিয়ভ তাড়াতাড়ি তার হাত দু'টি টেনে নিল নিজের দু'হাতের মধ্যে। 'এসো এসো'—বলে রুডিনকে সে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল।

ক্ষণিক নীরবতার পরে লেজনিয়ভ বলল অনিচ্ছাকৃত মৃদুস্বরে—'কতখানি তুমি বদলে গেছ।'

'হ্যাঁ, লোকে তাই বলে।' বলল রুডিন, চোখ তার ঘুরছে ঘরের চতুর্দিকে—'এতগুলি বছর…… তোমার ত পরিবর্তন হয় নি। কেমন আছেন পাবলোভনা—তোমার স্ত্রী?'

'সে বেশ ভাল আছে—ধন্যবাদ। কিন্তু এখানে কি সূত্রে?'

'সে অনেক কাহিনী। সত্যি বলতে, এখানে এসে পড়লাম হঠাৎ। এক বন্ধুর খোঁজ করছিলাম। কিন্তু ভারি খুসি হলাম……'

'তুমি খাবে কোথায়?'

'জানি না। কোন রেস্তোঁরাতে হয়ত। আজই আমাকে এখান থেকে যেতে হবে।'

'যেতেই হবে?'

রুডিন হাসল একটা অর্থপূর্ণ হাসি।

'হ্যাঁ, যেতেই হবে। তারা আমাকে পাঠাচ্ছে আমার নিজের দেশে, নিজের ঘরে।'

'আমার সঙ্গে আহার কর আজ।'

এই প্রথম রুডিন সোজাসুজি তাকাল লেজনিয়ভের মুখের পানে।

'তোমার সঙ্গে আহার করতে তুমি আমায় ডাক্‌ছ?'

'হ্যাঁ, রুডিন—পুরানো দিনের পুরানো বন্ধুত্বের খাতিরে। খাবে তুমি? তোমার দেখা পাব আশা করি নি, ঈশ্বর জানেন আবার কবে দেখা হবে। এভাবে তোমায় যেতে দিতে পারি না।'

'বেশ, আমি রাজী।'

লেজনিয়ভ রুডিনের হাতে একটু চাপ দিল; চাকরকে ডেকে আহারের ব্যবস্থা করবার আদেশ দিয়ে এক বোতল বরফ দেওয়া স্যাম্পেন আনতে বলল।

খাবার সময় লেজনিয়ভ ও রুডিন তাদের বিগত ছাত্র-জীবন, জীবিত বা মৃত বন্ধু-বান্ধব এবং আরো অনেক কিছু সম্বন্ধে আলোচনা করল—যেন চুক্তি করে। প্রথমে রুডিন কথা বলছিল নিস্পৃহভাবে, কিন্তু কয়েক গ্লাস মদ গিলে তার রক্ত যেন গরম হয়ে উঠল। ভৃত্য শেষ পাত্রটি নিয়ে যাবার পরে লেজনিয়ভ উঠে দরজা বন্ধ করে দিল। টেবিলের ধারে এসে বসল রুডিনের মুখোমুখি, নিঃশব্দে হাতের 'পরে চিবুক রেখে।

'এখন বল আমাদের শেষ সাক্ষাতের পরে তোমার যা কিছু ঘটেছে।'

রুডিন লেজনিয়ভের পানে মুখ তুলে চাইল।

'হায় ভগবান'—লেজনিয়ভ মনে মনে বলল—'কী পরিবর্তনই হয়েছে, বেচারী।'

গাড়ীর আড্ডায় তাকে আমাদের শেষ দেখার পরে রুডিনের

চেহারার খুব বেশী পরিবর্তন হয়নি যদিও বার্ধক্যের পথে এগোবার চিহ্নগুলি পরিস্ফুট। তবে ওর বিশিষ্ট ভঙ্গীগুলি বদলে গেছে। চোখের দৃষ্টি অন্য রকম, তার সর্ব অবয়ব, তার চলন-ধরণ যা ছিল কখনো ধীর, কখনো বা চঞ্চল ও অসংলগ্ন—তার ভগ্ন নিস্পন্দ বাচন-ভঙ্গী—এ সব কিছু সূচনা করছে একটা দারুণ পরিশ্রান্তি, একটা নিঃশব্দ গোপন বিরক্তি; এককালে যে অর্ধ-স্বীকৃত বিষাদের ভান সে করত এ তার চেয়ে অনেক ভিন্ন—যে ভান সাধারণত করা হয় যৌবনে, যখন মানুষ থাকে আশায় ও সুনিশ্চিত গর্বে পরিপূর্ণ।

'আমার যা কিছু ঘটেছে সব তোমাকে বলতে হবে? সব কথা তোমাকে বলতে পারব না, বলার মত নয়। আমি বড়ই ক্লান্ত, অনেক ঘুরেছি—দেহে ও মনে। কত বন্ধু পেয়েছি, হায় ভগবান! কত কিছু, কত মানুষের 'পরে বিশ্বাস হারিয়েছি। হ্যাঁ, অনেক, অনেক!'—রুডিন বলে চলল, লক্ষ্য করল যে লেজনিয়ভ একটা বিশেষ রকম সহানুভূতি নিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে—'কতবার নিজের কথাই নিজের কাছে ঘৃণ্য বলে মনে হয়েছে। আমার নিজের মুখের কথা নয়, আমার মতবাদ যারা গ্রহণ করেছে তাদের কথা। নিজকে আমি নামিয়ে ফেলেছিলাম শিশুসুলভ কলহপ্রিয়তা থেকে সুরু করে অশ্বসুলভ পচা নির্বুদ্ধিতা পর্যন্ত—যে অশ্ব চাবুক খেয়েও লেজের ঝাপটা মারে না।...... কতবার আমি সুখী ও আশান্বিত হয়ে উঠেছি, আবার কতবার কত শত্রু সৃষ্টি করেছি, নিজকে করেছি অপদার্থ হীন। কতবার ঈগলের মত পাখা মেলে উড়ে গিয়েছি, আবার ফিরে এসেছি শামুকের মত—যে শামুকের খোলা গেছে ভেঙে।......কোথায় আমি যাই নি? কোন্ পথে আমি ঘুরি নি? আর সে পথগুলো প্রায়ই ছিল এত অপরিচ্ছন্ন!' একটু ঘুরে সে বলল—'তুমি জান—'

'শোন'—বাধা দিয়ে বলল লেজনিয়ভ—'এক সময় আমরা পরস্পরকে

ডাকতাম আমাদের ডাক-নাম ধরে। এসো, আজ সেই পুরানো অভ্যাসে ফিরে যাই……যাবে? এসো, সেদিনের স্মরণে আজ মদ খাই।'

রুডিন চমকে উঠে আত্মসম্বরণ করে নিল। তার চোখে ভেসে উঠল এমন কিছুর দীপ্তি যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বলল—'বেশ, খাওয়া যাক! তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ ভাই। সেদিনের উদ্দেশেই মদ খাবো আমরা।'

একসাথে দু'জনে সুরা পান করল।

হেসে আবার রুডিন সুরু করল—'জান ভাই, আমার মধ্যে একটা কি রকম উষ্ণতা আছে যা আমাকে দংশন করে, যন্ত্রনা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত আমার শান্তি নষ্ট করে। এটাই লোকের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বাধায়। প্রথমে সবাই আমাব প্রভাবে পড়ে, কিন্তু শেষকালে……' সে শূন্যে হাত ঘোরাল।

'তোমাদের ছেড়ে আসার পরে অনেক কিছু আমি দেখেছি, বহু পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে……আবার নতুন করে জীবন সুরু করেছি, বিশগুণ নতুন কিছু আরম্ভ করেছি—আর এখানে—দেখছ ত!'

'তোমার কোন স্থিরতা ছিল না'—লেজনিয়ভ বলল অনেকটা আপন মনে।

'তোমার কথা মত সত্যিই আমার স্থিরতা ছিল না, কোন কিছুই আমি গড়তে পারি নি। ভাই, যখন পায়ের তলার জমি তৈরী করতে হয়, যখন নিজের জন্যে নিজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তখন গড়া বড় কঠিন হয়ে পড়ে। আমার অভিযানগুলোর কথা, অর্থাৎ আমার ব্যর্থতাগুলোর কথা আমি বলব না। দু'তিনটে ঘটনার কথা উল্লেখ করব—জীবনের সেই সব ঘটনা যখন মনে হত যে সাফল্য-লক্ষ্মী আমার

পানে চেয়ে হাসছে অথবা যখন আমি সাফল্য সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে উঠতাম······এ দু'টো জিনিস প্রায় এক নয়।'

ধুসর ও বিরলপ্রায় চুলগুলি রুডিন পিছনে ঠেলে দিল সেই ভঙ্গীতে যে ভাবে এক কালে সে তার ঘন কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ পিছনে সরিয়ে দিত।

'যাক তোমাকে আমি সব কথাই বলব। মস্কোতে এক অদ্ভুত লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, খুব ধনী সে, বিশাল জমিদারীর মালিক। তার প্রধান এবং একমাত্র সখ ছিল বিজ্ঞান-প্রীতি, প্রকৃতি-বিজ্ঞান। কী করে এ সখ তার মাথায় চাপল তা আমি আজও বুঝি নি। গরুর পিঠে জিনের মত সখটি তাকে মানিয়েছিল বেশ। নিজের মানসিক উৎকর্ষের সঙ্গে নিজকে সে কোন রকমে চালিয়ে নিত; বাক্-পটুতার বালাই তার ছিল না বললেই হয়, ভাব-মুগ্ধ হয়ে সে শুধু চোখদু'টি ঘোরাত আর অর্থ-ব্যঞ্জকভাবে মাথা দোলাত। এ রকম বেচারা আর নিগুর্ণ-মানুষ আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়ে নি······স্মোলেন্স্ক্ প্রদেশে এ রকম জায়গা আছে, সেখানে পাওয়া যায় কেবল বালি এবং পশুরও অখাদ্য ঘাসের চাপড়া। তার হাতে পড়ে কোন কাজই সফল হত না, সব কিছুই যেন তার কাছ থেকে দুরে সরে যেত। কিন্তু সহজ সরল ব্যাপারগুলোকে অযথা জটিল করে তুলতে তখনো সে ছিল পাগল। অক্লান্তভাবে সে কাজ করত, লিখত এবং পড়ত। কি রকম এক কঠিন অধ্যাবসায় ও দুর্দান্ত ধৈর্য নিয়ে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ছিল সে; তার আত্মাভিমান ছিল অসীম, আর ছিল লোহার মত কঠিন মনোবল। সে থাকত একা, লোকে তাকে জানত খেয়ালী বলে। তার সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব ছিল, আমাকে সে খুব পছন্দ করত। স্বীকার করছি যে অনতিবিলম্বেই তাকে আমি চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু আমাকে আকর্ষণ করেছিল তার অদম্য উৎসাহ। তাছাড়া, এতখানি সহায় সম্পদের অধিকারী সে, কত সৎকাজ করতে

পারতাম, তাকে দিয়ে কত সত্যিকারের প্রয়োজন মেটান যেত। তার বাড়ীতে আমি আস্তানা নিলাম, গেলাম তার গ্রামে তারই সঙ্গে। আমার ছিল বিরাট পরিকল্পনা, নানা রকম সংস্কার ও আবিষ্কারের স্বপ্ন আমি দেখতাম……'

'ঠিক যেমন দেখতে ডেরিয়ার বাড়ীতে থাকার সময়, মনে আছে রুডিন ?'—উৎসাহ দেবার ভঙ্গীতে একটু হেসে লেজনিয়ভ বলল।

'কিন্তু তখন আমি মনে প্রাণে জানতাম যে আমার কথায় কিছুই হবে না, কিন্তু এবার……সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বিশাল কার্যক্ষেত্র আমার সামনে খোলা পড়ে ছিল। সঙ্গে নিলাম কৃষি সংক্রান্ত কতগুলো বই—সত্যি বলতে, ভাল করে কোনটাই আমি পড়ি নি। যাক, আমি ত কাজে লেগে গেলাম। প্রথম প্রথম আমার আশানুযায়ী কাজ এগোল না, পরে কোনক্রমে গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে লাগল। আমার নতুন পাওয়া বন্ধুটি শুধু দেখে যেত, বলত না কিছুই; আমার কাজে হস্তক্ষেপ সে করত না, অন্তত আমার চোখে ত পড়েনি কখনো। আমার প্রস্তাবগুলো মেনে নিয়ে সে কাজে পরিণত করত, কিন্তু কেমন যেন একটা দৃঢ় অথচ নীরব ক্রোধের সঙ্গে। গোপনে যেন তার ছিল বিশ্বাসের অভাব, তাই সব কিছুই সে নিজের মনের মত করে গড়ে তুলত। নিজের ভাব ও কল্পনাগুলিকে সে অত্যন্ত বেশী মূল্য দিত। নিজের কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে তাকে প্রচুর বেগ পেতে হত। এভাবে দু'টি বছর কাটালাম সেখানে। বহু চেষ্টা সত্বেও আমার কাজের বিশেষ কিছু উন্নতি হল না; ক্লান্ত হয়ে উঠলাম, বন্ধুর সংসর্গ আমার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠল; আমি তাকে বিদ্রূপ করতে সুরু করলাম, আর সে আমাকে একটা পালকের বিছানার মত চেপে আমার শ্বাস রোধ করবার উপক্রম করল। তার বিশ্বাসের অভাবটা ক্রমে পরিণত হল একটা নির্বাক ক্রোধে; আমাদের উভয়ের মনেই জেগে উঠল একটা বিদ্বেষের ভাব; কোন

বিষয়ে কথা বলা যেন অসম্ভব হয়ে উঠল। নিঃশব্দে কিন্তু প্রতি পদে সে দেখাতে চেষ্টা করল যে আমার প্রভাবাধীন সে নয়। আমার ব্যবস্থাগুলো সে হয় নাকচ করে দিত নয়ত আগাগোড়া বদলে দিত। অবশেষে বুঝতে পারলাম যে এই মহানুভব জমিদারের বাড়ীতে বাস করে, তাকে মানসিক উৎকর্ষতা সঞ্চারক একটা আমোদ দিয়ে আমি যেন একটা খোসামোদকারীর ভুমিকায় অভিনয় করছি। সময় ও শক্তির এই অপব্যবহারে মন আমার তিক্ত হয়ে উঠল, মন আমার বিষিয়ে উঠল এই ভেবে যে আমার প্রত্যাশা বার বার শুধু প্রবঞ্চিত হচ্ছে। ভালভাবেই জানতাম যে চলে গেলে কি আমাকে হারাতে হবে, কিন্তু নিজকে আর সংযত রাখতে পারলাম না ; একদিন আমার সামনেই ঘটল একটা মর্মান্তিক বিসদৃশ ঘটনা, যার ফলে বন্ধুবরের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল বড় বিশ্রীরকম বেকায়দায়। তার সঙ্গে চূড়ান্ত-ভাবে ঝগড়া করে আমি চলে এলাম।'

'অর্থাৎ প্রতিদিনের মুখের গ্রাসটি ত্যাগ করে এলে, রুডিন'—লেজ-নিয়ভ বলল রুডিনের কাঁধে হাত দু'টি রেখে।

'হ্যাঁ সত্যিই তাই। আবার সুরু হল আমার রিক্তহস্ত কপর্দকহীন কর্মশূন্য জীবন, ফিরে এল যেখানে খুসি উড়ে যাবার অবাধ স্বাধীনতা।······আঃ, এস আমরা মদ খাই।'

'তোমার স্বাস্থ্যের কল্যাণে'—দাঁড়িয়ে উঠে লেজনিয়ভ বলল রুডিনের কপাল চুম্বন করে। 'তোমার স্বাস্থ্যের কল্যাণে 'এবং পোকোরস্কির স্মরণে ; সে-ও জানত কেমন করে দরিদ্র হতে হয়।'

ক্ষণকাল নীরব থেকে রুডিন বলল—'যাক, এই হল আমার এক নম্বর অভিযান। আরো বলব ?'

'হ্যাঁ ভাই, বল।'

'কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না, বলতে বলতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি

ভাই……। যাই হোক তোমার যা ইচ্ছে। নানা দেশ ঘুরে ফিরে—ওহো, একজন সম্ভ্রান্ত দয়ালু ভদ্রলোকের সেক্রেটারী হয়েছিলাম কেমন করে এবং ফলে কি হয়েছিল, সে সব কথা তোমাকে বলতে পারতাম, কিন্তু তাতে চলে যাব বহুদূরে—নানা দেশ ঘুরে ফিরে শেষ কালে স্থির করলাম যে—হেসো না ভাই—এবার হবো একজন পাকা ব্যবসায়ী। সুযোগ এল এই ভাবে। কুরবিয়েভ নামে একটি লোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়, এক সময়ে তার খুব নাম ডাক ছিল।'

'কই, আমি ত তার নাম কখনো শুনি নি। কিন্তু সত্যি, রুডিন, এত বুদ্ধিমান হয়েও কেন তুমি বুঝতে পারলে না যে ব্যবসায়ী হওয়া তোমার কাজ নয়?

'আমি জানতাম যে সেটা আমার কাজ নয়, কিন্তু আমার উপযুক্ত কাজ তবে কি? কিন্তু কুরবিয়েভকে যদি একবার দেখতে! তাকে একটি গোবর-গণেশ বাক্যবাগীশ বলে ভেবো না। লোকে বলে এক কালে আমি নাকি খুব বক্তৃতা দিতাম; আরে, তার সামনে আমি দাঁড়াতেই পারি না; ভদ্রলোকের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য—ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে ক্ষুর-ধার বুদ্ধি, যাকে বলে সৃজনশীল প্রতিভা। নানা রকম দুঃসাহসিক এবং অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত পরিকল্পনায় তার মাথা ছিল ভরপূর। তার সাথে যোগ দিলাম আমি, আমরা স্থির করলাম যে আমাদের সম্মিলিত শক্তি নিযুক্ত করব জনসাধারণের প্রয়োজনীয় একটা কাজে।'

'সেটা আবার কি?'

রুডিন দৃষ্টি নত করল।

'শুনে তুমি হাসবে, লেজনিয়ভ।'

'হাসব কেন? না, আমি হাসব না।'

কুন্ঠিত মৃদু হাস্যে রুডিন বলল—'স্থির করলাম যে কে—প্রদেশে যানবাহন চলাচলের উপযোগী একটা নদী আমরা তৈরী করব।'

'সত্যি ? তাহলে এই কুরবিয়েভ হচ্ছেন একজন পুঁজিওয়ালা, কেমন ?'

'সে ছিল আমার চেয়েও গরীব'—রুডিনের আধ-পাকা মাথাটা বুকের কাছে নুয়ে পড়ল।

লেজনিয়ভ হাসতে লাগল, কিন্তু পরক্ষণেই হাসি থামিয়ে রুডিনের হাত চেপে ধরল।

'আমাকে মাপ কর ভাই। কিন্তু এতটা আমি আশা করি নি। তাহলে তোমাদের প্রচেষ্টা বোধ করি কাগজ কলমের গণ্ডী ছেড়ে বেশী দূর এগোতে পারে নি।'

'ঠিক তা নয়। আরম্ভটা হয়েছিল ভালই। লোকজন ভাড়া করে এনে কাজকর্ম সুরু হল। কিন্তু দেখতে না দেখতে যত রাজ্যের বাধা বিপত্তি এসে ভীড় করে দাঁড়াল। প্রথমত মিলের মালিকেরা আমাদের কোন রকম সাহায্য করতে রাজী হল না; তার ওপরে, কল-কব্জা ছাড়া জলের গতি পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না এবং কল-কব্জা কেনার মত যথেষ্ট টাকাকড়িও ছিল না আমাদের। ছ'টি মাস আমরা মাটির ঘরে দিন কাটিয়েছি। কুরবিয়েভ দিন কাটাত শুকনো রুটি চিবিয়ে, আর আমারও খাবার বিশেষ কিছু জুটত না। যাক, সে-বিষয়ে আমার কোন অভিযোগ নেই। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য কিন্তু ছিল অপূর্ব। আমরা প্রাণপণে যুঝতে লাগলাম, ব্যবসায়ীদের কাছে চিঠিপত্র আবেদন নিবেদনের সীমা সংখ্যা রইল না। আমার শেষ কপর্দক পর্যন্ত এই পরিকল্পনার পিছনে খরচ করে অবশেষে আমরা ক্ষান্ত হলাম।'

'মনে হয় শেষ কপর্দকটি খরচ করা তোমার পক্ষে বিশেষ কঠিন ছিল না'—লেজনিয়ভ বলল।

'তা বটে, বিশেষ কঠিন ছিল না।'

কিছুক্ষণের জন্য রুডিন চেয়ে রইল জানালার বাইরে।

'সমস্ত পরিকল্পনাটা কিন্তু সত্যি সত্যি তত খারাপ ছিল না, হলে অনেক কাজে লাগত।'

'কুরবিয়েভ তারপরে কোথায় গেল?'

'সে এখন আছে সাইবেরিয়াতে, সোনার খনির কাজে; তুমি দেখবে, নিজের ব্যবস্থা সে করে নেবে, ঠিক চালিয়ে যাবে।'

'হয়ত; তাহলে তুমি তোমার নিজের ব্যবস্থা করতে পারবে না মনে হয়।'

'তা আর কি করা যাবে বল? আমি জানি, তোমার চোখে আমি চিরদিনই ছিলাম একটা অপদার্থ জীব।'

'চুপ কর ভাই; একটা সময় অবশ্য ছিল যখন তোমার দুর্বলতাগুলো ধরা পড়েছিল আমার চোখে, কিন্তু এখন আমি তোমার যথার্থ মূল্য বুঝতে শিখেছি। নিজের ব্যবস্থা কোনদিনও তুমি করবে না এবং সেজন্যেই, রুডিন, তোমায় আমি পছন্দ করি—সত্যিই পছন্দ করি।'

একটু হাসল রুডিন।

'সত্যি?'

'সেজন্যেই তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি, বুঝলে?'

উভয়েই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

'বেশ এবার কি আমার তৃতীয় অভিযানের কাহিনী সুরু করব?'

'কর।'

'আচ্ছা, তৃতীয় এবং শেষ। এই তৃতীয় ঘটনার জাল থেকে সবেমাত্র মুক্তি পেয়েছি। কিন্তু তোমাকে কি বিরক্ত করছি না, লেজনিয়ভ?'

'বলে যাও, ভাই, বলে যাও।'

'আচ্ছা। তখন আমার ছিল প্রচুর অবসর। এ রকম এক অবসর

সময়ে আমার খেয়াল হল যে আমার ত যথেষ্ট বিদ্যা বুদ্ধি আছে, আমার উদ্দেশ্যও অসৎ নয়—আশা করি তুমিও আমার উদ্দেশ্যের সততা অস্বীকার করবে না।'

'না, করব না।'

'আর সব দিকেই ত কম বেশী বিফল হয়েছি……তবে জীবনটাকে এভাবে নষ্ট না করে আমি একজন উপদেষ্টা—মানে সোজা কথায় যাকে বলে শিক্ষক—হই না কেন?' একটু থেমে রুডিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'জীবনটাকে ব্যর্থ না করে যা আমি জানি তা অন্যকে দান করা শ্রেয় নয় কি? হয়ত আমার অভিজ্ঞতা থেকে তারা কিছু কাজ আদায় করে নিতে পারবে। আমার সামর্থ্য সাধারণ স্তরের ওপরে ত বটেই, তাছাড়া অনেক ভাষাও আমার জানা আছে। সুতরাং স্থির করলাম যে এই নতুন কাজে আত্মনিয়োগ করব। চাকরী একটা যোগাড় করতে বিশেষ বেগ পেতে হল—বাড়ীতে বসে কাউকে পড়াতে আমার ভাল লাগে না, আর নিম্নমানের স্কুলে পড়াবার মত কিছু নেই আমার। শেষকালে এখানকার উচ্চ বিদ্যালয়ে এক অধ্যাপকের কাজ পেলাম।'

'কিসের অধ্যাপক?'

'সাহিত্যের। তোমাকে বলছি, এতখানি উৎসাহ নিয়ে আর কোন কাজে আমি হাত দিই নি। তরুণদের নবীন প্রাণে প্রভাব বিস্তারের চিন্তাই আমাকে যোগাল প্রেরণা। আমার প্রথম বক্তৃতাটি রচনা করলাম তিন সপ্তাহ ধরে।'

'তোমার কাছে সেটা এখন আছে, রুডিন?'

'না, কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। বেশ চলে গেল সেটা, সবাই পছন্দ করল। এখনো আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার শ্রোতাদের মুখগুলো—সুন্দর তরুণ কতগুলো মুখ, সে মুখে রয়েছে নিষ্কলঙ্ক আত্মার একান্ত

অভিনিবেশ—সহানুভূতির, এমন কি বিস্ময়ের একটা অকপট অভিব্যক্তি! মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমার বক্তৃতা পাঠ করলাম যেন জ্বরের ঘোরে; ভেবেছিলাম ঘণ্টাখানেক লাগবে, কিন্তু বিশ মিনিটের বেশী লাগল না। পরিদর্শক মহোদয় সেখানে বসে ছিলেন—রূপোর চশমা আর ছোট একটা পরচুলা পরা শুকনো বুড়ো মানুষ—আমার পানে মুখ ফিরিয়ে দেখছিলেন বার বার। আমি শেষ করা মাত্রই আসন ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে তিনি বললেন—হয়েছে বেশ ভালই, তবে এদের পক্ষে বড কঠিন এবং অস্পষ্ট, আর আসল বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে খুব সামান্যই বলা হয়েছে। ছাত্ররা কিন্তু সপ্রশংস দৃষ্টি নিয়ে আমার বক্তৃতা অনুসরণ করছিল। আঃ, সেজন্যই ত যৌবনের এত মূল্য। দ্বিতীয় বক্তৃতাও লিখেই দিলাম, তৃতীয়টিও। তারপরে সুরু করলাম মুখে মুখে।'

'সফল হয়েছিলে তাতে?'

'প্রচুর। যা কিছু ছিল আমার অন্তরে সব আমি ঢেলে দিলাম শ্রোতাদের সামনে। এদের মধ্যে ছিল দু'তিনটি সত্যিকারের মেধাবী ছাত্র; বাকী ছেলেরা আমাকে ভাল বুঝতে পারত না। অবশ্য স্বীকার করব যে যারা বুঝতে পারত তারাও সময় সময় অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে আমাকে বিব্রত করে তুলত। আমি কিন্তু হতাশ হতাম না। সকলেই আমাকে ভালবাসত; পরীক্ষার খাতায় সকলকেই আমি পূর্ণ নম্বর দিতাম! কিন্তু তারপরে সুরু হল আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র—না-না ষড়যন্ত্র নয় মোটেই। কথা হচ্ছে এই যে আমি আমার উপযুক্ত স্থানে ছিলাম না, অন্যের বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, অন্যেরাও দাঁড়িয়ে ছিল আমার বাধা হয়ে। ছাত্রদের কাছে আমি এমন বক্তৃতা দিতাম যা প্রতিদিন দেওয়া রেওয়াজ নয়, আমার বক্তৃতা থেকে তারা খুব সামান্যই শিক্ষালাভ করত—ব্যাপার গুলো আমার নিজেরও ভাল জানা ছিল না। তাছাড়া, যে সংক্ষিপ্ত

পরিধিটুকু আমার জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, সেটুকু নিয়ে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম না—জান ত ওটা আমার চিরকালের দুর্বলতা। আমি চেয়েছিলাম আমূল সংস্কার করতে; শপথ করে বলছি আমার কল্পিত পরিবর্তনগুলো আদৌ অযৌক্তিক ছিল না, সহজেই তাদেরকে কাজে পরিণত করা যেত। পরিচালক মশাই ছিলেন বেশ ভদ্র এবং সৎ, প্রথম দিকে তাঁর ওপরে আমার কিছু প্রভাব ছিল; আশা করেছিলাম ওঁর সাহায্যেই আমার পরিকল্পিত সংস্কারগুলো সাধন করব। তাঁর স্ত্রী আমাকে সাহায্য করতেন অনেক। সত্যি ভাই, এ রকম স্ত্রীলোকের সঙ্গে পরিচয় জীবনে খুব কমই হয়েছে! বয়স তাঁর প্রায় চল্লিশ, তিনি ছিলেন মানুষের স্বাভাবিক সততায় একান্ত বিশ্বাসী, পঞ্চদশী কিশোরীর মত সতেজ উৎসাহ নিয়ে যা কিছু সুন্দর সবই তিনি ভালবাসতেন এবং যে কোন লোকের সামনে নিজের বিশ্বাস ব্যক্ত করতে কখনো ভয় পেতেন না। তাঁর উদার উৎসাহ ও নির্ভেজাল সততার কথা কখনো আমি বিস্মৃত হব না। তাঁর পরামর্শে একটা কার্যক্রম প্রস্তুত করলাম। কিন্তু ততদিনে আমার প্রভাব অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে, তাঁর কাছে আমার বিরুদ্ধে এক গাদা মিথ্যা কথা সাজিয়ে বলা হয়েছিল। আমার সর্বপ্রধান শত্রু ছিল গণিতের অধ্যাপক—বেঁটে খাট উগ্র মেজাজী মানুষটা, সব কিছুতেই অবিশ্বাসী—চরিত্রটি অনেকট, পিগাসভের মত, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী দক্ষ······আচ্ছা, কেমন আছে সেই পিগাসভ, বেঁচে আছে?'

'নিশ্চয়ই; বিয়ে করেছে এক কৃষক রমণীকে, লোকে বলে তিনি নাকি স্বামীকে ধরে মারেন।'

'বেশ করেন। আর······নাতালিয়া আলেক্সিভনা—সে ভাল আছে?'

'আছে।'

'সুখে আছে সে?'

'আছে।'

রুডিন কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল।

'কী যেন বলছিলাম?……ও, হ্যাঁ, গণিতের অধ্যাপকের কথা। তিনি আমাকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন; তিনি আমার বক্তৃতার তুলনা করতেন আতসবাজির সাথে, আমার কোন কথা একটু অস্পষ্ট হলেই তার ওপরে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন! কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা এই যে আমার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়কে তিনি সন্দেহ করতেন; শেষকালে যখন একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল তখন আমি ফেটে পড়লাম। যে পরিদর্শক মহোদয়ের সঙ্গে প্রথম থেকেই আমার বনিবনা ছিল না, তিনি পরিচালক মশাইকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললেন। এর পরে একটা অবাঞ্ছনীয় দৃশ্যের অবতারণা হল, আমি হার স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলাম না, আমার মেজাজ গরম হয়ে উঠল, ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষের কানে গেল; আমাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হল। আমি কিন্তু তত সহজে থামলাম না, প্রমাণ করতে চাইলাম যে আমার সঙ্গে তারা এ রকম ব্যবহার করতে পারে না……কিন্তু তারা ত পারল যেমন খুসি ব্যবহার করতে! কাজেই এখন এ সহর ছেড়ে যেতে আমি বাধ্য হচ্ছি।'

উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব—বন্ধুদ্বয় বসে রইল মাথা নিচু করে।

রুডিনই প্রথম কথা বলল—

'হ্যাঁ ভাই, এখন আমি কোল্ৎসভের ভাষায় বলতে পারি: হে যৌবন, তুমিই আমাকে নিয়ে গেছ বিপথে, এখন আর পা বাড়াবার কোন স্থান নেই আমার। তবুও, একি সম্ভব যে কোন কাজেরই আমি যোগ্য নই, যেন এ দুনিয়ায় আমার জন্যে কোন কাজই নেই? বহুবার নিজকে

এ প্রশ্ন করেছি আমি এবং নিজের চোখে নিজকে যতই ছোট করে দেখি না কেন, আমি যে অনুভব না করে পারি না যে আমার মধ্যে আছে এমন কতগুলো গুণ যা সকলের মধ্যে থাকে না। এ গুণগুলো ব্যর্থ হয়ে রইল কেন? আরো বলি, তুমি জান যখন বিদেশে থাকতাম তখন আমি ছিলাম দাম্ভিক আর কতগুলো ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী; সত্যি, তখন আমি বুঝতাম না কী আমি চাই; বেঁচে ছিলাম শুধু কথা আব কথা নিয়ে, বিশ্বাস করতাম কতগুলো অশরীরী অলীক বস্তুকে। কিন্তু শপথ করে বলছি, এখন আমি যা কিছু অনুভব করি সে সবই সকলের কাছে জোর গলায় বলতে পারি। লুকোবার আমার কিছুই নেই, এখন আমার মন পরিপূর্ণভাবে সৎউদ্দেশ্যে প্রণোদিত। আমি বিনয়ী, পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে আপনাকে মানিয়ে নিতে আমি প্রস্তুত; আমার প্রয়োজন অতি সামান্য, সব চেয়ে কাছে আছে যে ভালটুকু তাই আমি করতে চাই, সামান্য যে কোন কাজে আসতে চাই। কিন্তু না, সফল হতে পারি না। এর অর্থ কি? অন্য সকলের মত বেঁচে থাকতে, কাজ করতে কিসে আমাকে বাধা দেয়? এখন শুধু এর স্বপ্ন দেখছি, কিন্তু যে মুহূর্তে একটা নির্দিষ্ট কাজে হাত দেব, অমনি আমার পোড়া অদৃষ্ট সব গোলমাল করে দেবে। একে, আমার অদৃষ্টকে আমি ভয় করতে সুরু করেছি····· কেন, কেন এ রকম হয়? আমাকে বুঝিয়ে দাও এ রহস্য।'

'রহস্য?'—লেজনিয়ভ বলল—'হ্যাঁ, রহস্যই বটে। আমার কাছে তুমি চিরদিনই একটা ধাঁধার মত রয়ে গেলে। এমন কি আমাদের অল্প বয়সে যখন সামান্য একটা দুষ্টুমির পরে হঠাৎ তুমি এমনভাবে বলতে যেন তোমার আঁতে দারুণ ঘা লেগেছে, তারপরে আবার সুরু করতে······বুঝেছ আমি কি বলতে চাই?······তখনো তোমাকে ঠিক বুঝতে পারতাম না। সেজন্যেই ত তোমার কাছ থেকে দূরে

সরে গেলাম……। তোমার এত শক্তি, আদর্শের জন্যে এমন অক্লান্ত প্রচেষ্টা……'

'কথা, শুধু কথাই। হল না ত কিছুই।' রুডিন এলিয়ে পড়ল।

'কিছুই হল না? করবার কী আছে?'

'করবার কী আছে? নিজের পরিশ্রমে একটি অন্ধ বৃদ্ধা ও তার পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করা—মনে আছে, লেজনিয়ভ, প্র্যাজেণ্ট্‌সভ যে রকম করত?—সেও একটা কাজ।'

'হ্যাঁ, কিন্তু একটা ভাল কথা বলা—সেও একটা কাজ।'

লেজনিয়ভের পানে নীরবে চেয়ে রুডিন একটু মাথা নাড়ল।

লেজনিয়ভ যেন কিছু বলতে চেয়েছিল. কিন্তু শুধু মুখের 'পরে একবার হাত বুলিয়ে চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পরে বলল—'তাহলে নিজের গ্রামে ফিরে যাচ্ছ এখন?'

'হ্যাঁ।'

'সেখানে তোমার কিছু জমিজমা আছে না?'

'কিছু পড়ে আছে আমার জন্যে। শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার মত একটু জায়গা। এ মুহূর্তে তুমি হয়ত ভাবছ যে এখনো আমি সুন্দর সুন্দর কথা না বলে পারি না। বাস্তবিক, কথাই আমার সর্বনাশের মূল। কথাই আমাকে খেয়েছে এবং অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত এই কথার কবল থেকে আমার মুক্তি নেই। কিন্তু এখন যা বললাম তা শুধু কথাই নয়। মাথার এই শুভ্র কেশ, কপালের এই কুঞ্চিত রেখা, লোলচর্ম এই বাহুদ্বয়—এগুলো শুধু কথাই নয়, লেজনিয়ভ। আমার 'পরে সর্বদাই তুমি থাকতে কঠিন হয়ে, ঠিকই করতে। কিন্তু এখন আর কঠিন হবার সময় নয়—যখন সব শেষ হয়ে গেছে, প্রদীপে তেল যখন ফুরিয়েছে, যখন প্রদীপই গেছে ভেঙে এবং সলতে হয়েচে নিবু নিবু। ভাই, মৃত্যুই শেষকালে সব কিছুর সমন্বয় ঘটাবে—দেবে শান্তি, আনবে মিলন।'

লেজনিয়ভ লাফিয়ে উঠল।

'রুডিন, আমাকে এ কথা বলছ কেন? এ কথা শুনবার মত কী আমি করেছি? আমি কি এ রকমই বিচার করে থাকি? কোন্ জাতের মানুষ আমি যে তোমার ওই ভেঙে-পড়া গাল আর কপালের রেখা দেখেও আমার মনে হবে যে ওগুলো তোমার শুধু কথার কথা? জানতে চাও, রুডিন, তোমার সম্বন্ধে আমি কী ভাবি? ভাবি, এই একটা লোক যে শুধু ইচ্ছে করলেই তার ক্ষমতার দৌলতে কী না পেতে পারত, জগতের কোন্ সুখটা এখন তার অপ্রাপ্ত থাকত! আর, তাকে আজ দেখছি ক্ষুধার্ত, গৃহহীন.........'

'তোমার মনে আমি দয়ার উদ্রেক করেছি'—রুডিন বলল রুদ্ধ অনুচ্চ স্বরে।

'না, তুমি ভুল করেছ, আমার মনে তুমি শ্রদ্ধা জাগিয়েছ—ঠিক এই আমি অনুভব করছি। তোমার জমিদার বন্ধুর বাড়ীতে বছরের পর বছর কাটাতে তোমাকে বাধা দিয়েছে কে? তাকে একটু আমোদ কৌতুকে জমিয়ে রাখাব ইচ্ছে যদি তোমার থাকত, আমার বিশ্বাস তবে তোমার সব ব্যবস্থাই সে করে দিত। কেন তুমি এখানকার বিদ্যায়তনে মিলেমিশে থাকতে পারলে না—কেন, কেন?—অদ্ভুত মানুষ! যে কোন ভাবাদর্শ নিয়ে কোন কাজে হাত দিয়েছ, প্রতিবারেই তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়েছে তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন। ভাল ছাড়া অন্য জমিতে শিকড় জন্মাতে তুমি নারাজ—যতই লাভজনক তা হোক না কেন।'

'একটা গড়ান পাথর হয়েই আমার জন্ম'—ক্লান্ত একটা হাসি হেসে রুডিন বলল—'আমাকে আমি থামাতে পারি না।'

'তা সত্যি; কিন্তু থামতে তুমি পার না এজন্যে নয় যে একটা পোকা তোমাকে কামড়াচ্ছে। না, এটা একটা পোকা নয়, অলস

অস্থিরতার ভাবও নয়—স্পষ্টতঃ এটা হচ্ছে অসীম ব্যর্থতা সত্ত্বেও তোমার অন্তরে জ্বলছে যে সত্যের প্রতি আসক্তি তারই দাবানল। নিজেদেরকে যারা আত্মম্ভরী বলে মনে করে না এবং তোমাকে যারা হয়ত ফাঁকিবাজ বলে মনে করে, তাদের চেয়ে অনেক বেশী তপ্ত হয়ে তোমার হৃদয়ে জ্বলছে এই লেলিহান শিখা। আমি তোমার মত হলে অনেক আগেই অন্তরের আগুন শান্ত করতে পারতাম এবং সব বিষয়ে পরাজয় স্বীকার করতাম। তুমি ত' এখনো তিক্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠো নি, রুডিন। আমি আজ নিশ্চিত জানি যে আবার তুমি শিশুর মত কোন এক নূতন অভিযানে আত্মনিয়োগ করতে প্রস্তুত আছ।'

'না, ভাই, আমি এখন ক্লান্ত ; আমার যথেষ্ট হয়েছে।'

'ক্লান্ত! আরে, অন্য লোক হলে এতদিনে মারা যেত। তুমি বলছ মৃত্যুই সব মিটিয়ে দেয়, কিন্তু তুমি কি মনে কর জীবন সব মিটিয়ে দেয় না? যে লোক বেঁচে থেকে অন্য লোকের প্রতি সহিষ্ণু না হয় সে নিজে সহিষ্ণুতার পরিচয় পাবার অধিকারী নয়। এবং কে বলতে পারে যে সহিষ্ণুতার তার প্রয়োজন নেই? তোমার যা সাধ্য তা তুমি করেছ, রুডিন ; যতদিন পেরেছ তুমি সংগ্রাম করেছ, আর কী চাও? আমার পথ ছিল ভিন্ন·········'

'আমার সঙ্গে তোমার বিভেদ ছিল নিদারুণ'—রুডিন বলল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'আমাদের পথ ছিল ভিন্নমুখী, হয়ত' এ কারণে যে ঘর-কুনো হয়ে হাত জোড় করে দর্শক হয়ে থাকতে আমাকে কেউ বাধা দেয় নি ; কিন্তু তোমাকে যেতে হয়েছিল ঘরের বাইরে নিজের দারিদ্র্য দূর করতে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে। আমার পথ ছিল ভিন্ন, কিন্তু দেখ, পরস্পরের কত সান্নিধ্যে আমরা রয়েছি। প্রায় একই ভাষা আমরা ব্যবহার করি, অর্ধেক ইঙ্গিতেই পরস্পরকে বুঝতে পারি, একই ভাব